মেঘমালা নাটক।

শ্রীবিহারিলাল নন্দী

প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৫ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

জয়সেন	... ...	উজ্জয়িনী নগরের সম্রাট্‌।
সুধর্ম্মা	... ...	রাজমন্ত্রী।
বীরবাহু	... ...	সৈনাধ্যক্ষ।
বিদূষক।		
চন্দ্রকেতু	... ...	বিজয়পুরের যুবরাজ।
প্রিয়ম্বদ	... ...	মন্ত্রীপুত্র, চন্দ্রকেতুর প্রিয়বয়স্য।
নিকুম্ভ	... ...	দৈত্যরাজ।
রতি দেবী।		
জয়া, বিজয়া	... ...	অপ্‌সরী।
সত্যবতী	... ...	জয়সেনের রাজমহিষী।
মেঘমালা	... ..	রাজ-দুহিতা।
তরলিকা	... ...	মেঘমালার সখী।
মধুরিকা	... ...	পরিচারিকা।

ভট্টাচার্য্য, দূত, প্রতীহারীগণ, দুইজন ব্যাধ, ঋষিকন্যা, কুলবালাদ্বয়, মালিনী ইত্যাদি।

মেঘমালা নাটক।

(সুত্রধারের প্রবেশ।)

সুত্রধার। বাহার—ধামাল।

বাগ্‌বাণী বীণাপাণি, প্রণতি তব চরণে।
করুণা কর মা জ্ঞান-হীন অভাজনে॥
শ্বেতাঙ্গী সতী সারদা, গায়ত্রী ব্রাহ্মী জ্ঞানদা,
মোদিনী রস কবিতা রাগ তান মানে॥
নাটক রসে সুজনে, তুষিব বাসনা মনে,
স্তুতি গো মম শ্রীচরণে, হের অপাঙ্গে এ দীনে॥

(চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া)

আহা মরি কিবা শোভা হেরি এ সভার!
যেন শত পূর্ণ-শশী গগনে উদয়;
কিংবা সরোবরে ফুল্ল অরবিন্দ-রাশি,
আমোদিত বসুমতী গুণ-সুরভিতে
যাঁ সবার। তুষিবারে এ হেন সভার
মন নাট্য রসে, নহে ত সামান্য আশা,
তাহে আমি অজ্ঞ গুণ-হীন অভাজন।
কিন্তু জানি মহতের স্বভাব মহৎ,
ক্ষমা-গুণ বিরাজয়ে হৃদে মুর্ত্তিমান্;—

যদি সভ্য মহোদয় গণে দিয়া বৃথা
ক্লেশ, হই অপরাধী তাঁদের চরণে,
ক্ষমিবেন মম দোষ নিজ নিজ গুণে ;
যথা ক্ষমে শৃঙ্গধর প্রবল-অনিলে,
যবে করে ধূলায় ধূসর অঙ্গ তাঁর।
এই ত ভরসা ধরি হইনু সাহসী,
প্রবেশিতে রঙ্গভূমে, করিব যতন
বহুতর হতে কৃত-কার্য্য সাধ্যমতে।
মেঘমালা নামে কাব্য অভিনব, নহে
রসহীন, করি অনুভব সভাসদ-
গণ-মন রঞ্জিবেক অভিনয়ে তার।

[সূত্রধারের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত শিখর—মদনোদ্যান।

(চন্দ্রকেতু ও প্রিয়ম্বদের প্রবেশ।)

চন্দ্র। (সবিস্ময়ে) বয়স্য, এ কোথায় এলেম? আমি ত কিছুই স্থির কত্যে পারি না। সমভিব্যাহারী সৈন্য-সামন্ত লোক জন সকলকে পরিত্যাগ করে্য এই নিভৃত-স্থানে এসে উপস্থিত হলেম, এখন কি করি। যাহোক্, এ স্থানটী অতি রমণীয়! দেখ দেখি, কি অপূর্ব্ব শোভা সকল নয়নগোচর হচ্চে। ধরাতল নবীন দূর্ব্বাদলে আচ্ছন্ন রয়েছে, তরু লতাসকল বিচিত্রবর্ণের পুষ্পে সুশোভিত হয়েছে, মলয়ানিলসহকারে কুসুমসৌরভ বিস্তীর্ণ হয়ে চতুর্দ্দিক আমোদিত কর্চ্চে, মহীরুহসকল ফলমুকুলভারে নত-শিরাঃ হয়ে যেন ভগবতী বসুমতীকে প্রণাম কর্চ্চে, বিহঙ্গম-কুলের কাকলীধ্বনিতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হচ্চে—এদিকে সরোবরের নির্ম্মল সলিলে ফুলকুলেশ্বরী কমলিনী যেন প্রাণনাথের বিরহে ক্রমে২ ম্লানবদনা হচ্চেন, ভৃঙ্গদল মধু-পানোন্মত্ত হয়ে গুন্২ শব্দে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হচ্চে—আহা! এমন সুরম্য উপবন তো কখন দেখি নাই! বয়স্য, এই স্থানের মনোহর শোভা প্রভাবে পথশ্রান্তি-জনিত ক্লেশও আমার মনে স্থানপ্রাপ্ত হচ্চে না।

প্রিয়। রাজনন্দন, বোধ হয় এ কোন দেব-উপবন হবে, মনুষ্য-কল্পিত কাননে বৃক্ষলতাদির এরূপ শোভা কখন নয়ন-গোচর হয় না।

চন্দ্র। আমিও তাই বিবেচনা করি, নতুবা এমত নিভৃত পর্ব্বত-প্রদেশে ঈদৃশ লোচনানন্দদায়ক উপবনের সম্ভাবনা কি?

প্রিয়। যাহোক্, এ স্থানে বিলম্ব করা বিধেয় নয়, চলুন শীঘ্রই প্রত্যাগমন করা যাউক; বিশেষতঃ সমভিব্যাহারী লোক জন সকল কে কোথায় গেল কিছুই জানি না।

চন্দ্র। বয়স্য, অতিরিক্ত ভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর চল্‌তে পারি না; তুমি সকলের অন্বেষণ করে্য সারথিকে সন্নিকটে রথ আন্‌র্ত্তে বল, আমি ততক্ষণ এখানে বিশ্রাম করি।

প্রিয়। যে আজ্ঞা, আপনার যে রূপ অনুমতি।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। (স্বগত) আহা! জগদীশ্বরের কি অপার মহিমা! সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌লে তাঁর কি চমৎকার শিল্প-নৈপুণ্য ও কি অলঙ্ঘনীয় নিয়মাবলীসকল প্রত্যক্ষীভূত হয়! সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী ও পৃথিবী প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থসকল ক্ষণে২ অপরূপ শোভা ধারণ করে্য সেই জগৎপিতার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা এবং অলৌকিক গুণ কীর্ত্তন করে! আহা! সন্ধ্যার প্রাক্‌কালটী কি মনোহর! সূর্য্যদেব তেজোহীন হয়ে ক্রমে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হচ্চেন, পশ্চিমাশা আরক্তিম হয়ে স্বর্ণকান্তিচ্ছটা বিস্তার কর্চ্চে, উদয়াচল ক্রমে তিমিরাবৃত হয়ে আস্‌চে, পবনদেব তপনতাপে তাপিত ও শ্রান্তিযুক্ত পথিকের

ন্যায় যেন ছায়াতলে বিশ্রাম কত্যে বস্‌চেন, সরোবরের নির্ম্মল সলিল সুস্নিগ্ধ হয়ে, তেজোহীন সৌর-কিরণ-জালকে অবহেলা পূর্ব্বক যেন ঈষৎহাস্য প্রকাশ কচ্চে, নিশাবিকাশি-কুসুমসকল দিবাভাগে প্রভাকরের তেজঃ সহ্য কত্যে অসমর্থ হয়েই যেন অধুনা ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ সুন্দর মুখশ্রী প্রকাশ কর্চ্চে, কমলিনী মুকুলিতাক্ষী ও কুমুদিনী প্রস্ফুটিতা হচ্চেন, বিহঙ্গমকুল ক্রমে তরুশাখা আশ্রয় কচ্চে, কুরঙ্গিনীরা শাবক-সমভিব্যাহারে পর্ব্বত-গুহার শরণাগত হচ্চে—আহা! চতুর্দ্দিক যেন একটি অপূর্ব্ব মধুবভাব ধারণ করেছে। (নেপথ্যে বীণাধ্বনি শ্রবণে সচকিতে) এ কি? বীণাধ্বনি যে!—আহা! কি মধুর। (মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ—পুনরায় বীণাধ্বনি) কি মনোহর। কি সুললিত। এ নিভৃতস্থানে বীণাধ্বনি কি প্রকারে হচ্চে?—কি চমৎকার। (চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ) শুনেছি, সুমেরুপর্ব্বতের উপর স্বর্গবিদ্যাধরীরা বীণাবাদনপূর্ব্বক নৃত্য করেন, তাঁদেরই কি বীণাধ্বনি শ্রবণ কল্যেম? যাহোক্, ইহার তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক, কিঞ্চিদ্দূর গমন করে দেখিই না কেন।

[পরিক্রমণ করিতে২ প্রস্থান।

(রতি দেবীর প্রবেশ।)

রতি। (স্বগত) সখী সর্ব্বদাই তাঁর উপবনের প্রশংসা-করেন, কিন্তু এ স্থানের সঙ্গে কি তার তুলনা করা যেতে পারে? এমন মনোহর উদ্যান কোথায় আছে? নন্দনকানন অপেক্ষাও ইহার অধিক শোভা, সুরপতিও ইহার লোভ করেন, কিন্তু সখী তাহা কখনই স্বীকার করেন না, এ তাঁর

নিতান্ত পক্ষপাতের কথা। আহা! কি চমৎকার ফুলসকল ফুটে রয়েছে! তাঁর উপবনে এমন ফুল কি একটাও আছে?—যাহোক্, কতকগুলি অবচয়ন করে্য প্রাণনাথের জন্য একগাছি হার গাঁথি। (পুষ্পচয়ন করিতে করিতে সচকিতে) এ কি? সহসা পবনদেব এমন প্রবলবেগ ধারণ কল্যেন কেন? (উপরে দৃষ্টি করিয়া) এ কি? একটা ভয়ানক আকৃতি শূন্যমার্গে দৃষ্টিগোচর হচ্চে যে, এই বা কে? দৈত্য দানব ব্যতীত দেবতাদের মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ত কাহারও দেখা যায় না—ও যে এই দিকেই আস্চে, কি করি? (সভয়ে একান্তে অবস্থিতি।)

(নিকুম্ভ দৈত্যের প্রবেশ।)

নিকু। (সহাস্যবদনে) রতিদেবি, আপনি এ নির্জ্জন স্থানে একাকিনী ভ্রমণ কচ্চেন, ভালই হয়েছে। আমি আপনার অন্বেষণে সমস্ত সুরপুর ভ্রমণ করে্য কি পর্য্যন্ত যে ক্লান্ত হয়েছি তার আর কি বল্‌বো; যাহোক্ এখন দর্শনে সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হলো, আমার মন পুলকে পরিপূর্ণ হলো।

রতি। কেন, কি নিমিত্তে আমার অন্বেষণ কর্চ্চো?

নিকু। ভ্রমর আর কমলিনীকে কি নিমিত্তে অন্বেষণ করে। সুরপুরে আপনার সদৃশ রূপবতী আর নাই। আপনার রূপে আমি যে কি পর্য্যন্ত বিমোহিত হয়েছি, তা বলতে পারি না, এখন কৃপা করে্য আমার প্রতি করুণাকটাক্ষ করুন।

রতি। (সক্রোধে) রে পাপাত্মা! তোর ছোট মুখে বড় কথা? তুই শৃগাল হয়ে সিংহীর প্রতি লোভ করিস্? তোর নিতান্তই মরণেচ্ছা হয়েছে দেখ্‌তে পাই।

নিকু। হা হা হা! দেবি, ক্রোধ সম্বরণ কর। বিষহীন-ফণির মস্তকোত্তোলনে কি ফল? পশুপতির শাপে তোমার মন্মথ ভস্ম হওয়াবধি সুরপুরে কে না তোমার নিন্দা করে? অন্যান্য দেবনারীর তুল্য মান কি তোমার আর আছে? তবে বৃথা সেই পোড়া দেবতাটার সেবা কর্য্যে কালক্ষেপ কর কেন? আমি দৈত্যকুল-শ্রেষ্ঠ, আমার ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই, বলবীর্য্যের কথা অধিক কি বল্‌বো, মনে কর্‌লে ত্রিভুবনকে মুহূর্ত্তমধ্যে রসাতলে দিতে পারি; রূপে আমার তুল্য কে আছে? আর তার সাক্ষী তো প্রত্যক্ষই দেখ্‌তে পাচ্চ। অতএব আমার অনুগামিনী হও, চিরদিন পরমসুখভোগ কর্‌বে, ইন্দ্রাণী শচীও তোমার পদসেবা কর্‌বেন।

রতি। বারংবার দেবরাজের নিকট অবমানিত হয়েও তোর লজ্জা হয় না? এখন কি সে সকল কথা ভুলে গেলি? তুই আবার আপনার পরাক্রমের গর্ব্ব করিস্? ত্বরায় এ স্থান পরিত্যাগ কর্য্যে গমন কর্।

নিকু। (হাস্য করিয়া) দেবি, চাতক বারিলোভে প্রলয়ের প্রবল প্রভঞ্জন ও জলধরের গভীর গর্জ্জনকেও ভয় করে না। তোমার ক্রোধে কি আমার ভয় হয়? তোমার কর্কশ বচন আমার কর্ণে যেন সুধাবর্ষণ কর্চ্চে এবং মনের লালসা বৃদ্ধি কর্চ্চে, আর বিলম্ব সয় না, এসো আমার দগ্ধ-হৃদয়কে সুশীতল কর। (অগ্রসর হওন।)

রতি। (সভয়ে এবং সক্রোধে) রে নির্লজ্জ পামর! তোর এত অহঙ্কার? এখনও বল্‌চি, এ স্থান পরিত্যাগ কর্, নতুবা উচিত প্রতিফল পাইবি।

নিকু। সুন্দরি, অনলসংযোগে স্বর্ণ যেমন অধিক উজ্জ্বল

হয়, তদ্রূপ ক্রোধানলে তোমার লাবণ্যের উজ্জ্বলতা আরও বর্দ্ধিত হচ্চে। আহা! এ রূপ-রত্ন কি ভস্মে পড়ে থাক্‌বার! যাহোক্, স্তুতি মিনতিতে যদি না তুষ্ট হও, তবে বল-সহকারে মনোভিলাষ পূর্ণ কর্‌বো, দেখি তোমায় কে রক্ষা করে। (দম্ভভরে ধরিতে উদ্যত।)

রতি। (ভীতা হইয়া সজল নয়নে) হে মন্মথ! হে নাথ! এ পাপাত্মা দানবের হস্ত হতে আমায় রক্ষা কর।—

(চন্দ্রকেতুর বেগে প্রবেশ।)

চন্দ্র। (নিকুম্ভকে দেখিয়া কোপে) রে দুরাত্মন্, কাপুরুষ! তোর এত বড় ক্ষমতা? দেখ্ এই মুহূর্ত্তেই তোর মস্তকচ্ছেদন করি। (অসি উত্তোলন।)

নিকু। রে মূঢ়, দুর্ম্মতি! তোর এত অহঙ্কার? মনুষ্য হয়ে আমার বিপক্ষতাচরণ করিস্? তোর কি মৃত্যুর ভয় নাই? যাহোক্ তুই ক্ষুদ্র-প্রাণী, তোর প্রাণদণ্ড করে্য দৈত্য-কুলে কলঙ্ক দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু তোর স্পর্দ্ধার উচিত প্রতিফল প্রদান কত্ত্যে কোনমতে ত্রুটি কর্‌বো না। এখন তবে চল্লেম।

[সগর্ব্বে প্রস্থান।

রতি। বৎস, উহার ক্রোধে ভীত হইও না, আমি মন্মথ-মনোমোহিনী রতি, আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সমস্ত বিপদ হোতে মুক্ত হবে; তোমার পরিচয় দাও।

চন্দ্র। দেবি, আমি বিজয়পুরাধিপতি চিত্রসেন নৃপতির পুত্র চন্দ্রকেতু। আপনি এ নির্জ্জনস্থানে একাকিনী কি নিমিত্ত আগমন করেছেন? সেই ভীষণমূর্ত্তিই বা কে?

আর সেই বা আপনার প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়েছিল কেন?

রতি। রাজনন্দন, এই উপবন আমারই বিলাসস্থান, আর যে বিকটাকারের হস্ত হোতে তুমি আমায় রক্ষা কল্যে, সে দৈত্যকুলেশ্বর নিকুম্ভ; উহারা স্বর্গের রাজ্যলাভার্থ সর্ব্বদাই অমরগণকে ক্লেশ দেয়। যাহোক্, তোমার প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েছি, আমি তোমাকে বিপদে রক্ষা কর্‌বো। বৎস, তুমি আমার বরে পরমসুন্দর স্ত্রীরত্ন লাভ কর্‌বে; কিন্তু এ সকল বৃত্তান্ত কাহারও নিকট ব্যক্ত করো না। এক্ষণে অন্তর্হিতা হই। (অন্তর্দ্ধান।)

চন্দ্র। (স্বগত) কি চমৎকার! আমি মনে করেছিলাম, কোন মনুষ্য, হিংস্রক বন্য পশু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়ে, রোদন কচ্চে। যাহোক্, দৈত্যের হাত হতে যে প্রাণেং রক্ষা পেয়েছি, ইহাই পরম লাভ; কিন্তু সে এখন আমার অপকারে সঙ্কল্পিত হলো, তাহাও সামান্য কথা নয়। ভগবতী কমলা ও শনির বিবাদ ভঞ্জন কত্যে গিয়ে প্রাগ্‌দেশাধিপতি শ্রীবৎস রাজার যে দুর্দ্দশা ঘটেছিল, আমার ভাগ্যে তাহাই বা ঘটে। দৈত্যদের ভয়ে দেবতারাও ভীত, আমি তো সামান্য মনুষ্য। কিন্তু বিপদ্‌গ্রস্তকে প্রাণ দিয়াও রক্ষা করা শাস্ত্রের বিধি;—বিশেষতঃ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে্য যে ব্যক্তি সমরপরাঙ্মুখ হয়, তার অপেক্ষা কাপুরুষ আর নাই। আমি তো কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেছি, এখন আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। কৈ, বয়স্য যে এখন পর্য্যন্ত পুনরাগমন কল্যেন না। (চিন্তা।)

(প্রিয়ম্বদের প্রবেশ।)

বয়স্য, এত বিলম্ব কেন?

প্রিয়। রাজনন্দন, কত অন্বেষণ করে্য যে সৈন্য সামন্তের উদ্দেশ পেয়েছি, তা আর অপনাকে কি বল্‌বো। আমাদের অদর্শনে তাহারা মহা উদ্বিগ্ন হয়ে নানা স্থানে ভ্রমণ কচ্ছিল। এখন চলুন, রাজধানীতে প্রস্থান করা যাউক, অনতি দূরেই সারথি রথ লয়ে অপেক্ষা কচ্চে।

চন্দ্র। বয়স্য, যথেষ্ট আহ্লাদিত হলেম, তবে চল গৃহে গমন করা যাউক।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী নগর—মেঘমালার শয়নাগার।

(মেঘমালা শয্যায় নিদ্রিতা। চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।)

চন্দ্র। (ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে স্বগত) স্বপ্নই বা কেমন করে বলি, এই ত জাগ্রদবস্থায় রয়েছি, দ্রব্যাদিসকল প্রত্যক্ষ নয়নগোচর হচ্চে; কিন্তু এ কোথায় উপস্থিত হয়েছি, আর কিরূপেই বা এখানে এলেম কিছুই অনুভব কর্ত্তে পাচ্চি না। (কিঞ্চিৎ নীরব হইয়া) আমি অনতিপূর্ব্বে নিজালয়ে শয়নমন্দিরে শয়ন করেছিলাম, ইতিমধ্যে আমাকে এখানে কে আন্‌লে?—কোন মায়াবলে কি আনীত হয়েছি? তাই বা জানি কেমন করে। (উপ-বেশন পূর্ব্বক চিন্তা) কোন পরিবর্ত্তনও দেখি না। স্বপ্নে অন্তরে যে সকল অবয়বের আবির্ভাব হয়, প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাদের রূপান্তর হতে থাকে, কিন্তু তাহা ত কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না। স্থানটীও অতি রমণীয়। (চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ এবং শয্যোপরি মেঘমালাকে দেখিয়া) এ কি! ইনি কে? এঁর চতুর্দ্দিকে চন্দ্রকিরণের ন্যায় যে আভা প্রকাশ হয়েছে, বোধ হয় কোন দেবী হবেন। ইনিই বা মায়া-জালে বিমুগ্ধ করে্য আমাকে এখানে এনেছেন? কিন্তু নিদ্রিতা রয়েছেন, কি করি? ইঁহাকে জাগরিত করে্য সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া কর্ত্তব্য, এতদ্ভিন্ন এ মায়া হতে উদ্ধার হবার উপায়ান্তর দেখ্‌তেছি না। যা হোক্, কি চমৎকার

রূপরাশি! এমন সুন্দরী রমণী ত কখন চক্ষে দেখি নাই। আহা! আমি কি অমরাবতীতে এলেম?—ইনিই কি ইন্দ্রাণী? অবনীতে এমন সুরূপা কামিনী কি আছে? নয়ন! তুমি কি জগতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপ-নিধি দর্শন করে্য চরিতার্থ হলে?—ভাল, আমার মন এত চঞ্চল হলো কেন? এ কি! আমি যেন এঁর রূপে এককালে মোহিত হয়ে পড়লেম? অন্য কোন দিকেই নয়ন ফিরাতে ইচ্ছা হয় না। শরীর ক্রমে অবশ হচ্চে কেন? আমায় কে রক্ষা কর্‌বে? এ কি,—(অবশ হইয়া উপবেশন।)

[মেঘমালার নিদ্রাভঙ্গ ও গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন।]

মেঘ। (স্বগত) আহা! এমন চমৎকার স্বপ্নটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিদ্রাভঙ্গ হলো! কি অপূর্ব্ব শোভাসকল নয়নগোচর হচ্ছিল! না জানি, পরে আরো কি দৃষ্ট হতো। হে নিদ্রাদেবি! জননীর কি এই ব্যবহার? তুমি শোকাকুলের বন্ধু, দরিদ্রের ধন, রোগীর ঔষধ, তবে আমার প্রতি নিষ্ঠুর হলে কেন? আমি তোমার ক্রোড়ে শয়ন করে্য যৎকিঞ্চিৎ সুখানুভব কচ্ছিলাম, তুমি তা হতে আমাকে বঞ্চিত কল্যে? অবলার প্রতি বিমাতার আচরণ করা কি তোমার কর্ত্তব্য? (কিঞ্চিৎ পরে) কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখে আমার মন চঞ্চল হলো কেন? আকাশ-মণ্ডলে মেঘের সঞ্চার দেখ্‌লে লোকে প্রবল ঝটিকা, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতাদির আশঙ্কা করে থাকে, সেইরূপ আমারও এই স্বপ্ন যেন কোন ভয়াবহ ঘটনারূপ ঝটিকার মেঘস্বরূপ জ্ঞান হচ্চে—কিন্তু আমি কেনই বা এত ভীতা হচ্চি? কি চমৎকার! (গাত্রোত্থান এবং চন্দ্র-

কেতুকে দেখিয়া) এ কি! ইনি কে? দেবতা, না গন্ধর্ব্ব? মনুষ্য বা এ পুরীর মধ্যে প্রবেশ কর্ল্যেন কেমন করে? এ মনুষ্যের অগম্যস্থান, প্রহরীগণে পরিবেষ্টিত। আমি কি এখনও স্বপ্ন দেখ্‌চি? (হস্তদ্বারা নয়নমার্জ্জন করিয়া) না, এই ত আমারই শয়নগৃহ, দ্রব্যাদি সকল যথাস্থানে দেখ্‌তে পাচ্চি; তবে ইনি নিশ্চয়ই দেবতা, নচেৎ এমন অপরূপ রূপ ত মনুষ্যে সম্ভবে না। আহা! কি তপ্ত-কাঞ্চন-বিনিন্দিত-কান্তি! কি শরদ-শশী-সদৃশ মুখমণ্ডল! ভাল, সহসা আমার মন এত উতলা হলো কেন? এঁর রূপের কি মোহিনী শক্তি আছে? আমার মন মোহিত হলো যে? রমণীর মনোহরণ করবার জন্যই কি জগদীশ্বর এঁকে সমস্ত সৌন্দর্য্যে সুশোভিত করেছেন? কি আশ্চর্য্য!—এখন কি করি, একাকী থাকতেও ভয় হচ্চে—সখীকে ডাকি। (গমনোদ্যোগ।)

চন্দ্র। (সচকিতে গাত্রোত্থান করিয়া) সুন্দরি, আপনি কে সত্য বলুন। আপনার অসামান্য-সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে আমার মনে বিস্ময় জন্মেছে। (কিঞ্চিৎ পরে) দেবি, আপনি নীরব হয়ে রইলেন কেন? যদি কৃপা করে্য এ অধীনকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর্ল্যেন, আত্মপরিচয় দিয়া সন্দেহভঞ্জন করুন। (স্বগত) সে কি! কোন প্রত্যুত্তর দেন না, তাহারই বা কারণ কি? (নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রকাশে) সুন্দরি, আপনার ভাব দেখে আমার মনে সংশয় হচ্চে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করুন। (হস্তধারণ।)

[মেঘমালার সভয়ে পশ্চাদ্‌গমন ও অচেতন হইয়া শয্যায় পতন।]

কি আশ্চর্য্য! লজ্জাবতী-লতার ন্যায় অঙ্গস্পর্শমাত্র ইনি অচেতন হয়ে পড়্‌লেন, এখন কি করি? হায় হায়! কি ঘোর-মায়া-জালে আবদ্ধ হলেম! হে নিদ্রাদেবি! এ সকল তোমারই মায়া দেখ্‌ছি, কৃপা করে্য এ দুর্দ্দৈব হতে আমাকে রক্ষা কর! (মেঘমালার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া) আহা! বিধাতা এমন রূপ-রত্নটি সৃজন করে্য কি ইঁহাকে বাক্‌শক্তি প্রদান কর্ত্তে্য বিস্মৃত হয়েছিলেন? (উত্তো-লন করিবার উপক্রম।)

(অদৃশ্যভাবে জয়া এবং বিজয়ার প্রবেশ ও চন্দ্র-কেতুর অঙ্গস্পর্শ।)

(চন্দ্রকেতুর অচেতন হইয়া পতন।)

জয়া। সখি, ইহাদের উভয়ের কি অপরূপ রূপ! যেন রতিদেবী আর কামদেব, ইন্দ্রাণী আর পুরন্দর। যা হোক্‌ সখি, দেবী এ রহস্যে প্রবৃত্ত হলেন কেন, কিছু বল্‌তে পার?

বিজ। না সখি, আমি ত কিছুই জানি না—ভাল, উভয়ের মধ্যে কে অধিক সুন্দর বল দেখি।

জয়া। আমি বলি রাজনন্দিনী, আহা! কি চমৎকার রূপ-লাবণ্য! পৃথিবীতে ইহার তুল্য রূপসী কি আর আছে?

বিজ। না সখি, আমার বিবেচনায় রাজকুমার অধিক সুন্দর।

জয়া। এ অন্যায় কথা, একবার ভাল করে্য দেখ দেখি, অচেতনাবস্থাতেও রাজনন্দিনীর কি অপূর্ব্ব মুখশ্রী প্রকাশ হচ্চে, যেন পূর্ণ-শশধর ভূতলে উদয় হয়েছে।

ইমন কল্যাণ—আড়া।

অতি অনুচিত কথা, স্বজনি বল কেমনে।
ধরায় হেন রূপসী, কে কবে হেরে নয়নে॥
জিনি পূর্ণ-শশী-আভা, বদন প্রকাশে শোভা,
বিম্বাধর মনোলোভা, আঁখি খঞ্জনে গঞ্জনে॥
কিবা চাঁচর চিকুর, যেন নব জলধর,
হৃদে পীন পয়োধর, মোহিতে যুবক জনে॥
এ হেন রূপ রতনে, তুলনা কুমার সনে,
সখি গো বল কেমনে, শুনে ব্যথা পাই মনে॥

বিজ। সখি, ভগবান্ আদিত্যের উদয়ে চন্দ্রদেব জ্যোতির্হীন হন্ যুবরাজের সৌন্দর্য্যের আভায় রাজনন্দিনীর রূপও সেইরূপ মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

(রতিদেবীর প্রবেশ।)

জয়া এবং বিজয়া উভয়ে। দেবি, আপনার আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করেছি, এখন কি অনুমতি হয়?

রতি। বৎসে, যথেষ্ট তুষ্ট হলেম, এখন রাজকুমারকে নিজালয়ে রেখে স্বস্থানে গমন কর, আমিও চল্‌লেম। (অন্তর্দ্ধান।)

উভয়ে। যে আজ্ঞা দেবি।

[চন্দ্রকেতুকে লইয়া জয়া এবং বিজয়ার প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিজয়পুর—রাজনিকেতন সন্নিধানে প্রমোদ কানন।

(যুবরাজ চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।)

চন্দ্র। (স্বগত, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! তিনি কি দেবী না বিদ্যাধরী, মায়াজাল প্রকাশ করে্য আমাকে ছলনা কর্ল্যেন? পৃথিবীতে তাঁর তুল্য রূপবতী কি কখন জন্মগ্রহণ করেছে?—বিধাতা আমার প্রতি সদয় হয়ে এমন স্ত্রীরত্ন প্রদান করে্য আবার মুহূর্ত্তমধ্যে অপহরণ কর্ল্যেন! হে নিদ্রাদেবি! আমি তোমার নিকট কি গুরু অপরাধে অপরাধী হয়েছিলাম যে, অসীম সুখসম্ভোগের সোপানে পাদ-নিক্ষেপ কর্‌বামাত্র আমাকে নিরাশসাগরে নিমগ্ন কর্ল্যে? তুমি জগতের চিন্তা-দূরকারিণী হয়ে আমাকে চিন্তা পারাবারে ভাসমান কর্ল্যে? স্বপ্ন-দেবি! যদি তোমার মায়াপ্রভাবে সেই রূপ-নিধি আমার নয়ন পথের পথিক হয়ে থাকেন, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করি, দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে একবার সেই-সুলোচনাকে পুনরায় আমার নয়নপথবর্ত্তিনী কর—তোমার অনুরোধ করাও বৃথা, তুমি স্বভাবতঃই আমারদিগকে বিচিত্র মনোহর পদার্থসকল চকিতের ন্যায় দর্শন করায়ে লুক্কায়িত কর, এবং আমরাও বালকস্বভাব ধারণ করে্য সেই সকল পদার্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশাপরবশ হয়ে অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হতেও বিরত হই না। কি চমৎকার! কিন্তু মনের কি বিচিত্রগতি, কিছুতেই প্রবোধ মানে না। (শিলাপটে

উপবেশন) আহা! সেই বিম্বাধর হতে বাক্য নিঃসরণ না হতে হতেই আমি অজ্ঞানান্ধকারে বিমোহিত হয়ে পড়্‌লেম! সে চন্দ্রানন কি কখন ভুল্‌তে পারব? আমার জীবন সংশয় হলো দেখ্‌ছি—আর সে ধনে বঞ্চিত হয়ে প্রাণধারণেই বা ফল কি?—হে ভগবতি বসুধে! তুমি দ্বিভাগ হও, আমি তোমার ক্রোড়ে শয়ন করে্য এ ঘোর যাতনা হতে রক্ষা পাই। (বাম করে বাম গণ্ড প্রদান পূর্ব্বক চিন্তায় অবস্থিতি।)

(প্রিয়ম্বদের প্রবেশ।)

প্রিয়। (সচকিতে স্বগত) এ কি! প্রিয় বয়স্যের আজ এ ভাব কেন? চিন্তায় নিমগ্ন যে! যে চন্দ্রাস্যে ক্ষণকালের নিমিত্তে মধুর হাস্যের বিরাম থাকে না, সে বদন-সুধাকর আজ মলিন হয়ে বিবর্ণ হয়ে পড়েছে এর হেতু কি? এই প্রমোদ-বনের শোভা সন্দর্শনে যাঁর অন্তঃকরণে প্রফুল্লতার সীমা থাক্‌ত না, অচিরাৎ তাঁর এমন কি মনোবেদনার হেতু উপস্থিত হলো, যে এখানেও এই ভাবে বিষণ্ণবদনে উপবেশন করে্য আছেন?—কি পরিতাপ! (প্রকাশে) প্রিয়সখে!

চন্দ্র। (সচকিতে) বয়স্য! এসো এসো।

প্রিয়। আজ আপনার এ ভাব কেন? কি হয়েছে?

চন্দ্র। সখে, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করো না, চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হয়েছি।

প্রিয়। (উপবেশন করিয়া) কেন, কি নিমিত্ত?

চন্দ্র। একটী চমৎকার স্বপ্ন দেখে।

প্রিয়। সে কি রাজনন্দন? ভগবান্ হিমাচল কি পর্ব্ব

কর্ত্তৃক কম্পমান্ হন? স্বপ্ন দেখে আপনার চিত্তচাঞ্চল্য? এ অতি আশ্চর্য্য কথা।

চন্দ্র। স্বপ্নটীও অতি আশ্চর্য্য।

প্রিয়। অধীন কি শ্রবণের যোগ্যপাত্র হতে পার্‌বে?

চন্দ্র। বয়স্য, আমাদের দেহ মাত্র ভিন্ন, তুমি না শুন্‌বে ত আর কে শুন্‌বে? তোমাকে বল্‌বার জন্য বরং আমি ব্যস্ত হয়েছি।

প্রিয়। আমার প্রতি আপনার এম্‌নি স্নেহই বটে।

চন্দ্র। স্বপ্নের কথা শুন্‌লে তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান কর্‌বে, অতি চমৎকার!

যেন লয়ে সৈন্যদল, আরোহি তুরঙ্গ-
পৃষ্ঠে, যাই অরণ্যেতে মৃগয়া কারণ।
ক্রমে ত্যজি অশ্ব, পদ-ব্রজে কুরঙ্গিনী-
পাছে ধেয়ে প্রবেশিনু ঘন বনে একা।
মৃগী তবে নেত্র-পথে হইল অন্তর,
না জানি কি মায়া ধরে—না পাই দেখিতে
কোন দিকে, ভাবি মনে দুঃখিত অন্তরে।
তাহে দহিতেছে তনু তপনের তাপে,
ব্যাকুলিত পিপাসায়, ভ্রমি অন্বেষিয়া
বারি, না পাই সন্ধান, ধাই ইতস্ততঃ
যেন বাতুলের প্রায়। দৈবে উপনীত
আসি সরোবর তটে, নিরখি জীবন
স্বচ্ছ, তাহে খেলিতেছে রাজহংস কুল
অংশুমালী প্রণয়িনী সনে। নিরমল
নীরে তৃষা নিবারিয়ে, উঠি তট পরে,

ভ্রমিতে ভ্রমিতে পাই দেখিবারে, তরু
লতা সবে ফুটিয়াছে ফুল নানা জাতি,
আঁখি যুড়াইল হেরে, সৌরভে মোদিল
মন। মুকুলিত সহকারে বিহঙ্গম-
কুল বসি, সুমধুর স্বরে করে গান,
কুহু-রবে পিকবর হানে পঞ্চশর;
শিখী ধরি চাঁদ ছাঁদ নৃত্য করে মনঃ
সুখে। পুলকিত তনু বেড়াই চৌদ্দিকে,
পড়িল রমণী এক নয়নের পথে,
আচম্বিতে; রূপে আলো করিয়াছে দশ
দিশ—মরি মরি, নারি বর্ণিতে সে রূপ!
আহা কি উজ্জ্বল কান্তি! সুবর্ণ-সলিল-
আভা প্রকাশিত বিভাবসু-কর-জালে!
নিন্দি পূর্ণ-শশধর সে মুখের শোভা,
বেষ্টিত কুন্তল নব-জলধর-জালে।
নয়নের জ্যোতিঃ, জিনি হীরকের দ্যুতি,
কিংবা তারা-ভাতি অমা রজনীতে; কাম-
শরাসন সম কিবা ভ্রূযুগল শোভে
তদুপরে। পক্ক-বিম্ব সম ওষ্ঠাধর
মাঝে দশনের পাঁতি, অতি মনোলোভা,
প্রবালের হার কোলে যথা মতি-মাল,
কিংবা কুন্দ-কলি-দাম করবীর মাঝে।
উরস সরসে কুচ-সরসিজ কলি,
হেরে মুনিমন টলে, শোভে ভুজ-যুগ
জিনি মৃণালিনী, কর কোকনদ সহ।

মৃগরাজ সম কৃশ মাজা, ধরা ভার
হয়ে নিতম্বের ভারে, উরু সুগঠন
হেরে গজরাজ হার মানি হেঁট-মুখে
থাকে মনোদুঃখে ; পদ শোভা তরে বুঝি
কিসলয় ত্যজি স্থল-কমল ধূলায়
পড়ি কাঁদে। বনমাঝে নিরখিয়ে হেন
রূপ-রাশি চিত চমকিল, সুধাইনু
সমাদরে " বরাননে, কে বট আপনি
দেহ নিজ পরিচয়, কি হেতু আইলা
এ গহন বনে একাকিনী সুবদনি ?"
শুনি বাণী ধনী চমকিয়া, তুলি মুখ-
শশী, শিহরিলা মোরে হেরি, যথা ভয়ে
ভীতা কুরঙ্গিনী, হেরে মৃগেন্দ্র কেশরী।
কিন্তু সে নয়ন বাণ, বিষময় শর,
পশিলেক মম হৃদে, অমনি জ্বলিল
বিষম অনলে প্রাণ। ক্ষণেক চিন্তিয়া,
হইলাম অগ্রসর ধরিতে যুবতী-
কর, লাজে মুখ ঢাকি করিলা পয়ান,
গজেন্দ্র-গমনে কিবা !—হৈলা অদর্শন
বৃক্ষ অন্তরালে, যথা ক্ষণপ্রভা ঘন-
অম্বরে সম্বরে চারু রত্নকান্তি ছটা ;—
কোথা গেল নাহি পারি করিতে সন্ধান,
দাণ্ডাইয়া রই চিত্র পুত্তলিকা প্রায়।
উপনীত সৈন্যদল নিকটে তখন,
কলরব শুনি চিত চমকিল, করি

গৃহে আগমন তাহাদের সনে, মন
সমর্পিয়া যুবতী-করে গহন মাঝে।

প্রিয়। স্বপ্নটি অতি চমৎকার বটে, কিন্তু সে জন্য চিন্তায় বিমোহিত হয়েছেন কেন?

চন্দ্র। সখে, মন্মথ-শর যে কি পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ, যার অন্তরে বিদ্ধ হয়েছে,সেই জান্‌তে পেরেছে। প্রণয়ের যে কি মোহিনী শক্তি, তা কেহই বল্‌তে পারে না। দেখ, ভগবান আদিত্য, যিনি সমস্ত জগতের আধারস্বরূপ, তিনি নলিনীর প্রেমে এরূপ প্রগাঢ়রূপে আবদ্ধ হয়ে আছেন, যে বিবিধ তরুলতার বিচিত্র কুসুম শোভার প্রতি কটাক্ষপাত না কর্য্যে, কেবল সরোবরের পঙ্কজাতা কমলিনীকে আলিঙ্গন করে বিকশিতা করেন। যা হোক্ সেই কুরঙ্গনয়নীকে কোন মতেই ভুল্‌তে পার্‌ব না, তাঁর অদর্শনে দশদিক শূন্যময় জ্ঞান হচ্চে। আহা! মনের কি বিচিত্র গতি, প্রকৃতির কি চঞ্চল স্বভাব! দেখ দেখি, এই প্রমোদ বনের শোভা সন্দর্শনে আমি কতই প্রফুল্ল হতেম, আজ আনন্দের লেশ মাত্রও অনুভব কর্ত্তে পার্চ্চি না। পূর্ব্বে যে কুসুমরাজি বিচিত্র বর্ণে নয়নকে পরিতৃপ্ত কর্ত্তো, এখন তাহা প্রজ্বলিত হুতাশনশিখার ন্যায় আমাকে দাহন কর্চ্চে; যে গোলাপের সৌরভে মন মোহিত হতো, আজ তাহা বিষ-তুল্য বোধ হচ্চে; যে মন্দ মন্দ সমীরণে শরীর আর্দ্র হতো, এখন তাহা সুতীক্ষ্ণ শরজাল স্বরূপ যাতনা দিচ্চে; বিহঙ্গম-কুলের যে কলরব কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত কর্ত্তো, আজ তাহা বজ্রাঘাতের নিনাদাপেক্ষাও গভীর জ্ঞান হচ্চে; হায়, কি চমৎকার!

প্রিয়। বয়স্য, আপনি বুদ্ধি বিশারদ, একটা স্বপ্ন দেখে

অস্থির হওয়া কি আপনার কর্ত্তব্য? আপনি কি জানেন্ না যে, স্বপ্নে যে সকল বস্তু মনোমধ্যে উদয় হয়, সকলই অলীক। যদিচ প্রাকৃত পদার্থের অবয়ব সকল দৃষ্ট হয় বটে, তাহারা যে বাস্তবিক সেই সকল অবয়ব ধারণ করে্য অবনীতে বর্ত্তমান আছে, তাহার স্থিরতা কি?

চন্দ্র। সত্য, কিন্তু আমার মনঃ যে কিছুতেই প্রবোধ মানে না। স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিস্মৃত হতে যত ইচ্ছা করি, ততই আমার অন্তরে উপস্থিত হয়; তাহার অবিকল চিত্রপট খানি যেন আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে স্থাপিত রয়েছে।

প্রিয়। যাহোক, চিন্তা পরিত্যাগ করুন, চলুন সংগীত-গৃহে গমন করে্য কল্য যে নূতন বীণাযন্ত্রগুলি আনান হয়েছে, তাহাদের পরীক্ষা করা যাক্‌গে, সে মধুর বীণাধ্বনি শ্রবণে আপনার মনের স্থিরতা জন্মিতে পারবে।

চন্দ্র। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর অমৃত বচন ভিন্ন অন্য কিছু-তেই আমার মনের স্থিরতার সম্ভাবনা নাই, আমি কোথায় তাঁর দর্শন পাব? (ম্লানভাবে পরিক্রমণ করিতে২ প্রস্থান।)

প্রিয়। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) আহা! প্রিয়-বয়স্যের অবস্থা দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে। হে কুসুমেষু! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, কিন্তু এই কি তোমার ক্রীড়ার উপযুক্ত স্থল? এমত সুধীর সুবিজ্ঞ যুবরাজকে একটি কামিনীর প্রতিমূর্ত্তি মাত্র দেখায়ে একেবারে অস্থির করে ফেল্‌লে! তাঁর সিংহের তুল্য গাম্ভীর্য্য কোথায় গেল? রতিপতি! তোমার কি দয়ার লেশমাত্রও নাই? তোমার লীলা প্রভাবে রাজনন্দনের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়েছে, দেখে কার অন্তর না ক্লেশানুভব করে? কিন্তু তোমার হৃদয় কি পাষাণ হতেও

কঠিন, যে তুমি তাঁকে এখনও দুঃখ দিতেছ ?—যা হোক, এখন উপায় কি? তাঁকে কি রূপে সান্ত্বনা করি? প্রিয় বয়স্য এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বিদ্যানুরাগ, শাস্ত্রালোচনা, শস্ত্রশিক্ষা, সংগীতালাপ, ব্যায়াম, মৃগয়া প্রভৃতি বিষয়ে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক পরমানন্দ চিত্তে কালক্ষেপ কত্যেন, এখন একটি রমণীর রূপে বিমোহিত হয়ে একেবারে চিন্তা সাগরে চিত্তামোদকে বিসর্জ্জন দিলেন! আহা! তাঁর বিরস বদন দেখে এক দণ্ডও প্রাণধারণ কত্যে ইচ্ছা হয় না। এই উপবনের শোভায় তাঁর এতদ্রূপ চিত্ত-বিনোদ হতো, যে এস্থান পরিত্যাগ কর্ত্যে চাইতেন না, আজ এক দণ্ডও স্থিরচিত্তে দাঁড়াচ্চেন না। কি বৃক্ষ, কি লতা, কি পুষ্প, কি পক্ষীকুলের কাকলীধ্বনি, কিছুতেই মনোনিবেশ কর্চ্চেন না, কি পরিতাপ!

(চন্দ্রকেতুর পুনঃপ্রবেশ।)

চন্দ্র। বয়স্য, এখন উপায় কি? আমার প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে, আমি সেই মনোমোহিনীর চন্দ্রানন দর্শন-বিরহে প্রাণধারণ কর্ত্যে পারি না।

প্রিয়। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা দূর করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। প্রবল ঝড়ে তরণী সমুদ্রগর্ত্তে নিমগ্ন হলে, নাবিকগণ সামান্য কাষ্ঠফলাকা আশ্রয় করেও পর্ব্বততুল্য তরঙ্গসকল অতিক্রম করো্যে প্রাণ রক্ষায় যত্ন পায়; অতএব চিন্তা উপস্থিত হলে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাহার দূরীকরণে যত্ন পাওয়াই কর্ত্তব্য। আর দেখুন, কি শারীরিক, কি মানসিক, ধৈর্য্য সকল পীড়ারই মহৌষধি স্বরূপ; অতএব স্থির হউন, অধীর হলে উপায় চিন্তাই বা কিরূপে হতে পারে।

চন্দ্র। যে সাগবতরঙ্গে বিশাল অর্ণব-পোত সংক্ষোভিত হয়, তাহাতে ক্ষুদ্র তরণীর কি দুর্দ্দশা ঘটে, সকলেই হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পারে; অনঙ্গের বাণে স্বয়ং ধূর্জটিরও চিত্ত বিচলিত হয়েছিল, আমি সামান্য মানব হয়ে কি প্রকারে ধৈর্য্যাবলম্বন করি।

প্রিয়। সত্য, কিন্তু তদ্ব্যতীত আপনার মনোরথ সিদ্ধ হবার উপায় কি?—সন্ধ্যা উপস্থিত, চলুন আমরা এস্থান হতে গমন করি।

চন্দ্র। আমার পক্ষে এখন সকল স্থানই অন্ধকারময়—চল, আমি কিঞ্চিৎ বিলম্বে যাচ্চি।

প্রিয়। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। (স্বগত) এখন কি করি, কোথা সেই মনোহারিণীর দর্শন পাই? কে তাঁর অনুসন্ধান বলে আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর্‌বার উপায় কর্‌বে? হায়! স্বপ্নদেবি! তুমি কেন সেই রূপ-নিধিকে আমার নয়নগোচর করালে? সুন্দ উপসুন্দ দৈত্যদ্বয়ের বিনাশ জন্য ভগবান বিশ্বকর্ম্মা যে তিলোত্তমার সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই কি আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছিলেন? না বিধাতা নিজ শিল্প-নৈপুণ্য দেখাবার জন্য নির্জ্জনে বসে, সমস্ত সৌন্দর্য্যে ভূষিতা করে্য সেই রমণীকে সৃজন করেছেন? আহা! সে রূপ যে একবার দেখেছে, সে কি এ জন্মে আর ভুল্‌তে পার্‌বে!—যাহোক, এখন উপায় কি করি?—(চিন্তা এবং কিঞ্চিৎ পরে) হাঁ, এতদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু বয়স্য যে এ পরামর্শে সম্মত হবেন, এমত বোধ হয় না। তবে তাঁর অজ্ঞাতসারেই ইহাতে

প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়।—ফলতঃ অতি দুরূহ ব্যাপার, নানা প্রকার বিপদ ঘটবার সম্ভাবনাও বটে; কিন্তু ভাবী দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা কাপুরুষের কর্ম্ম। আর পরিশ্রমের দ্বারাই লভ্য হয়ে থাকে, কষ্ট স্বীকার না কর্ল্যে সুখ প্রাপ্তি হয় না, লোকে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তার অন্বেষণ করে, পৃথিবীর প্রান্তস্থিত দ্বীপে গমন কর্য্যে, কত পরিশ্রম দ্বারা ভয়ানক খনি মধ্যে প্রবেশ করে, তবে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি রত্ন লাভ হয়; কিন্তু তাহারা যদি সাগরের ঘোর তরঙ্গ ও ভীষণাকার জলচর অথবা দ্বীপনিবাসী পশুবৎ বন্য মনুষ্যদের ভয়ে ভীত হতো, তা হলে মুক্তা কিম্বা রজত কাঞ্চনাদি প্রাপ্তির আশা এককালে পরিত্যাগ কর্ত্তে হতো। অতএব ভবিষ্যৎ-সম্ভাব্য দুর্নিমিত্তের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে, সে রূপ-রত্ন প্রাপ্তির প্রত্যাশা পরিত্যাগ করা নিতান্ত ভীরুতার কর্ম্ম। যদি তাঁর উদ্দেশে প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন কর্ত্তে হয়, তাহাও স্বীকার, আর সে ধন বিহনে জীবন ধারণেই বা প্রয়োজন কি?—তবে এখন এইত স্থির কর্ল্যেম বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। হে করুণা-নিধান! আমার শরীরে শক্তি প্রদান কর, সহিষ্ণুতা এবং ধীরতার বৃদ্ধি কর, সাহস বর্দ্ধন কর, নতুবা এ অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হতে সমর্থ হবনা—দেখি, আমার অদৃষ্টে কি পর্য্যন্ত আছে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী নগর—রাজ অন্তঃপুর সংক্রান্ত উদ্যান।

(তরলিকার প্রবেশ।)

তর। (স্বগত) কয় দিন অবধি রাজনন্দিনীকে সদাই চঞ্চলচিত্ত দেখ্তে পাচ্চি, ভাল করে কথা বার্ত্তা কন্না কেবল অন্যমনস্ক। গান বাজ্না শুন্তে ইচ্ছা করেন না, বাগানে বেড়াতেও ভাল বাসেন না, এ সকলের কারণ কি? কি নিমিত্তে হঠাৎ এমন হলেন?—ভাল, আমার কাছে ত কোন কথা গোপন রাখেন না, তবে এ বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ করেন না তারই বা হেতু কি?—আহা! প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণে কুমুদিনী যেমন মুদিত হয়, চিন্তার উত্তাপে রাজনন্দিনীর মুখ খানিও সেইরূপ লাবণ্যহীন হয়েছে; তাঁর ম্লান বদন দেখ্লে কার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? পূর্ণশশী রাহুগ্রস্ত হলে সমস্ত পৃথিবীর লোক দুঃখে নিমগ্ন হয়। যা হোক্, ইহার অনুসন্ধান না করা আর কর্ত্তব্য হয় না—কৈ, এখনও ত এখানে এলেন না. তবে কি বসন্ত-বনে গেলেন না কি?—(দূরে মেঘমালাকে দেখিয়া) ঐ যে আস্‌চেন, আহা! এখানেও হেঁটমুখে! চিন্তানল কি তাঁর হৃদয়ে এমন প্রজ্বলিত হয়েছে, যে এই মন্দ মন্দ মলয় সমীরণ তাঁর অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তে ভয় পাচ্চে! নয়নদ্বয় কি অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়েছে, যে পুষ্প সকলের শোভাতেও তাঁর দৃষ্টিপাত হচ্চে না! কুসুম-সৌরভ কি তাঁর

নাসিকায় প্রবেশ কর্চ্চে না! পক্ষীদের কাকলীধ্বনি কি ক তাঁর কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত কর্ত্তে অক্ষম হচ্চে, না মনো-বেদনায় প্রিয়সখীর চিত্ত এককালে এমত অভিভূত হয়েছে, যে ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করেছে!—দেখি, এখানে আগমন করে্য একাকী কি করেন। এই বৃক্ষের অন্তরালে একটু দাঁড়াই। (বৃক্ষান্তরালে গমন।)

(মেঘমালার প্রবেশ।)

মেঘ। (স্বগত) এমন চমৎকার স্বপ্ন ত কখন দেখি নাই! আমার সম্পূর্ণ মনে হচ্চে যে আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছি, তাঁর মধুর বচন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে, তাঁর কর-কমল আমার অঙ্গস্পর্শ করেছে। আমার নয়নদ্বয় তাঁকে দর্শন করে্য চরিতার্থ হয়েছে, কিন্তু আমি কি হতভাগিনী যে প্রিয়তমের সংসর্গ সুখ হতে চকিতের মধ্যেই বঞ্চিত হলেম। আহা! সেই মনোহর মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে সততই বিরাজমান রয়েছে, আমি সেই ভুবন-মোহন রূপ কি কখন ভুল্‌তে পার্‌ব!—(মৌনাবলম্বন।)

তর। (স্বগত) প্রিয়সখী ত চিন্তায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন দেখ্‌তে পাচ্চি, ইহার যে কোন নিগূঢ় কারণ আছে, তার ত সন্দেহই নাই।—যা হোক্ কথার প্রসঙ্গে সন্ধানটা নেবার চেষ্টা দেখি, আর এখানে লুকিয়ে থেকে কি করি। (অগ্রসর হইয়া) প্রিয়সখি, এত দিনে আমাদের পরিশ্রম সফল হলো, দেখ সকল তরুগুলিই প্রায় পুষ্পে সুশোভিত হয়ে উপবনের কি অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করেছে, চতুর্দ্দিক যেন আলোকময় হয়েছে।

মেঘ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হুঁা সখি, উত্তম শোভা হয়েছে।

তর। কিন্তু সরোবরের দিকে দৃষ্টি করো দেখ, কমলিনী কান্ত-বিরহে কাতরা হয়ে যেন ম্লানমুখে রোদন কর্চ্চেন, আর কুমুদিনী ঝিল্লীরবে নিশাপতির আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করো যেন বাসরসজ্জা দ্বারা নলিনীর গর্ব্ব খর্ব্ব কর্‌বার জন্য হাস্য কর্চ্চেন।

মেঘ। সখি, দুঃখের সময়েই শত্রু হাসে।

তর। প্রিয়সখি, সে কথা সত্য, কিন্তু দেখ সন্ধ্যামণিও সপত্নীদ্বেষে ঈর্ষাযুক্ত হয়ে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করত, যেন অভিসারিকা বেশে প্রাণনাথকে আলিঙ্গন কর্‌বার জন্য অগ্রসর হয়েছেন। আবার গোলাপ, মল্লিকা, মালতী, এঁরা যেন প্রৌঢ়া কুলবধূর ন্যায় গবাক্ষ হতে ঈষৎ হাস্য বদনে সুখযামিনীর আগমন প্রতীক্ষা কর্চ্চেন। আহা! সকলেই প্রফুল্লচিত্তে মহা হর্ষ প্রকাশ কর্চ্চেন, কেবল দুঃখিনী কমলিনীই শোকাকুলা হচ্চেন।

মেঘ। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সখি, বিরহবেদনা অতি ভয়ঙ্কর, দেখ চক্রবাক চক্রবাকী বিচ্ছেদ কাল উপস্থিত দেখে কি করুণস্বরে রোদন কর্চ্চে। বিরহিজনের অবনত ম্লানমুখ দেখ্‌লে, হৃদয় যেমন কারুণ্যরসে আর্দ্র হয়, অন্য কিছুতেই তেমন হয় না। (ম্লানভাবে পরিক্রমণ।)

তর। (স্বগত) নিষ্ঠুর চিন্তা কি প্রিয়সখীর হৃদয়ে প্রবেশ করো তাঁর চিত্তাভোগ এককালে অপহরণ করেছে? বদন-সুধাকরকে মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় মলিন করো ফেলেছে? অধরে সে মধুর হাস্য নাই, মধ্যে মধ্যে প্রবল-বায়ুরূপ দীর্ঘ-

নিশ্বাস নাসাভরণকে দোদুল্যমান কর্চ্চে, আহা! দেখে বুক ফেটে যায়। (নিকটে গমন করিয়া প্রকাশে) প্রিয় সখি, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো মনে কচ্চি, তা তুমি যদি না রাগ কর, তবে সুধাই।

মেঘ। (ঈষৎহাস্য করিয়া) সে কি সখি, তোমার কথায় রাগ কর্‌বো? তোমার কাছে আমার কোন্ কথা অব্যক্ত আছে?

তর। (হাস্যবদনে) হাঁ প্রিয়সখি, আছে—বল দেখি তোমার মনঃ কোন বিশেষ চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়েছে কি না, আর তুমি সেই মর্ম্মবেদনা গোপন কর্‌বার জন্য যত্ন কর্চ্চো কি না? কিন্তু প্রিয়সখি, আগুনের উপর পাতা চাপা দিলে কতক্ষণ থাকে, তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হয়ে সেই আগুনের শিখা বৃদ্ধি করে মাত্র।

মেঘ। কৈ না সখি, আমি কি কর্চ্চি? এই ত তোমার সঙ্গে কথা কচ্চি। (পুষ্প অবচয়ন করিয়া) সখি, এই ফুলটি কেমন সুন্দর!

তর। প্রিয়সখি, মনের ভাব গোপন রাখ্‌বার জন্য তুমি যত যত্ন কর্চ্চো, ততই প্রকাশ হয়ে পড়্‌ছে, যাহোক্, তোমার পায়ে ধরি আমাকে বল।

মেঘ। ছি ছি সখি, পায়ে হাত দিতে নাই।

তর। প্রিয়সখি, তোমার মলিন বদন দেখ্‌লে কি আর প্রাণধারণ কর্ত্তে ইচ্ছা হয়? (হস্ত ধরিয়া) প্রিয়-সখি, কি হয়েছে বল।

মেঘ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) না সখি, আমি বল্‌তে পারব না, তুমি সে বিষয়টি হতে বিরতা হও।

তর। প্রিয়সখি, তবে কি আমার প্রতি তোমার স্নেহ কেবল ছায়ামাত্র? আমি যদি তোমার এই কথাটি শুনবার যোগ্য নই. তবে আমাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই তোমার উচিত। (গমনোদ্যত।)

মেঘ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক তরলিকার হস্ত ধরিয়া) সখি তরলিকে, তুমিও কি আমার দুঃখ দেখে আমাকে পরিত্যাগ কর্ত্তে চাও?—সত্য বটে, বিপদ কখন একাকী আগমন করে না, সময়সহকারে জগতের অমূল্য ধন যে বন্ধু, সেও পরের ন্যায় ব্যবহার করে।

তর। সে কি প্রিয়সখি, আমি তোমাকে পরিত্যাগ কর্চ্চি না, তুমি এ দাসীকে নিগ্রহ কর্চ্চো। তুমি কখন কোন কথা আমার কাছে গোপন রাখ না, কিন্তু আজ সে ভাবের অভাব দেখ্‌চি; প্রিয়সখি, যে ব্যক্তি সুখের সুখী, তাকে দুঃখের ভাগীও হওয়া আবশ্যক।

মেঘ। সখি, যে যাতনায় আমার অন্তর্দাহ হচ্চে, তার ভাগী তোমায় কি প্রকারে কর্‌বো?

তর। ভাল, দাসীর দ্বারা কোন উপায় হলেও ত হতে পারে।

মেঘ। বহ্নি সলিল ভিন্ন কিছুতেই নির্ব্বাণ হয় না, আমার যাতনার প্রতিকার কর্ত্তে এক ব্যক্তি ভিন্ন ভূমণ্ডলে আর কেহই নাই; আহা! সে ব্যক্তি কোথায়! (মূর্চ্ছা-প্রাপ্তি।)

তর। এ কি! এ কি! প্রিয়সখী যে হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়্‌লেন! হায়! কি হবে? এখানে যে কেউ নাই, কি করি? (অঞ্চল দ্বারা ব্যজন।)

নেপথ্যে। আজ রাজনন্দিনীর প্রমোদ-বনে এত বিলম্ব হচ্চে কেন? সন্ধ্যা ত প্রায় হয়ে এলো——

তর। (স্বগত) ঐ না কে কথা কচ্চে। (প্রকাশে) ওখানে কে কথা কচ্চে? একবার শীঘ্র এদিকে আয় ত।

(মধুরিকার দ্রুত গমনে প্রবেশ।)

মধু। কেন, কেন, কি হয়েছে? রাজনন্দিনী কোথায়?

তর। ঐ সরোবর থেকে শীঘ্র একটু জল আন্‌ত।

মধু। একি! রাজনন্দিনী ভুঁয়ে পড়ে কেন? কি হয়েছে? কথা কচ্চেন না যে?—আগে জল আনি। (সরোবর হইতে অঞ্জলি করিয়া জল আনিয়া) কি সর্ব্বনাশ! রাজনন্দিনী যে অচেতন হয়ে পড়েছেন। (মেঘমালার মুখে জল প্রদান) (তরলিকার প্রতি) কি হয়েছে?

তর। সে কথা এর পর বল্‌বো, এখন প্রিয়সখীর যাতে শীঘ্র চেতন হয় তাই কর্, এই যে নয়ন উন্মীলন কচ্চেন।

মেঘ। (চেতন প্রাপ্ত হইয়া আত্মগত) আঃ!—হে কুসুমশর! তোমার কুসুমশর যে এতাদৃশ তীক্ষ্ণ তা কে জানে! কিন্তু অবলাদের প্রাণবধ কর্‌বার জন্যই কি তুমি সেই শর সকল নিক্ষেপ কর? আহা! তাহাদের বাষ্পপূরিত লোচন সন্দর্শনে তোমার কি দয়ার উদ্রেক হয় না? হবেই বা কেন, বাণাঘাতে ব্যথিত কুরঙ্গিনীর রোদনধ্বনি শ্রবণে আর তাহার নয়নাম্বুপতন দর্শনে কি নিষ্ঠুর কিরাতের হৃদয়ে করুণার উদয় হয়? (তরলিকার প্রতি) সখি, এখানে কে এসেছে?

মধু। রাজনন্দিনি, আমি আপনার দাসী মধুরিকা. আপনি কি আমাকে চিন্‌তে পার্চ্চেন না?

তর। (মেঘমালার প্রতি) প্রিয়সখি, ওঠ, তোমাকে ধরাশায়ী দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে। (যত্নপূর্ব্বক উত্তোলন।)

মেঘ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আঃ! সখি আমি কোথায় রয়েছি? আমার শরীর অবশ হয়ে পড়্‌চে কেন? মধুরিকে, তুই এখানে কি জন্য এসেছিস্‌?

মধু। রাজনন্দিনি, সংগীতগৃহ সুসজ্জিত হয়েছে, সকলেই উপস্থিত হয়ে আপনার অপেক্ষা কচ্চেন, আপনার বিলম্ব দেখে আমাকে সংবাদ দিতে পাঠ্যিয়ে দিলেন।

মেঘ। তুই বল্‌ গিয়ে আমি শীঘ্রই আস্‌চি।

মধু। যে আজ্ঞা।

তর। কিন্তু, এ কথা যেন কেউ না শুন্‌তে পায়।

মধু। না আমি আর কাকে বল্‌বো।

[প্রস্থান।

তর। প্রিয়সখি, আমার মাথা খাও, কি হয়েছে বল, কার জন্য এত ব্যাকুল হয়েছ? কে তোমার মনোহরণ করেছে?—আমার কাছে বল্‌তেও কি তোমার এত লজ্জা?

মেঘ। (স্বগত) হে রতিপতি! অবলাবধ করাই কি তোমার ধর্ম্ম! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি যে, আমাকে এত যন্ত্রণা দিচ্চ? আমার লজ্জা, ধৈর্য্য, সকল গেল, এখন কি করি। (সখীর কণ্ঠ ধরিয়া প্রকাশে) সখি, আমার কি হলো, আমি যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই সেই মনোহরমূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তির উদয় হয়। হায়! হায়! তিনি

কোথায়? কেনই বা আমার মনোহরণ করে আমাকে দুঃখ দিচ্চেন? (রোদন।)

তর। (স্বগত) প্রিয়সখীর মনোবেদনার হেতু এক প্রকার ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু কোন্ মহাত্মা যে এঁর চিত্তাপহরণ করেছেন, তার বৃত্তান্ত ত কিছুই জান্তে পাচ্চি না। যা হোক্, এসময় আর সে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো না, এখন যাতে কিঞ্চিৎ সুস্থির হন তাই করি। (প্রকাশে) প্রিয়সখি, শান্ত হও। চল এস্থানে আর থাকা উচিত হয় না। (নেপথ্যে-যন্ত্রধ্বনি) ঐ শুন, সংগীত গৃহে গান আরম্ভ হয়েছে।

মেঘ। সখি, আর কি এখন ও সকল ভাল লাগে, সেই প্রাণনাথের মধুর স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করা অবধি আর কিছুতেই আমার মনঃ স্থির হয় না। হায়! সে সুস্বর কি এ জন্মে আর শ্রবণ কর্‌বো!

নেপথ্যে।　　　গীত।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

কেন মিছে পর ভেবে, হও জ্বালাতন।
জান না যে পর কভু, নহে ত আপন,
সে যে, নহে ত আপন॥
হরিয়ে পরাণ মন, নাহি দেয় নিজ মন,
বৃথা পর প্রেম কেন, কর আকিঞ্চন।
মিছে, কর আকিঞ্চন॥
যে বা পরঅনুরাগী, হতে হয় তারো লাগি,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভাগী, সদাসর্ব্বক্ষণ।
তারে, সদা সর্ব্বক্ষণ॥

তর। প্রিয়সখি, ঐ শুন্‌লে ত, সেই জন্যই বলি, যে স্থির হও, এখন চল।

মেঘ। সখি, তুমি আমায় ধর, আমার ওঠ্‌বার শক্তি নাই। (সখীর কণ্ঠ ধরিয়া গাত্রোত্থান) আঃ! অনঙ্গদেব! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই!

তর। প্রিয়সখি, একটু স্থির হও, তোমার এ ভাব দেখ্‌লে সকলে মনে কর্‌বে কি? এসো আমরা যাই।

মেঘ। তবে চল।

[সখীকে অবলম্বন পূর্ব্বক ম্লানভাবে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী নগর—সত্যবতীর গৃহ।

(সত্যবতী আসীনা—অধোমুখে একপার্শ্বে মধুরিকা দণ্ডায়মানা।)

সত্য। মধুরিকে, তুই অমনধারা চুপ্‌ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

মধু। (কৃতাঞ্জলিপুটে) রাজমহিষি, আপনাকে একটা কথা নিবেদন কর্‌বো মনে করে এসেছি, কিন্তু বল্‌তে ভয় হচ্চে, আপনি নির্ভয় দিলে বল্‌তে পারি।

সত্য। ভয় কি, কি বল্‌বি বল্‌।

মধু। দেবি, ক দিন অবধি রাজনন্দিনীর ভাব আমরা কিছুই বুঝ্‌তে পারি না; ভাল করে খান না, পরেন না,

গান বাজনা মন দিয়ে শোনেন না, বাগানে বেড়াতেও ভাল বাসেন না, কেবল সদাই অন্যমনস্ক; আর দিন দিন তাঁর শরীর শুকিয়ে যাচ্চে, মুখে সে হাসি নাই, লাবণ্য নাই; এই সকল দেখে আমাদের মনে বড় ভয় হয়েছে, তাই আপনাকে বল্‌তে এলেম।

সত্য। (সচকিতে) সে কি! কেন এমন হয়েছে? ভাল তুই এত দিন কোন কথা আমায় বলিস্‌ নাই কেন?

মধু। (সভয়ে) রাজমহিষি, আমি যতবার আপনাকে বল্‌বার জন্যে আস্‌তে চেয়েছি, রাজনন্দিনী ততবার আমাকে বারণ করেছেন; অবশেষে কিছু না বুঝ্‌তে পেরে, তাঁর সখী আপনার নিকট সকল কথা বল্‌বার নিমিত্তে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

সত্য। তুই মেঘমালা আর তরলিকাকে আমার কাছে ডেকে আন্‌গে যা।

মধু। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

সত্য। (স্বগত) আহা! বাছার অসুখের কথা শুনে মনটা নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো—আমি কি নিষ্ঠুর! জীবন-সর্ব্বস্ব একটিমাত্র কন্যা, তারও তত্ত্বাবধারণ কর্ত্তে ভুলে রয়েছি! বাছার মনের ভাবান্তর হয়েছে, আমি তার কোন প্রসঙ্গও জানি না——ভাল ইহার হেতুই বা কি? শারীরিক পীড়া ত নয়, তাহলে আমাকে বল্‌তে নিষেধ কর্‌বে কেন? বিশেষ আন্তরিক চিন্তাই যে তার অসুখের কারণ, তার আর সন্দেহ নাই; আর সে চিন্তা যে মন্মথের কুসুম-শর-পীড়নে উপস্থিত হয়েছে, তাও বিলক্ষণ বোধ হচ্চে, নতুবা

প্রকাশ কর্ত্তে লজ্জিত হবে কেন? যা হোক্, সবিশেষ অবগত হয়ে প্রতীকারের চেষ্টা পাওয়া অতি কর্ত্তব্য হয়েছে।

(মেঘমালা ও তরলিকা সমভিব্যাহারে মধুরিকার পুনঃপ্রবেশ।)

মেঘ। মা, আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন মা?

সত্য। এসো মা, তোমাকে ক দিন দেখি নাই। (অঙ্কোপরি বসাইয়া) মা, তুমি এমন মলিন হয়েছ কেন? তোমার মুখখানি শুষ্ক দেখ্‌লে আমার প্রাণ যে কেঁদে ওঠে, তোমার অসুখের কারণ কি মা বল দেখি?

মেঘ। কৈ, না মা, আমার কি হয়েছে? (মৌনাবলম্বন)।

সত্য। মা, তুমি মৌন হলে কেন? (তরলিকার প্রতি) তরলিকে, তোমার প্রিয়সখীর কি হয়েছে?

তর। দেবি, প্রিয়সখী আমাকে কোন কথা বলেন্ না।

সত্য। (মেঘমালার প্রতি) কেন মা? তুমি আমার জীবনের সর্ব্বস্ব, হৃদয়ের নিধি, তোমার অসুখের বিষয় কি? তোমার মনে কোন অভিলাষ হয়ে থাকে বল, এই দণ্ডেই পূর্ণ কর্‌বো। আহা! মা, তোমার চাঁদমুখ কি আমি মলিন দেখ্‌তে পারি? (অধোমুখে মেঘমালার রোদন) সে কি মা, কাঁদ্‌চ কেন? (অঞ্চল দ্বারা চক্ষের জল মুছাইয়া) কি হয়েছে মা বল, লজ্জা কি?

মেঘ। না মা, কিছু হয় নাই। মা, সংগীত-গৃহে সকলে আমার অপেক্ষা কর্চ্চে, অনুমতি করেন ত আমি এখন আপনার নিকট বিদায় লই। (তরলিকার প্রতি) সখি, এসো।

সত্য। মা, তুমি মধুরিকাকে সঙ্গে লয়ে যাও, তোমার সখী পশ্চাৎ গমন কর্চ্চে।

মেঘ। যে আজ্ঞা মা।

[মধুরিকা সমভিব্যাহারে মেঘমালার প্রস্থান।

সত্য। তরলিকে, সত্য বল তোমার প্রিয়সখীর কি হয়েছে?

তর। রাজমহিষি, কয়েক দিন হলো, তিনি একটী স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই অবধি তাঁর মন বিচলিত হয়েছে।

সত্য। কোন মন্দ স্বপ্ন না কি?

তর। দেবি, বিস্তর অনুরোধেও তার সবিশেষ প্রিয়সখী আমাকে কিছু বলেন নাই, কিন্তু তাঁর কথা বার্ত্তার ভাবে বোধ হয়, কোন সুন্দর পুরুষকে দেখে থাক্‌বেন, আর তাঁর জন্যই অন্যমনাঃ হয়ে থাকেন।

সত্য। বটে?—যা হোক্, তুমি তাকে সান্ত্বনা কর্ত্তে যত্ন কোরো—(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি।)

এই যে মহারাজ অন্তঃপুরে আস্‌চেন, তবে তুমি এখন তোমার প্রিয়সখীর নিকটে যাও।

তর। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

সত্য। (স্বগত) আমি যা মনে করেছিলেম, তাই সত্য হলো। আহা! বসন্তকালে যেমন শুষ্ক তরুও মুকুলিত হয়, যৌবনের প্রাদুর্ভাবে লজ্জাবতী রমণীরও মনের ভাব সেইরূপ আপনা হতেই প্রকাশ পায়। যা হোক্, রাজভোগে উন্মত্তা

হয়ে প্রাণাধিকা তনয়ার মঙ্গল চিন্তায় বিরতা হয়ে আছি. এ কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! বাছার মুখখানি হাস্যচ্যুত ও লাবণ্যহীন হয়ে বিবর্ণ হয়েছে। হৃদয়ে প্রণয়ানুরাগের সঞ্চার হলে ভয়ানক চিন্তা ক্ষণকালের নিমিত্তেও সুখানুভব কর্ত্তে দেয় না, হায়!—ফলতঃ আমার আর নিশ্চিন্ত থাকা নয়।—তা আমিই বা কি করবো? মেয়ে মানুষ, পরবশ; মহারাজ ত সংসারের কিছুই দেখ্বেন না,—সকলি আমার কপালের দোষ। (মানভরে মৌনাবলম্বন।)

(রাজা জয়সেনের প্রবেশ।)

রাজা। এ কি প্রিয়ে, মৌনভাব কেন?—এ যে মানের চিহ্ন দেখ্তে পাচ্চি,—ছি ছি, শরৎশশীর কি মেঘাচ্ছন্ন থাকা উচিত? (কিঞ্চিৎ পরে) প্রিয়ে, একান্তই কি মানিনী হয়েছ? কেন, তোমাকে ত আর সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হয় না যে এত অভিমান? কি আশ্চর্য্য! একবার চন্দ্রানন উত্তোলন কর। তোমার হাস্যোৎফুল্ল লোচন না দেখে আমার নয়নে অশ্রুজল প্রবাহিত হচ্চে, তোমার বাক্যসুধা পান কর্বার জন্য আমার প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর থেকে বহির্গত হতে উদ্যত হচ্চে; একটা কথাই কও। (নিকটবর্ত্তী হইয়া হস্তধারণপূর্ব্বক) প্রিয়ে, আজ তোমার বিপরীত ভাব কেন?

সত্য। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) নাথ, আমার মত হতভাগিনী পৃথিবীতে আর নাই, আমার জীবনে ধিক্, আমার রাজভোগেও ধিক্।

রাজা। সে কি প্রিয়ে, এত খেদ কি নিমিত্তে? কি

অভিলাষ হয়েছে বল, এখনই পূর্ণ হবে ; তোমার সুখসম্পাদন জন্য আমার ত কিছুমাত্র ত্রুটি নাই।

সত্য। আর নাথ, অদৃষ্টে সুখ না থাক্‌লে কিছুতেই সুখ হয় না, বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ, আপনার দোষ কি।

রাজা। প্রিয়ে, কি হয়েছে বলই না।

সত্য। আমার প্রতি আপনার যে কিছু স্নেহ, সে কেবল কথায় বৈ ত নয়। আপনি ত রাজকার্য্যে সদাই ব্যস্ত, দিনান্তেও যে একবার আপনার মুখাবলোকন কর্‌বো তাও আমার ভাগ্যে নাই—

রাজা। হাঃ হাঃ! প্রিয়ে, এই জন্যই কি এত দুঃখ কর্ত্তে হয়? আর তোমার এ অভিমান করা অনুচিত। দেখ প্রিয়ে, যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র লোকের মঙ্গল সাধনে চিন্তাযুক্ত, তার সুখ সম্ভোগের সাবকাশ কোথায়? কিন্তু প্রিয়ে, মধুকর কখন কমলিনীর সহবাস পরিত্যাগ করে না, নিশাপতি কুমুদিনীরই প্রেমানুগত। আমি যে নিতান্ত তোমারই তা কি তুমি জান না?

সত্য। ভাল মহারাজ, আমাদের জীবন-সর্ব্বস্ব একটি মাত্র কন্যা, তার প্রতিও কি আপনার স্নেহ নাই? তার তত্ত্ব কর্ত্তেও কি আপনার সাবকাশ হয় না?

রাজা। কেন, আমি ত সর্ব্বদাই মেঘমালার কথা জিজ্ঞাসা করি।

সত্য। তার বিবাহের বিষয়ে কিছুই ত আপনার মনোযোগ দেখি না, তাও কি ভুলে রয়েছেন?

রাজা। মহিষি, এবিষয়ে বরং তুমিই দোষী। তুমি ত একদিনও কোন কথা বল নাই। সে যা হোক্, তার জন্য

চিন্তা কি? কাল্‌ই মেঘমালার স্বয়ম্বরের আয়োজনের আদেশ কর্‌বো। (স্বগত) হায়! নরলোকে কেহই সুখী নয়। আমি এই সমস্ত রাজ্য সম্পদের ঈশ্বর, কিন্তু এক মুহূর্ত্তও সুস্থির নই; নানাপ্রকার চিন্তায় মনকে এমত অভিভূত করে রেখেছে, যে প্রাণাধিকা তনয়ার তত্ত্বাবধারণ কর্ত্ত্যেও বিস্মৃত। কি পরিতাপ! (প্রকাশে) প্রিয়ে, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

সত্য। নাথ, আমাদের ঐটি বৈ আর নাই, তাতে আবার বাছার যোগ্যা কাল উপস্থিত, আর কি বিয়ে না দিয়ে রাখা ভাল দেখায়?

রাজা। মহিষি, মেঘমালা কোথায়?

সত্য। এই কতক্ষণ হলো তার সখীদের সঙ্গে সংগীত গৃহে গেল। নাথ, তরুবরের আশ্রয় বিহীনে লতা যেমন নিয়ত হেঁটমুখী, স্ত্রীজাতিও যত দিন পতিপ্রাপ্ত না হয় মনোদুঃখেই কালযাপন করে। অতএব মেঘমালার বিবাহের বিষয়ে অবহেলা করা কি আপনার আর কর্ত্তব্য?

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। মহারাজের জয় হোক্‌, মহারাজ, অযোধ্যাপতি রাজ-সম্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। (স্বগত) অযোধ্যাপতির দূত! বিক্রমরায় পুনরায় বিপদগ্রস্ত হয়ে, সাহায্য প্রার্থনার জন্য দূত পাঠিয়েছেন না কি? হুঁঃ! বলশূন্য রাজা সদাই বৈরীভয়ে বিব্রত। (প্রকাশে) মন্ত্রীকে গিয়ে বল্‌, দূতের যথাবিধি অভ্যর্থনা করে আবাস নিরূপণ করে দেয়।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। বিক্রমের অধিকার থাকা ভার হলো দেখ্‌ছি। অযোধ্যার পুরাকালীন অতুল ঐশ্বর্য্য অদ্যাপি উত্তর-পর্ব্বত-প্রদেশের রাজাদের লোভকে ক্ষান্ত করে নাই, কিন্তু তাঁরা ভ্রমান্ধ হয়ে কেবল নিরর্থক অর্থব্যয় এবং প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হন। অযোধ্যা এক সময় যথার্থ রত্নাকর স্বরূপই ছিল বটে, কিন্তু প্রবল রাজারা ক্রমে ক্রমে তাকে মন্থন করে্য সমস্ত রত্ন অপহরণ করেছে। যা হোক্‌, বিক্রমের সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সত্য। নাথ, পূর্ব্বে একবার বিক্রমরায় ঐ দেশের রাজাদের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলেন না?

রাজা। হাঁ, সেনাধ্যক্ষ অজিত, সেই শত্রুদলকে পরাভব করে্য বিক্রমকে পুনরায় অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন করায়।

সত্য। অজিতের তুল্য বীর কি আর হবে!

রাজা। তার তুল্য যোদ্ধা আর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ কর্‌বে না। আহা! বীরশ্রেষ্ঠ যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হবে, তা কে জানে।—প্রিয়ে, মেঘমালাকে দেখ্‌বার নিমিত্তে আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছে, চল একবার বাছাকে দেখে আসি।

সত্য। আহা, আপনার যে আজ তাকে মনে পড়্‌লো সে আমারই শুভাদৃষ্ট বল্‌তে হবে! তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী নগর—রাজসভাগৃহ।

(সুধর্ম্মা ও অযোধ্যার দূত।)

দূত। মন্ত্রিমহাশয়, আপনি আর একবার মহারাজকে বলুন। মহারাজ বিক্রমরায় আপনাদের রাজনন্দিনীর আশ্চর্য্য রূপের কথা শুনে অবধি যে কি পর্য্যন্ত কাতর হয়েছেন, তা বলা যায় না। আপনাদের প্রভুর সাহায্যেই যে আমাদের মহারাজের অযোধ্যাধিকার বর্ত্তমান আছে, তার আর অন্যথা নাই, কিন্তু মহারাজ যদি বিক্রম নৃপতিকে কন্যা দান করেন, তাঁকে চিরদিনের নিমিত্তে অনুগ্রহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর্য়ে রাখ্‌বেন, অধিক কি বল্‌বো।

সুধ। মহাশয়, রাজা বিক্রমরায় আমাদের মহীপালের পুনঃ পুনঃ সাহায্যে শত্রুহস্ত হতে রক্ষা পেয়ে অদ্যাপি অযোধ্যাপুরীর সিংহাসন ভোগ কর্চ্চেন; অতএব তিনি যে যাবজ্জীবন মহারাজের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছেন, তার আর সন্দেহ কি। যা হোক্, আপনি আমাকে বৃথা অনুরোধ কর্চ্চেন, মহারাজ তাঁকে কন্যাদানে কোন মতে সম্মত হবেন না;—আর সে কথা ত স্পষ্টই বলেছেন। (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি।) এই যে মহারাজ সভায় আগমন কর্চ্চেন।

(রাজা জয়সেনের প্রবেশ এবং সিংহাসনে উপবেশন।)

উভয়ে। মহারাজের জয় হোক্।

সুধ। নরেশ্বর, অযোধ্যাপতির দূতমহাশয় আপনার আজ্ঞা প্রতীক্ষা কর্চ্চেন।

রাজা। কেন, তুমি কি আমার অভিপ্রায় ওঁর নিকট ব্যক্ত কর নাই?

দূত। রাজেন্দ্র, মহীপতির আজ্ঞা এ দাস সম্পূর্ণরূপে অবধারণ করেছে, কিন্তু——

সুধ। (দূতের প্রতি) মহাশয়, আপনাদের মহারাজের সহিত রাজনন্দিনী মেঘমালার বিবাহ কি সম্ভব হতে পারে?

দূত। কেন? তিনিও ত ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন রাজকুলোদ্ভব বটেন।

রাজা (সক্রোধে) বিক্রমরায় কি পূর্ব্বকথা সকল বিস্মৃত হয়েছেন? তিনি মেঘমালার পাণিগ্রহণের লালসা করেন? শৃগাল হয়ে সিংহের পদের আকাঙ্ক্ষা? অজিতের বাহুবলে তাঁর রাজত্ব এবং প্রাণ রক্ষা হয়, তা কি তাঁর স্মরণ নাই? তাঁর অহঙ্কারের উচিত দণ্ড এই দণ্ডেই প্রদান কর্‌বো——

দূত। মহারাজ, ভগবান্ হিমাদ্রির ক্রোধে বসুমতীও কম্পবান হন, আপনি ক্রোধ কর্‌লে কি কাহারও রক্ষা আছে—

সুধ। (দূতের প্রতি গোপনে) মহাশয়, আর না, প্রস্থান করুন, এর পর বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়ে পড়্‌বে।

দূত। সুতরাং—(রাজার প্রতি) নরেশ্বর, ক্রোধ সম্বরণ করুন।

রাজা। বিক্রমরায় যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করেন,

স্বয়ম্বর ব্যতীত অন্য প্রকারে কন্যার বিবাহে সম্মত হব, একথা যেন স্বপ্নেও অনুভব করেন না।

[দূতের প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। মহারাজের জয় হোক্।

রাজা। বয়স্য, সংবাদ কি বল দেখি ?

বিদূ। মহারাজ, আজ কাল্ আর সংবাদের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন ? লোকে বলে একাদশ বৃহস্পতি হলে লভ্য হয়, আমার যে কতদশ বৃহস্পতি তা বল্‌তে পারি না।

রাজা। কিসে হে ব্যাপারটাই কি ?

বিদূ। তা আবার কি বল্‌তে হবে ? রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে যে প্রকার আহারের আয়োজন হচ্চে, আর মহারাজের যে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" আজ্ঞা প্রচার হয়েছে, তাতে শর্ম্মার কি আর আনন্দের সীমা আছে। (উদরে হস্ত দিয়া) উদর, তুমি কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হও, নতুবা মনের ক্ষোভ মিট্‌বে না।

রাজা। এতেই এত আহ্লাদ ? আমার বোধ হয়েছিল তুমি রাজা হয়েছ। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রি, স্বয়ম্বরের নিমন্ত্রণ-পত্র সকল ক্রমে ক্রমে প্রেরণ কর।

সুধ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

বিদূ। (রাজার প্রতি) মহারাজ, রাজা হওয়ায় যে কিছু সুখ, তা ত আপনাতেই দেখ্‌তে পাচ্চি। আপনি সসাগরা পৃথিবীর একাধিপতি, কিন্তু আমি যত দ্রব্য এক গ্রাসে আহার করি, আপনি দুই চারি দিবসেও পারেন কি

না সন্দেহ। দেখুন দেখি মহারাজ, রাজ্যভোগ অপেক্ষা আহারের ক্ষমতা অধিক পুরুষত্ব কি না।

রাজা। উদর-পরায়ণ লোকেরই ঐ কথা।

বিদূ। ও কথা না বলে আর করেন কি। ফলতঃ বিবেচনা করে দেখুন দেখি, যখন জঠরানল জ্বল্‌তে থাকে, তখন কি একটা যুদ্ধের জয়বার্ত্তা শুন্‌লে, না পর্ব্বত তুল্য রাজকর উপস্থিত দেখ্‌লে সে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়? কিন্তু সে সময় যদি উত্তম উত্তম মিষ্টান্ন সম্মুখে পাওয়া যায়, দেখেই প্রাণ শীতল হয়, উদর তুষ্টির কথা ত পশ্চাৎ। যা হোক্, মন্ত্রী মহাশয়, মিষ্টান্ন পক্কান্নের বিষয়টাতে কিঞ্চিৎ মনোযোগ কর্‌বেন, উত্তম উত্তম সুপকার যেন নিযুক্ত হয়।

রাজা। সে জন্য তোমার চিন্তা কর্ত্তে হবে না—কেবল পেট পেট করেই এ জন্মটা কাটালে। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রি, আমন্ত্রিত রাজাদের আবাসস্থান এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমস্ত পরিপাটি রূপে প্রস্তুত কর্ত্তে আদেশ কর; ভারতবর্ষের সকল রাজাই আগমন কর্‌বেন তার সন্দেহ নাই।

সুধ। নরনাথ, আয়োজনের কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না, আর যে সকল লোকের উপর কর্ম্মের ভারার্পণ করা হয়েছে, সুপ্রণালী এবং সুশৃঙ্খলতার বিষয়ে আপনাকে কিছু বল্‌তে হবে না।

রাজা। কেবল লোকের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নয়, তুমি স্বয়ং সকল বিষয় নিরীক্ষণ কর গিয়ে।

সুধ। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

রাজা। বয়স্য, কাল্ মৃগয়ায় যাত্রা কর্ত্তে হবে, তার আয়োজন কর্ত্তে আদেশ কর।

বিদূ। তার আর আয়োজন কি? যে পর্ব্বতাকার মিষ্টান্নের রাশি প্রস্তুত হয়েছে,। আজ্ঞামাত্র কতক গুলা পাঠান যাবে, না হয় বলুন এই বেলা পাঠিয়ে দিয়ে আসি।

রাজা। তোমার মত মূর্খ ত আর দুটি নাই। অশ্ব, রথ, ধনুর্ব্বাণ, এই সকলের আয়োজনের কথা বল্‌ছি।

বিদূ। শর্ম্মা ও সকল বৃথা কাজে কালক্ষেপ করেন না।

রাজা। তবে ঋতুরাজের আগমনে প্রমোদ-বনের কেমন শোভা হয়েছে দেখা যাক্‌গে চল।

বিদূ। তা দেখ্‌লেই বা কি লাভ হবে? উপবনের ত শোভা যথেষ্ট, কি না ফুলটি ফুটেছে, কি না কোকিল ডাক্‌চে,—আঃ! সে গুলার চীৎকারে কি কাণ পাতা যায়? সে সকল আপনাদেরই ভাল লাগে। শর্ম্মার কাছে—যা বল্‌লেম, উত্তমরূপ আহার, আর নয় ত কিঞ্চিৎ—(নয়ন ভঙ্গী) নগদ বিদায়, এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুই ভাল লাগে না।

রাজা। ভাল, না হয় তাই হবে, তার জন্য চিন্তা কি?

বিদূ। আজ্ঞা হাঁ, তা হলে শোন্‌বার কথা বটে। "রথ দেখা কলাবেচা" দুই হয়। হাঃ হাঃ হাঃ! তবে আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী নগর—পুষ্পোদ্যান।

(ছদ্মবেশে যুবরাজ চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।)

চন্দ্র। (স্বগত) এত দেশ পর্য্যটন করেও কোন সন্ধান পেলেম না। হায়! সেই মনোহারিণী যে কোথায় আছেন এ সংবাদ কি কেহই বল্‌তে পারে না? কত নগর, কত গ্রাম, কত বন, কত উপবন, কত নদী, কত পর্ব্বত অতিক্রম কর্ল্যেম, তা মনে হলে আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়। কি পরিতাপ! এত পরিশ্রম কি বৃথা হলো। ধীবর মুক্তার অন্বেষণে মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে নিরাশ হলে যে রূপ বিষাদিত হয়, আমার ভাগ্যে তাই ঘট্‌ল দেখ্‌তে পাচ্চি। আহা! সে সুলোচনা কি মানবী নয়? ভগবতী বসুমতী কি তাঁকে ক্রোড়ে ধারণ করে্য আপনাকে ধন্যা জ্ঞান করেন নাই?—হায়! প্রিয়ে, তুমি কোথায়! (চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া) অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি, এই স্থানটিতে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করি। (উপবেশন।)

(দূরে অযোধ্যার দূতের প্রবেশ।)

দূত। (স্বগত) বিষম অনর্থের হেতু উপস্থিত হলো দেখ্‌চি। আমাদের মহারাজ যদিও বলহীন এবং ধনহীন বটেন, এত অপমান সহ্য করে্য যে চুপ্‌ করে থাক্‌বেন, তা ত কখনই মনে হয় না; আর তাই বা কে করে থাকে। ভুজঙ্গম বিষ হারা হলেও যদি কেহ তার পুচ্ছে পাদপ্রহার করে, তবে কি সে তাকে দংশন করে না? লোকে প্রাণ দিয়ে

মান রক্ষা করে, সে মান বিসর্জ্জন দিয়ে প্রাণধারণ করা কাপুরুষের কর্ম্ম। যা হোক্ এখন উপায় কি ? এ সংবাদ শ্রবণমাত্র মহারাজ যে ক্রোধান্ধ হয়ে জয়সেন মহীপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন, তার ত সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাতে যে পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘট্‌বার সম্ভাবনা, তা তাঁরে বল্‌তে কে সাহস কর্‌বে ? আর বল্‌লেও তিনি বুঝবেন না। আবার পর্ব্বত-প্রদেশের শত্রুপক্ষ এ সংবাদ শ্রবণ কর্ল্যে, অযোধ্যাপুরী আক্রমণ কর্ত্তে কিঞ্চিৎমাত্র বিলম্ব কর্‌বে না। অপর রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ারও কোন প্রত্যাশা দেখিনা ; জয়সেন মহীপতির সহিত বিবাদে কে অগ্রসর হবে ? আর একটা স্ত্রীলোক উপলক্ষ করেই বা কোন্ রাজা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন ?—এত দিনে বিক্রমরায়ের রাজলক্ষ্মী বিচলিত হলেন দেখ্‌তে পাচ্চি। বিধাতঃ ! তোমার ইচ্ছা—আমি আর এরাজ্যে বিলম্ব করি কেন ?—কি কুলগ্নেই যাত্রা করেছিলাম, হায় !

[প্রস্থান।

(কুম্ভকক্ষে কুলবালাদ্বয়ের প্রবেশ।)

প্রথমা। দিদি, ও মিন্‌ষে টা কে, বক্‌তে বক্‌তে যাচ্চে ?

দ্বিতীয়া। ওলো, ঐ সেই অযুধ্যে থেকে রাজকন্যের বিয়ের জন্যে এসেছেল।

প্রথ। পোড়া কপাল ! অমন পোড়ার মুখোকে মহারাজ সেই সোণার লক্ষ্মী মেয়ে দেবেন ? ওর সাধ ত মন্দ নয়, বাওন হয়ে চাঁদে হাত।

দ্বিতী। মর্ ছুঁড়ি, তুই কি আবোর, ও কি আপনার জন্যে বল্‌তে গেছ্‌ল, ওদের রাজার জন্যে।

প্রথ। তাই ভাল, রক্ষে হোক্;—তা মহারাজ কি বল্‌লেন?

দ্বিতী। তিনি তা দেবেন কেন? স্বয়ম্বর হবে, বড বড় রাজারা আস্‌বেন, যাঁকে রাজকন্যের ইচ্ছে হবে তাঁর গলায় মালা দেবেন।

প্রথ। আহা! রাজকন্যেরা যেমন আপনাদের ইচ্ছেয় বিয়ে করেন, আমাদের তেমন হয় না কেন? সে ত আরো বেস্, যাকে মন হলো তার গলায় মালা দিলে।

দ্বিতী। রাজাদের সঙ্গে কি আমাদের কথা? বলে "চাঁদে আর জোনাকি পোকায়"।

প্রথ। হ্যাঁ দিদি, রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বরের আর ক দিন আছে?

দ্বিতী। সে কি, তুই কি কিছুই জানিস্‌নে? আর পাঁচটী দিন বৈ নেই; এই যে একমাস ধরে এতটা বাজ্‌না বাদ্যি, নাচ গান হচ্চে, হাজার হাজার বামণ সুজ্জন খাচ্চে, দেশ-সুদ্ধ লোক কত আহ্লাদ আমোদ করে বেড়াচ্চে, তা কি তুই কিছুই দেখ্‌তে শুন্‌তে পাচ্চিস্‌নে? তোর কথা শুনে যে অবাক্ হলেম।

প্রথ। তা নয় দিদি, সংসারের কাজ কর্ম্মে ঘুরে ঘুরে কি কিছু মনে থাকে। আহা! মহারাজ কত টাকাই যে খরচ কচ্চেন তার সংখ্যে নেই।

দ্বিতী। তা করবেন্ না, ঐ একটি মেয়ে বৈ আর নেই। আহা, কিবে রূপ! যেন মা লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ।

প্রথ। তেম্‌নি উপযুক্ত বরটি মেলে, তা হলেই সোণায় সোহাগা পড়ে।

দ্বিতী। তাই কি না হবে? যেখানে গৌরী সেইখানেই হর, যেখানে লক্ষ্মী সেই খানেই নারায়ণ।

প্রথ। ভাল দিদি একটা কথা জিগ্যেসা করি, বলি এই যে শুন্‌তে পাই যে রাজকন্যের নাকি বিয়ে কত্যে মন নেই, তিনি নাকি কোন্ দেবতাকে স্বপ্নে দেখে, ঐ যে কি বলে গন্ধ বিয়ে—

দ্বিতী। তা নয় লো, গন্ধর্ব্ব বিয়ে—

প্রথ। কে জানে বোন্, অত জানি টানিনে। তা যা হোক্ গন্ধর্ব্ব বিয়ে করেছেন, তাঁকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে করবেন না? তা তিনি না হয় রাজার মেয়েই হলেন, না হয় তাঁর রূপই আছে, তা বলে কি আর ঠাকুর দেবতা তাঁকে বিয়ে কত্যে আস্‌বেন? অবাক্, কালে কালে কতই দেখ্‌বো বোন্।

দ্বিতী। দূর হোক্‌গে, ও সকল রাজা রাজ্‌ড়ার কথায় আমাদের থেকে কাজ কি আছে? ওঁদের কথা কয় কে। কিন্তু তুই দেখিস্ এই বিয়েতে একটা বিষম কাণ্ড উপস্থিত হবে।

প্রথ। বালাই, অমন কথা মুখে আনিস্‌নে। আহা! মনে কল্যে বুক ফেটে যায়—তা ভাল, এই বা তাঁর কেমন প্রতিজ্ঞে? যদি এক জন দুঃখী মানুষ স্বপ্নে রাজা হয়েছে দেখে, তবে কি সে রাজার রাজত্বি কেড়ে নিতে যাবে?

দ্বিতী। আর বোন্ রাজা রাজ্‌ড়ার কথা, যা করেন তাই শোভা পায়—দ্রৌপদী পাঁচটী স্বামী করে সতী হলেন। তা মরুক্‌গে ও সব কথায় কাজ নেই, চল্, আবার ছেলে গুনো হয় ত এতক্ষণ মা মা করে বাড়ী মাথায় করে বসে আছে।

প্রথ। তা বলি এখানে ত আর কেউ শুন্‌তে আস্‌চে না, বল্‌ই না কেন। আর আমিই কোন্ লোকের কাছে বলে বেড়াতে যাচ্চি।

দ্বিতী। জানিস্‌নে লো, ঐ মালিনী মাগী শুন্‌তে পেলে কি আর রক্ষে থাক্‌বে, বাতাসে ফাঁদ পেতে আকাশের চাঁদ ধরে, এমন মেয়ে নয়। দেখ্‌তে পাস্‌নে আজো পর্য্যন্ত কত ঠমক্, কথায় হীরের ধার; তাতে আবার রাজকন্যে ওরে যে ভাল বাসেন! মাগী কি যাদু জানে বোন্, কি পুরুষ কি মেয়ে, সকলকে যেন পোষা পাখী করে ফেলে। (উভয়ের সরোবর হইতে জল লইয়া গমনোদ্যোগ।)

দ্বিতী। (চন্দ্রকেতুকে দেখিয়া সচকিতে) ঐ দেখলো, কে গাছের আড়ালে বসে শুন্‌চে, ভাগ্যিস্ কোন কথা বলিনি! তুই ছুঁড়ি যেমন, সেই অবধি মানা কচ্চি, তবু ত শুনিস্‌নে।

প্রথ। আহা! দিদি, পুরুষটি কি সুন্দর! মরি মরি যেন রাজপুত্র।

দ্বিতী। চল্ শিগ্‌গির শিগ্‌গির যাই, আর এখন জল তুল্‌তে আস্‌ব না।

[উভয়ের প্রস্থান।

চন্দ্র। (স্বগত) এ ত এক চমৎকার ব্যাপার! যে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গমন কর্ল্যে, সে অযোধ্যার রাজদূত। এই দেশের রাজকন্যার পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষায় অযোধ্যাপতি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। রাজা কন্যার স্বয়ম্বরের আয়োজন করেছেন, এ দিকে রাজকন্যা কোন রূপবান্ পুরুষের নিমিত্তে

ব্যাকুলা হয়েছেন। এ এক প্রকার দ্বিতীয় দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ব্যাপার উপস্থিত, এখন এ বিবাহের ধনঞ্জয় আবার কে উপস্থিত হন দেখ। ফলতঃ এই রাজকুমারীর জন্য একটা অসামান্য ঘটনা যে উপস্থিত হবে, এ সকল তারই লক্ষণ বোধ হচ্চে। (মনোনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা এবং কিঞ্চিৎ পরে সচকিতে) এ কি! আমার দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দন হচ্চে কেন?—কে যেন আমার অন্তর মধ্যে আশ্বাস প্রদান কর্চ্চে! আমার চিত্তে হর্ষোদয় হলো, তবে কি আমার আশা-নদীর কূল দর্শন পাবার কোন উপায় হবে?—না না, আমার যদি তেমন অদৃষ্ট হবে, তবে এত কষ্টই বা ভোগ কর্ত্তে হবে কেন?—

(গীত গাইতে গাইতে মালিনীর প্রবেশ।)

বেহাগ—আড়া।

আহা মরি আজু হেরি, কি শোভা কাননে॥
যত ফুটিল কুসুম, মরি কি অনুপম!
গন্ধে অলিকুল মধুলোভে, গুঞ্জরে সঘনে॥
পিক কুহুস্বরে, মনঃ প্রাণ হরে,
কাম-শরে, দহে অনিবারে,
বিরহী পরাণে মরে, বিহনে প্রিয়-জনে॥

(পুষ্প চয়ন করিতে করিতে স্বগত) হুঁঃ! মণি মানিক্য রাজারা ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু তাদের জন্মস্থান অতি সামান্য। মুক্তার জন্ম শুক্তির গর্ব্ভে, হীরক অন্ধকার খনির মধ্যে পাওয়া যায়—রাজারা রাজত্ব করেন বটে, কিন্তু দশজন

অপরের পরামর্শ ভিন্ন তাঁদের কোন বুদ্ধি যোগায় না। এই দেখ না কেন, আমাদের মহারাজ রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বরের ধুম লাগিয়ে দিয়েছেন। ধনের অভাব নাই, যত মনে কর্চ্চেন খরচ কর্চ্চেন। গান বাদ্যি হচ্চে, দান ধ্যান যে কত কর্চ্চেন তার সংখ্যা নাই। কিন্তু মেয়েটি যে কার জন্যে পাগল হয়েছেন, তার ত কিছু সন্ধান কর্ত্তে পাল্যেন না, তবে সে বিষয়টির কি ঠাউরালেন?—দূর হোক্‌গে মেনে, যা হয় হোক্, আমাদের সে ভাবনায় কাজ কি? যে বাড়ীতে খাবো, নেবো, আমোদ আহ্লাদ কর্‌বো, তা হলেই হলো—তবে কি না রাজকন্যে যেমন সুন্দরী, তেম্‌নি সুন্দর বরটি মিল্‌লেই আমাদের মনের সাধ মেটে। দেখ, বিধাতার ভবিতব্যি, তাঁর মনে কি আছে কে বল্‌তে পারে। (চন্দ্রকেতুকে দেখিয়া সচকিতে) ও মা! এ কি! ইনি কে? কোন দেবতা নাকি? ছদ্মবেশে এখানে এসেছেন! আহা, কি চমৎকার রূপ! মালঞ্চটি একেবারে আলো করে বসে রয়েছেন! ভদ্রা দেবীর স্বয়ম্বরে শ্রীবৎস রাজা যেমন সৌতিপুরে মালিনীর ঘরে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন, তেম্‌নি ইনিও কি রাজনন্দিনী মেঘমালার জন্যে এদেশে এসেছেন? ইনিই বা স্বপ্নে রাজকুমারীর মনোহরণ করেছেন? বিধাতা কি সদয় হয়ে আমার এই অনুভবটি সত্য কর্‌বেন?—হতেই বা কি, তিনি মনে কর্ল্যে কি না কর্ত্তে পারেন। যে হরধনু পৃথিবীর বড় বড় রাজারা তুল্‌তে পারেন নাই, রঘুপতি রামচন্দ্র বালক বয়েসে সেই ধনুকখানি ভেঙ্গে জনকরাজদুহিতা সীতাকে লাভ করেন; তা সেটিও ত তাঁরই ইচ্ছায়। যা হোক্, এঁর সঙ্গে আলাপটাই করি না কেন। (চন্দ্রকেতুর নিকটবর্ত্তী হইয়া) মহাশয়,

কে বট আপনি কোন্ মহান্ পুরুষ ?
ধরিয়াছ মায়া জাল সাধিতে কি কাজ ?
যেন শরদের শশী অভ্র আচ্ছাদিত।
দেব, যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মানব ?
নারিনু চিনিতে ; আমি মোহি তব রূপে।
সামান্য বলির সাধ্য চিনিতে বামনে ?
জিজ্ঞাসি সভয়ে, কৃপাকরি এ দাসীরে
দেহ পরিচয়, যদি নাহি থাকে বাধা।
কি জাতি, কি নাম ধর, কোথায় বসতি ?
হেন অনুমানি, হবে মহীপতি পতি;
রাজ চিহ্ন শোভে ভালে, লুকাইতে তায়
মলিন বসন ধায়, স্বকার্য্য সাধনে।

চন্দ্র। সুন্দরি, আমার দুঃখের কথা কহিব
কত, শুনিলে নারিবে রাখিতে নয়নে
বারি, সে হেতু সভয়ে নাহি মন সরে।
কিন্তু দেখি ইচ্ছা তব শুনিতে একান্ত,
তাই দিতেছি নিজ পরিচয়, করহ
শ্রবণ সাবধানে। বিদর্ভ নাম দেশে
বসতি মোর, হই বণিক জাতি, ধরি
নাম রমণী-মোহন। বাণিজ্য কারণ
যাত্রা কর্যে ভ্রমি নানা দেশ, উপনীত
গহন কাননে। তথা আসি দস্যু দল
হরিল সর্ব্বস্ব, বাঁচিল প্রাণ না জানি
কি পুণ্যের ফলে। পেয়ে মনোব্যথা, একা
করি পর্য্যটন কতই নগর, নাহি

শুনি নাম কর্ণে যে সবার কোন কালে।
এবে আসি তব দেশে, হেরিয়া উদ্যান
মুনি মনোলোভা, হইল মানস শ্রান্তি
করিতে দূর, বসিলাম আসি তরুর
মূলে। যদি দিয়া বাসা মনোসাধ পার
করিবারে পূর্ণ, চির-কৃতজ্ঞতা পাশে
বাঁধি লভিবে অশেষ ফল হে চরমে।

মালি। (স্বগত) আহা! ইনি যদি রাজপুত্র হতেন তা হলে আমাদের রাজকন্যের উপযুক্ত হতে পার্ত্তোন; এক জন সামান্য বেণে বই নয়। তা যা হোক্, এঁর রূপ দেখে আমার মন উদাশ হয়ে উঠ্ল কেন? চক্ষের অন্তর কর্ত্তে ইচ্ছা হচ্চে না যে?—তা উনিত বিদেশী, বাসারও আবশ্যক, তবে ওঁরে বাড়ীতে নিয়ে যাই না কেন? (প্রকাশে) মহাশয়, আপনার পদার্পণে এ স্থানটি পবিত্র হয়েছে, অনুগ্রহ করে দাসীর গৃহে আগমন কবেন এই প্রার্থনা, আপনার কি আজ্ঞা হয়?

চন্দ্র। তোমার প্রিয়বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হলেম—তোমাদের দেশের নাম কি?

মালি। মহাশয়, এদেশের নাম উজ্জয়িনী নগর, মহারাজ জয়সেনের রাজত্ব।

চন্দ্র। মহারাজের সন্তান সন্ততি কি?

মালি। মহাশয়, সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর্বেন না, একটি মেয়ে বই নয়।

চন্দ্র। তাঁর বিবাহ হয়েছে?

মালি। (স্বগত) ক্রমে ঐ কথার দিকেই এগচ্চেন যে দেখ্তে পাই, তা সকল কথা এককালে খুলে বলা হবে না।

(প্রকাশে) মহাশয়, আর পাচ দিন পরে রাজকন্যার স্বয়ম্বর হবে, সেই উপলক্ষে নগরের সকল স্থানেই নাচ গান হচ্চে। এই কটা দিন এ দেশে বাস কর্ল্যে আপনিও স্বয়ম্বর দেখ্‌তে পাবেন। আমি রাজকন্যার মালিনী, এই বাগান খানি তাঁর শিবপূজার ফুলের জন্য মহারাজ আমাকে দিয়াছেন—আমি আপনাকে সঙ্গে কর্যে রাজসভায় নিয়ে যাব।

চন্দ্র। সে কি? তোমাদের রাজকুমারী না স্বপ্নে কোন্ দেবতাকে বরণ করেছেন? তবে আর স্বয়ম্বরের আবশ্যক কি?

মালি। (সচকিতে) একথা আপনাকে কে বল্‌লে মহাশয়?

চন্দ্র। যে বলুক্ না কেন, কথাটি সত্য ত?

মালি। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ কথা তবে দেশ দেশান্তরে রাষ্ট হয়েছে? না হবেই বা কেন? পর্ব্বতে আগুন লাগ্‌লে কত দূর-দেশের লোক দেখ্‌তে পায়। আমাদের মহারাজ সসাগরা পৃথিবীর একাধিপতি, তাঁর কন্যার কথা যে সর্ব্বদেশে প্রচার হবে তার আশ্চর্য্য কি? আর কথাটি ত সামান্য নয়। যাহোক্, যতদূর ঢাক্‌তে পারি ততই ভাল। (প্রকাশে) মহাশয়, বড ঘরের কথা হলে কত দেশে কত গুজব উঠে থাকে। আমাদের রাজনন্দিনী একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই কথা নিয়ে পোড়া লোকে কত কথাই রটিয়ে বেড়াচ্চে। কিন্তু তাও বলি, তাঁর যে রূপ, ঠাকুর দেবতারা যে বর সেজে স্বয়ম্বরে আস্‌বেন, এ কথাও কিছু আশ্চর্য্য নয়; দেখুন না কেন, এখনি যে কত বড় বড় রাজারা এসে বসে আছেন তার সংখ্যা করা যায় না, মনে হয় পৃথিবীর লোক বুঝি ভেঙ্গে পড়্‌বে।

চন্দ্র। বটে? তিনি কি এতই সুন্দরী?

মালি। মহাশয়, তাঁর রূপের কথা কি বল্‌বো!

না হেরি নয়নে কভু হেন রূপ-রাশি,
কিবা বিধি নির্ম্মাইলা তারে, ছলিবারে
দেব যক্ষ কি গন্ধর্ব্ব! শরদ-চন্দ্রমা
সহ দিতে চাই যদি সে মুখের তুলা,
না হয় তুলনা; সে যে অকলঙ্ক শশী।
যদি মনে করি বিকচ কমলে, তারে
হেরি মুদ্রিতা কৌমুদী পরশে; আহা! এ
যে বিকশিত দিবস রজনী! বাখানে
সকলে বটে মদনের বাণ, বিধি কি
নির্ম্মিলা ধনীর লোচন যুগল লয়ে
তাহার ছুখানি!—আকর্ণ নয়ন—তাহে
আকৃষ্ট ভ্রূ-চাপে, হানিতে যুবক হৃদে
বিষম কামের জ্বালা! দাড়িম্ব, কদম্ব,
উপমার সার, এ জগতে পয়োধরে;
এ বালার পীন পয়োধর হেরে, রিষে
ফাটে এক, ভয়ে শিহরে আর, অচল-
শিখর লাজে কাঁদে নিরবধি, বহিয়া
যায় নয়নাম্বু—স্রোতস্বতী। কৃশ মাঝা
হেরে করি-অরি বনে গতি। নিতম্বের
তুল না পাই ভাবিয়া, কি বা সুগঠন!
তাহে রম্ভাতরু জিনিয়া সরল উরু-
যুগ। আর তার রূপ-রাশি কি বর্ণিব
একে একে; অহে রসময়! রাজবালা,

নব যৌবনের ভরে করে ঢল ঢল,
গলিত কাঞ্চন যথা অনল উপরে।

চন্দ্র। আহা! কোন্ ভাগ্যবান সে রূপ-রত্নটি লাভ করে্য কৃতার্থ হবেন! যা হোক্ স্বপ্নের কথাটি তবে অলীক নয়? ভাল, তুমি ত তাঁর প্রিয় মালিনী বট, সকল কথাই জান, বিশেষ কি বল দেখি।

মালি। (স্মিত মুখে) ভাল মহাশয়, আপনি ঐ কথাটি শোন্বার জন্যে এত ব্যগ্র হয়েছেন কেন বলুন দেখি? আপনিই কি সেই দেবতা, ছদ্মবেশ ধরে্য রাজনন্দিনীকে ছল্‌তে এসেছেন?

চন্দ্র। সুন্দরি, আমি এক জন সামান্য মানুষ, আমাকে দেবতা বলাতে তাঁদের নিকট অপরাধী হতে হয়; আর আমিই বা এমন কি ভাগ্য করেছি যে, তোমাদের রাজকন্যার বর হবার যোগ্য হব? পারিজাত পুষ্পে পুরন্দরেরই অধিকার, কৌস্তুভমণি ভগবান্ বাসুদেবের কণ্ঠেই শোভমান হয়। তবে কি না অপূর্ব্ব স্বপ্নের কথাটি শুনে সবিশেষ জান্‌তে মানস হচ্চে এই মাত্র।

মালি। মহাশয়, সে সকল কথা এখানে বল্‌বার নয়, যদি অনুগ্রহ করে্য দাসীর কুঁড়ে ঘরে পদার্পণ করেন, সমুদয় বৃত্তান্ত পরে শুন্‌তে পাবেন।

চন্দ্র। (স্বগত) এখন কি করি, হেথায় অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য কি না? কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করাও আবশ্যক, তা হলে পুনরায় ভ্রমণে সামর্থ্য বৃদ্ধি হতে পার্‌বে। তবে ইহার আবাসে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

মালি। মহাশয়, চুপ্ করে রইলেন যে? এ দাসী কি আপনার সেবিকার উপযুক্ত পাত্রী হতে পার্ল্যে না?

চন্দ্র। সে কি? তোমার মধুর বাক্য শ্রবণে যথেষ্ট তুষ্ট হয়েছি, যেখানে লয়ে যাবে, সেই স্থানেই গমন কর্ত্যে প্রস্তুত আছি।

মালি। তবে আসুন, বেলাটাও অধিক হয়েছে।

চন্দ্র। হাঁ চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনীনগর—রাজনিকেতন সন্নিধানে উদ্যান।

(মেঘমালা আসীনা।)

মেঘ। (স্বগত) হায় রে! অপহরি পরধন রতন
তস্করে, রাখে গোপনে বহু যত্নে পুঁতি,
কি জানি কে দেখে পাছে। আমি নিজ মন
হারাইনু সেই পুরুষ রতনে হেরে—
গেল দুঃখিনীর সবে মাত্র ছিল যেই
ধন—নাপারি ফুকরিতে, কাঁদি গুমরে,
সাপিনী তাপিনী তাপে যথা হারাইয়া
মণি-আভরণ, গরজে বিবরে পশি।
হায়রে! বিধির কি বিধি, হেন অবিধি
কেন নিয়মিল? লোক লাজ ভয় ছার
বাদী হয় মনোদুঃখ প্রকাশিতে! দহি

বিরহে, অঙ্গ জর জর, পরাণ কাঁদে,
নারি নিবারিতে জ্বালা ঢালি অশ্রু-নীর!
কপট হাসি প্রকাশি যতনে হইছে
ঢাকিতে মনাগুন?—কুলবালা, পারে কি
সহিতে এত জ্বালা?———

(কিঞ্চিৎ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

হে প্রাণেশ্বর! নাথ! মনোচোর! এই কি
হইল ধর্ম্ম তব, অবলারে দহিতে
বিচ্ছেদ দহনে? কেন না হরিলে প্রাণ,
মনঃ হরিলে যবে কৌশলে মায়া বলে?
ধিক্ ধিক্ বিধি, নাহি দয়া লেশ তোর!
মজিয়ে পুরুষ প্রেমে শঠ, নিরবধি
ভাসিবে আশা সাগরে, বিচ্ছেদ অনিলে
ডুবাবে দুঃখ তরঙ্গে; নিরমিলি সুখ-
তরুণী রমণী কি সহিতে (মরি মরি)
এ হেন বেদন সে সরল প্রাণে?—হায়!
কেন না নিকষে এ পাপ পরাণি মোর!

আহা! পিতা আমার স্বয়ম্বরের সমস্ত আয়োজন কর্চ্চেন, কিন্তু আমি যে মহাত্মাকে মনঃপ্রাণ সমুদয় অর্পণ করেছি, তিনি কি আমার প্রতি অনুকূল হয়ে স্বয়ম্বর সভা উজ্জ্বল কর্‌বেন? আমি কি আগন্তুক নৃপতি-মণ্ডলী মধ্যে সেই মনোহর পুরুষ-রত্নকে দর্শন করে্য তাঁরই কণ্ঠে বর-মাল্য প্রদান কর্‌বো? আহা! জীবিতেশ্বরকে আমার মনের কথাটি অবগত করাবার কি কোন উপায় নাই?——
(মৌনাবলম্বন।)

(তরলিকার প্রবেশ।)

তর। প্রিয়সখি, ভেবে ভেবে পাগল হবে না কি ? এক-বার আপনার দিকে চেয়ে দেখ দেখি, কি ছিলে আর কি হয়েছ ; এমন সোণার অঙ্গ এককালে কালী হয়ে গেছে, মুখে সে মধুর হাসিটুকু নাই, উষার তারার মতন নয়ন দুটি জ্যোতির্হীন, দিবানিশি ভাব্‌লে আর কাঁদ্‌লে কি তাঁকে পাবে ? ধৈর্য্যধর, নিতান্ত ব্যাকুল হলে বিষম অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা। কিঞ্চিৎ স্থির হও, মনকে প্রবোধ দাও।

মেঘ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হাঁ সখি, বটে, তুমিও এখন আমার মৃতদেহে বচন-বাণ আঘাৎ না কর্‌বে ত আর কে কর্‌বে ! হায় ! আমার মত হতভাগিনী কি আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে না কর্‌বে ? আমার কি দুরদৃষ্ট !

তর। প্রিয়সখি, তুমি রাগ কর্ল্যে ? আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

মেঘ। (অভিমান সহকারে) না সখি, তোমার দোষ নাই, আমার কপাল। হা পামর দেহ ! তুই এখনো এই ঘৃণাকর প্রাণের আধার হয়ে আছিস্ !

তর। (মেঘমালার হস্ত ধরিয়া) প্রিয়সখি, আমাকে ক্ষমা কর, তোমার পায়ে ধরি। (পাদস্পর্শ করিতে উদ্যত।)

মেঘ। (নিবারণ করিয়া) ছি ছি সখি, কর কি, আমি কি তোমার উপর রাগ কর্ত্যে পারি ? (সখীর কণ্ঠ ধরিয়া) সখি, আমাতে আর আমি নাই, আমার কথায় কিছু মনে করো না। আমার কি হবে, আমি আর বাঁচিনা সখি।

ঝুমখাম্বাজ— একতালা।

সে মনো-মোহনে, না হেরে নয়নে;
বাঁচিনে বাঁচিনে.॥
পশিল তাহার রূপ, শর সম প্রাণে,
দহিল অন্তর সখি, বিষম দহনে॥
ঝর ঝর বারি, ঝরিছে নয়নে,
মরি নিবারিতে নারি, প্রবোধ বচনে॥
তাহার লাগি, প্রবেশিব বনে,
নতুবা ত্যজিব সখি, জীবন জীবনে॥

তর। প্রিয়সখি, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, তার অপেক্ষা সদুপায় আর নাই। দুঃখ চিরস্থায়ী নয়, আর অধিক দুঃখ সুখাগমের দূত স্বরূপ। তমশাবৃত নিশার প্রভাতে ভানুর উদয় হয়; সূর্য্য কিরণ অত্যন্ত উত্তপ্ত হলে লোকে বৃষ্টির আগমন প্রতীক্ষা করে; নভোমণ্ডল অধিকক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন থাক্‌লে শেষে নির্ম্মল হয়।

মেঘ। সখি, বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম-প্রণালীর কোন কালে ব্যত্যয় হয় না, কিন্তু মনুষ্যের দশা অন্য। আর দেখ ভগবান্ আদিত্যের উদয়ে জগম্মণ্ডল আলোকময় হয়, কিন্তু পর্ব্বত-গুহা চির তমশাবৃতই থাকে; সুমেরু শিখর নিয়ত তুষারাচ্ছন্ন, সুতরাং নির্ম্মল ভাস্কর-কর কখন দর্শন পান না। তদ্রূপ অদৃষ্টের দোষে অনেকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখই ভোগ করে।

তর। কিন্তু প্রিয়সখি, মনুষ্যের অবস্থাও সেই পরম কারণ পরমেশ্বরের নিয়মের বহির্ভূত নয়। দেখ, ভগবান্

ভার্গব দুহিতা দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা কর্ত্তৃক কূপে নিক্ষিপ্তা হয়ে জীবনাশা পরিত্যাগ করেছিলেন, তৎপরেই রাজচক্রবর্ত্তী যযাতির পট্টমহিষী হন্।

মেঘ। সখি, সকলের অদৃষ্ট সমান নয়। বিধাতা যার ভাগ্যে কেবল দুঃখই নির্দ্দেশ করেছেন, সে চিরদিন যাতনা ভোগ করে। বৈদেহী স্বয়ং কমলা, কিন্তু পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়ে যাবজ্জীবন ক্লেশের অনুসরণে কালপেক্ষ করেন।

তর। প্রিয়সখি, দেখ, পৃথিবীর কোন রাজাকে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে মহারাজ বাকি রাখেন নাই, তোমার মনোচোর যদি রাজকুলোদ্ভূত হন,অবশ্য তাঁর দর্শন পাবে, আর তিনি যদি দেব কি গন্ধর্ব্ব হন, তা হলে তোমার চিন্তায় কি ফলোদয় হবে?

মেঘ। কিন্তু সখি, যদি স্বয়ম্বরসভায় জীবিতেশ্বরের দর্শন না পাই, তবে আমার কি হবে? আমি ত অন্য কাহারো গলায় বর-মাল্য প্রদান কর্ত্তে পার্‌ব না। (রোদন।)

তর। (মেঘমালার হস্ত ধরিয়া) প্রিয়সখি, চুপ্ কর, স্থির হও, আমার সম্পূর্ণ মনে হচ্চে তাঁকে পাবে।

মেঘ। সখি, আমি নিতান্ত হতভাগিনী, এই দেখ, এক যুদ্ধ উপস্থিত, এতে যে কত লোকের প্রাণ নষ্ট হবে, তা কে সংখ্যা কর্ত্তে পারে, এ সকল অনিষ্টের মূল আমিই ত সখি।

তর। প্রিয়সখি, এমন কথা মনে করো না, যুদ্ধ সংগ্রাম রাজাদের এক প্রকার নিত্যকর্ম্ম বল্‌লে হয়।

মেঘ। অযোধ্যাপতির এ সময়ে প্রবৃত্ত হওয়া কেবল আমার নিমিত্তেই, নতুবা তিনি ত পূর্ব্বাবধি পিতার শরণাপন্ন ছিলেন—বিধাতার লীলা, কিছুই বোঝা যায় না, তিনি

কখন্ কার অন্তরে যে কোন্ ভাবের উদয় করান, কেউ বল্‌তে পারে না।

(দূরে মালিনীর প্রবেশ।)

মালি। (স্বগত) রাজনন্দিনী ত আমার কাছে কোন কথা ভাঙ্গেন নাই, তা আমিই বা একেবারে বলি কেমন করে্য? কথা দিয়ে কথা বার্ কর্ত্তে হবে—তা আমার ত সে গুণে ঘাটি নেই, যে তন্ত্র মন্ত্র আমার কণ্ঠায় বিরাজ কচ্চেন, একটা ছাড়্‌লে কি রক্ষা আছে? (মেঘমালার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) সখীর সঙ্গে বিরলে কথা কচ্চেন, এ যে সেই কথা তার ত আর সন্দেহ নাই। যা হোক্ এই ত উত্তম সুযোগ। (অন্যদিকে দৃষ্টি করিয়া) কৈ তিনিই বা কৈ? ঐ না, তবে আর বিলম্ব কেন? (নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রকাশে) ও মা! রাজনন্দিনী এখানে বসে আছেন, আমি সমস্ত বাগান খানি পাতি পাতি করে্য খুজে এলেম কোথাও আর দর্শন পেলেম না, ভাগ্যিস্ এই দিক্‌টেতে এসে ছিলেম!

মেঘ। কেন, আমার কাছে তোর এমন কি বিশেষ প্রয়োজন, যে আমায় খুজে বেড়াচ্চিস্?

মালি। আজ্ঞে তা নয়, বলি এই আপনার সঙ্গে ভাল করে দুটো কথা কবার ত সাবকাশ পাই না, তা বলি দেখি যদি এই সময় একবার দর্শন পাই—(সরোবরের দিকে দৃষ্টি।)

তর। কেন, তোর কি এতই ঝঞ্ঝাট, না রাত্রিজেগে সমস্ত দিন নিদ্রা যাস্?

মালি। আঃ কপাল! আমার কি আর রাত জাগ্‌বার বয়েস্ আছে? সে বটে আপনাদের। যা হোক্ এখন

স্বয়ম্বরের ত আর দিন নাই, কিন্তু রাজনন্দিনী যেন সে সময় সেই চাঁদের হাট দেখে—ঐ যে কথায় বলে " বাঁস বনে ডোম কি" তাই হয়ে পড়েন না। (পুনরায় সরোবরের দিকে দৃষ্টি।)

মেঘ। তুই আর জ্বালাতন করিস্ না, এই বুঝি তোর ভাল কথা ? তোর বাক্যবাণ সহ্য হয় না।

মালি। তা ত হবেই না, কিন্তু—এক সময় আবার এই দাসীর কথা অমৃতবর্ষণ জ্ঞান হবে।

মেঘ। বচন বিষে আমার অন্তর জর জর করবার জন্যই কি তুই এ সময় এখানে এলি ?--যা, আমি আর তোর সঙ্গে কথা কবো না।

মালি। রাজনন্দিনি, যে চন্দনে দেবতারা তুষ্ট, তাকে চণ্ডালে আহরণ করে্য আনে, এই যে বহুমূল্য মুক্তা গুলি, এরা সাগরে জন্মেছিল বটে, কিন্তু সামান্য ধীবরের পরিশ্রমের দ্বারাই আপনারা দেখ্তে পেয়েছেন—সময় বিশেষে ইঁদুরেও সিংহের উপকার করে্য থাকে। যা হোক্ একবার ঐ সরোবরের দিকে চেয়ে দেখুন দেখি।

মেঘ। কেন, কি হয়েছে ? (দৃষ্টি করিয়া) ঐ ত মলয়মারুতের ভয়ে কমলিনী যেন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে, জলমধ্যে সূর্য্যদেবের প্রতিবিম্ব দেখে তাঁর নিকট গমন কর্ত্যে চাচ্চেন, আর সরোবরের সলিল পদ্মিনীর সেই ভ্রম দেখে যেন হাস্য কর্চ্চে।

মালি। মলয়মারুত যেমন পদ্মিনীর কাছে আস্চেন, তেম্নি তাঁর পেছু পেছু রতিপতি রতিদেবীর অন্বেষণ কর্ত্যে আস্চেন কি না বলুন দেখি।

মেঘ। দেবতাকে কি কেউ চর্ম্মচক্ষে দেখ্তে পায় ?

মালি। ভাল, একবার দেখুন না কেন? তাতেই বা হানি কি?

মেঘ। (পুনরায় দৃষ্টি করিয়া) সখি! আমি কি পুনরায় মায়াজালে আবদ্ধ হলেম? আমি যা দেখ্‌চি এ কি সত্য না স্বপ্ন? উনিই ত সেই মহাত্মা! মালিনি, সত্য বল্‌ উনি কোন্ মহাজন?——(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

তর। একি হলো! প্রিয়সখী যে অচেতন হয়ে পড়্‌-লেন! (মালিনীর প্রতি) মালিনি, তুই একটু এগিয়ে গিয়ে দেখ্, কেউ এসে পড়্যে রাজনন্দিনীকে এ অবস্থায় দেখ্‌লে মনে কর্‌বে কি?—(মেঘমালার প্রতি) প্রিয়সখি, প্রিয়সখি ——

মালি। তাই ত মা এ আবার কি হলো! এমন যে হবে তা ত জানিনে——তবে একটু এগিয়ে গে দাঁড়াই।

[প্রস্থান।

(চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।)

চন্দ্র। (তরলিকার প্রতি) সুন্দরি, ইনিই কি তোমাদের রাজকুল-লক্ষ্মী রাজনন্দিনী?

তর। (সচকিতে, স্বগত) এ আবার কি! ইনি কে? কোথ্যেকেই বা এলেন? কি চমৎকার রূপ! ইনি ত সামান্য ব্যক্তি নন্, বোধ হয় কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ; এঁকে দেখেই কি প্রিয়সখী অচেতন হলেন? মর্ম্ম ত কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্চি না। (প্রকাশে) আপনি কে মহাশয়? এখানেই বা কি নিমিত্তে আগমন করেছেন?

চন্দ্র। সুন্দরি, ভয় নাই, আমি ঐ স্ত্রীলোকটিকে হঠাৎ

অচেতন হতে দেখে, যদি ওঁর কোন উপকার কর্ত্তে পারি এই মনে করেই এলেম।

তর। মহাশয়, যদি এঁকে শীঘ্র সচেতন করাতে পারেন, তা হলে যথেষ্ট উপকার করেন।

চন্দ্র। চিন্তা নাই, শীঘ্রই ওঁর মূর্চ্ছাভঙ্গ হবে। ঐ দেখ, সন্ধ্যার তারার ন্যায় ওঁর নয়ন-তারার জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হচ্চে।

মেঘ। (সচেতন হইয়া) সখি, আমি কোন্ দেবতার নিকট কি গুরুতর অপরাধ করেছি, যে তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বনা করে্য ক্লেশ দিচ্চেন? স্বপ্নদেবি! তুমি কি নিতান্তই আমাকে যাতনা দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছ? (চন্দ্রকেতুকে দেখিয়া সচকিতে) একি! (হেঁটমুখে স্বগত) এ কি মায়াবীর মায়া না স্বপ্ন? আমি ত কিছুই স্থির কর্ত্তে পার্চ্চিনে। (প্রকাশে) সখি, তুমিও কি জ্ঞানশূন্য হয়েছ যে এখানে অপরিচিত পুরুষের নিকট আমাকে আন্‌লে?—চল আমরা এখান থেকে যাই।

চন্দ্র। (স্বগত) কি চমৎকার! ইনিও কি আমার মত স্বপ্ন দেখে ব্যাকুলা হয়েছেন? এমন আশ্চর্য্য সংঘটনা ত কখন হয় না! ইনিই ত আমার মনোহারিণী, এই চন্দ্রাননই ত আমি স্বপ্নে দর্শন করেছিলেম—সেই বিশালনয়ন, সেই বিম্বোষ্ঠ, সেই ভুজ-মৃণাল, সেই তপ্তকাঞ্চন-কান্তি।—নয়ন! তুমি কি এতদিনে আমার হৃদয়-নিধির বদন-সুধাকরের সুধাপান করে্য চরিতার্থ হলে! অথবা পুনরায় স্বপ্নদেবীর মায়া প্রভাবে বিড়ম্বিত হচ্চো?—যা হোক্, এ সুলোচনা যে মহারাজ জয়সেনের দুহিতা তার আর সন্দেহ নাই, এখন ইনি কি আমার মনোরথ

পূর্ণ কর্‌বেন। আমার ভাগ্যে কি এই অমূল্যরত্ন লাভ হবে ? (প্রকাশে) ভদ্রে, যে অবধি স্বপ্নে দর্শন দিয়ে আমার মনঃপ্রাণ সমুদয় অপহরণ করেছ, সেই অবধি যাতনা-সাগরে নিপতিত হয়ে, কত ক্লেশে কত বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে যদি বা তোমার চন্দ্রাননের দর্শন পেলেম, ক্ষণ মধ্যেই আমকে নয়নের অন্তর করে্য রেখে যাওয়া কি তোমার কর্ত্তব্য ?—

মেঘ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্চ্চি না, ইনিও কি আমাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন ? (সখীর প্রতি লজ্জা সহকারে) সখি, এই মহাত্মাকে বল, যে যদি ওঁকে যথাযোগ্য আহ্বান কর্ত্যে আমাদের ত্রুটি হয়ে থাকে, আমাদের অবস্থা বিবেচনা করে্য সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন, এবং এই বেদিকায় আসন পরিগ্রহ করে্য শ্রান্তি দূর করুন।

তর। (স্বগত) তবে ইনিই প্রিয়সখীর মনোচোর! তা এমন রূপে যদি না মনোহরণ কর্‌বে তবে আর কিসে কর্‌বে ? যা হোক্ বিধাতা ঘটকালিটি করেছেন ভাল, এখন উভয়ের মিলন করেন তা হলেই সম্পূর্ণ হয়। (প্রকাশে চন্দ্রকেতুর প্রতি) মহাশয় আমরা অবলা, হঠাৎ আপনাকে দর্শন করে্য প্রিয়সখী যে ভয় পেয়েছেন এ কিছু আশ্চর্য্য নয়। যা হোক্ আপনার পদার্পণে যদি এ স্থানটি পবিত্র হয়েছে, অনুগ্রহ করে্য উপবেশন কর্ল্যে আমরাও কৃতার্থ হই।

মেঘ। (সখী উপলক্ষ করিয়া) সখি, এখন ওঁর চরণে আমার এই নিবেদন, যেমন স্বপ্নে আমার মনোহরণ করেছেন, তার বিনিময়ে ওঁর মনটি আমাকে প্রদান করুন।

চন্দ্র। (উপবেশন করিয়া সখীর প্রতি) শুভে, তোমার প্রিয়সখীর অবিচারের কথা শুনে আমি অবাক্ হলেম।" যার

জন্য চুরি করি সেই বলে চোর”। নানা দেশ ভ্রমণ করে্য যদি বা নিজ মনোহারিণীর দর্শন পেলেম, এখন কি না উনি আমাকে উল্‌টে চোর বলে অপবাদ দিচ্চেন?—বিধির বিড-ম্বনা!

মেঘ। সখি,

অবলা সরলা জাতি, কভু নহে শঠ।
পুরুষ কঠিন অতি, অন্তর কপট॥
পাতয়ে মোহন ফাঁদ, রমণী ধরিতে।
নিষ্ঠুর কিরাত যথা, কুরঙ্গী বধিতে॥
জালে পড়্যে মৃগী যবে, করয়ে রোদন।
বধির হইয়া ব্যাধ, নাশয়ে জীবন॥

চন্দ্র। প্রিয়ে, এ অন্যায় কথা—দেখ,

রমণীর রূপ ফাঁদে, পড়ে যেই জন।
চিন্তানলে অবিরত, দহে তার মন॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু, ত্যজে তার তরে।
রাজ্য পাট পরিত্যাগ, অনায়াসে করে॥
কিন্তু দেখ রমণীর, চপল চরিত।
সামান্য সরম নাহি, ত্যজে কদাচিত॥

তর। মহাশয়, তবে প্রিয়সখীর হয়ে একটা কথা বল্‌তে হলো।

সরম সৌরভ সুধা, রমণী প্রসূনে।
সে বিনা আদর তার, আছে কোন্ গুণে॥
গন্ধহীন কিংশুকের, কে করে আদর।
লজ্জাহীনা রমণীর, নাহি সমাদর॥

মেঘ। সখি, আরো বোলো,

রমণী সরলা বালা, চির পরাধিনী।
গৃহ পিঞ্জরেতে বদ্ধা, যথা বিহঙ্গিণী॥
মনাগুনে সদা তার, দহিলে অন্তর।
কি করে হইতে নারে, গৃহের অন্তর॥

(মালিনীর বেগে প্রবেশ।)

মালি। (শশব্যস্তে) রাজনন্দিনি, রাজনন্দিনি!——

তর। (সচকিতে) কেন, কেন, কি হয়েছে?

মালি। হয় ত রাজমহিষী এই দিকে আস্‌চেন। অনসুয়া আর লবঙ্গিকার কথার সাড়া পেয়ে আমি অম্‌নি দৌড়ে এসেছি, বলি কি জানি যদি এই দিকেই এসে পড়ে——ও মাগীরে একবার জান্‌তে পাল্যে কি আর রক্ষা থাক্‌বে—(চন্দ্রকেতুর প্রতি) মহাশয়, আপনার আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়।

মেঘ। সখি, তবে চল আমরা এখান থেকে যাই।

চন্দ্র। প্রিয়ে, একান্তই কি অধীনকে পরিত্যাগ কর্য্যে যাবে? (হস্ত ধরিয়া) প্রেয়সি,আমি কি পুনর্ব্বার ও চন্দ্রাননের দর্শন পাব? এমন ভাগ্য কি আবার আমার হবে?

মেঘ। (গাত্রোত্থান করিয়া) জীবিতেশ্বর, আমি নিতান্ত হতভাগিনী, নিয়ত বিরলে বস্যে ও মুখ-কমল দর্শন কর্য্যে চরিতার্থ হবো, বিধাতা কি আমার এমন দিন কর্‌বেন?—যাহোক্ নাথ, এ দাসীকে আর ভুলে থেক না। সখি, চল।

তর। হাঁ প্রিয়সখি, চল।

[চন্দ্রকেতুর প্রতি পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে২ তরলিকার প্রস্থান।

মালি। মহাশয়,আপনি তবে ঐ পুকুর ধার্‌দে আস্তে২ যান, আমি আর একবার রাজনন্দিনীর সঙ্গে দেখাটা করে যাচ্চি।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। (স্বগত) বিধি কি এত দিনে আমার প্রতি সদয় হলেন! আমি কি সত্যই এই অনুপম স্ত্রীরত্নটি লাভ কর্‌য়ে অসীম সুখসম্ভোগ কর্‌বো!—যা হোক্, এখন আমার মনোভি-লাষ পূর্ণ কর্‌বার উপায় কি করি? একাকী এবেশে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হলে কে আমাকে রাজপুত্র বলে বিশ্বাস কর্‌বে?—হায়! কেনই বা আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘট্‌লো? আমি কেনই বা এ অবস্থায় গৃহ ত্যাগ কর্‌য়ে এলেম?—(চিন্তা) দেখি বিধির মনে কি আছে—আর এখানে বিলম্বের ফল কি? যাই।

[প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিবিড় বন।

(ছদ্মবেশে যুবরাজ চন্দ্রকেতু ও মেঘমালার প্রবেশ।)

মেঘ। নাথ! আমি ত আর চল্‌তে পারি না। একে সূর্য্যের উত্তাপে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি, আবার তৃষ্ণায় আমার গলা শুকিয়ে উঠেছে; নাথ! একটু জল এনে আমার প্রাণ রক্ষা কর। (উপবেশন করিয়া) আঃ!—

চন্দ্র। প্রিয়ে, ভগবতী জানকী যেমন দাশরথির সঙ্গে বনে গমন করে্য নানা ক্লেশ সহ্য করেছিলেন, সেই রূপ তুমিও আমার সঙ্গে পথভ্রমণে কত দুঃখই ভোগ কর্চ্চো! আমি তোমার নিকট কতই অপরাধী হয়েছি!—প্রিয়ে, এই স্থানে একটু বিশ্রাম কর, আমি জল অন্বেষণ করে আনি।

[প্রস্থান।

মেঘ।, (স্বগত) কি গভীর বন! কি ভয়ঙ্কর স্থান! মনুষ্যের সমাগম নাই, এই বিশাল বৃক্ষসকল যেন গগন-স্পর্শ কর্চ্চে, পবনদেব যেন তাদের মধ্যে হুহুঙ্কার শব্দে গমন কর্চ্চেন,—আহা! আমি কেনই বা ছার জীবন রক্ষার জন্য হৃদয়বল্লভকে এই গহনমধ্যে জল অন্বেষণে পাঠালেম? জীবি-তেশ্বর! এ হতভাগীর জন্য তোমাকে কতই দুঃখ ভোগ কর্ত্তে্য হচ্চে! একবার আমার অন্বেষণে নানা দেশ ভ্রমণ করে্য

কত বিপদে পতিত হয়েছিলে, আবার আমার নিমিত্তে এই সকল কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে্য হলো! প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে, নিবিড়বনে, পর্ব্বতে ভ্রমণ করে্য তোমার কতই ক্লেশ হচ্চে! সকলি এই পাপীয়সীর জন্য। হায় হায়! (মৌনাবলম্বন।)

(নিকুম্ভ দৈত্যের প্রবেশ।)

নিকু। (স্বগত) হাঃ হাঃ হাঃ!—রে নির্ব্বোধ দুর্ম্মতি! সামান্য মানব হয়ে আমার সঙ্গে বিরোধ!—আমি দৈত্যরাজ, আমার ভয়ে, শমন যিনি তিনিও কম্পিত-কলেবর, তুই একটা মনুষ্য হয়ে আমার সম্মুখে অসি উত্তোলন করিস্? কি বল্‌বো তুই ক্ষুদ্রপ্রাণী তোর সঙ্গে যুদ্ধ করা সাজে না, তাই এখন বেঁচে আছিস্। তা তোকে এককালে প্রাণে মারা অপেক্ষা চিরদিন মনোদুঃখে নিপতিত করাই কর্ত্তব্য—(তার উপায়ও সম্মুখে বর্ত্তমান দেখ্‌ছি)। তুই রতির আশীর্ব্বাদে রমণীরত্ন-লাভ করেছিস্, এখন তোর সে রত্ন কে রক্ষা করে? তোর রতিদেবী এখন কোথায় রইল?—কিন্তু কন্যাটী কি সুন্দরী! এর রূপ দেখে আমারও মনে স্নেহের উদয় হয়,—এখন কি করি?——(চিন্তা করিয়া) মন! তুমি কি আমার অবশ হলে? হৃদয়! তুমি কি একটা মানবীর রূপ দেখে গলে গেলে? ক্রোধ! তুমি কি সেই ভয়ে তোমার আসন পরিত্যাগ করে্য পলায়ন কর্ল্যে?—না না, তুমি গমন কর্ল্যে আমি আর কার সাহায্যে কৃতকার্য্য হব? (মেঘমালার নিকটবর্ত্তী হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক) রে পাপীয়সি! তুই কোন্ সাহসে এই দৈত্যরাজের স্থান অপবিত্র কর্ত্তে্য এসেছিস্?—

মেঘ। (সচকিতে দৃষ্টি করিয়া) হা নাথ! কোথায় রৈলে? রক্ষা কর ——(অচেতন হইয়া পতন।)

নিকু। (স্বগত) তবে আর বিলম্ব কেন। হাঃ হাঃ হাঃ!—রাজনন্দন! এই বার তোমার মণিহারা ফণীর দশা ঘট্‌লো!——

[মেঘমালাকে লইয়া প্রস্থান।

(পদ্মপত্রে জল লইয়া চন্দ্রকেতুর পুনঃ প্রবেশ, এবং ইতস্ততঃ অন্বেষণ।)

চন্দ্র। (স্বগত) সে কি! প্রিয়ে কোথায় গমন কর্ল্যেন? কোন দিকেই ত দেখ্‌তে পাইনা—তবে আমার বিলম্ব দেখে আপনিই বা সরোবরে জল পান কর্ত্যে গেছেন? না, তা হলে ত আমি দেখ্‌তে পেতেম। কি আশ্চর্য্য! তবে কোথায় গেলেন?—হায়! প্রিয়ে আমাকে পরিত্যাগ কর্য্যে কোথায় গমন কর্ল্যে?—হিংস্র জন্তুতে ত তাঁর প্রাণ বিনষ্ট করে নাই?—না, তারও ত কোন চিহ্ন দেখ্‌তে পাই না। (ভূতলে দৃষ্টি) এ কি! মনুষ্যের পদচিহ্ন যে! তবে কি মহারাজ জয়সেন আমাদের পশ্চাতে সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে ছিলেন, তারাই রাজনন্দিনীকে দেখ্‌তে পেয়ে তাঁকে লয়ে স্বদেশ প্রত্যাগমন কর্ল্যে? না দস্যুরা অপহরণ করে লয়ে গেল? কিছুই ত স্থির কর্ত্যে পাচ্চি না। (বৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন।)

আকাশে। রে নরাধম! তুই যেমন অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে আমায় অবজ্ঞা করেছিস্, তার প্রতিফল এখন বিলক্ষণ ভোগ

কর্। এখন তোর রতিদেবী কোথায়? তোরে কে রক্ষা করে দেখি।

চন্দ্র। (সচকিতে) কি সর্ব্বনাশ! তবে সেই দৈত্যের মায়ায় পড়েই আমার এই দুর্দ্দশা ঘট্‌লো। সেই দানবই প্রেয়সীকে অপহরণ করে্য লয়ে গেছে! হায়! প্রিয়ে, আর কি এ জন্মে তোমার দর্শন পাব না!—প্রাণ, তুমি এ পাপ দেহ পরিত্যাগ কর, নতুবা এ দুঃখ দূর হবার উপায়ান্তর নাই। (রোদন।)

(ধনুর্ব্বাণ হস্তে দুইজন ব্যাধের বেগে প্রবেশ।)

প্রথম ব্যাধ। ঐ পালাল, পালাল, মার্ মার্, ঐ যা! আহা হা!——

দ্বিতীয়। আহা হা!—আজ কি হলো বল্‌দিকিন্? যদি বা একটা হরিণ দেখ্‌তে পাওয়া গেল, তা আবার কি না সেটাও পালিয়ে গেল। আজ সুদু হাতে ঘরে ফিরে যেতে হবে না কি? কি হবে বল্ দিকিন্? এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে কিছুই হলো না!

প্রথ। কে জানে ভাই আজ কি হয়েচে। এই বনে নিত্যি নিত্যি কত জানয়ার এসে, আজ সব কোথা পালাল? (উপরে দৃষ্টি করিয়া) ঐ রে, গাচের ওপর একটা মাচরাঙ্গা পাখী বসে রয়েচে, একবার সাতনলাটা দে ত শালাকে ধরি। (সাতনলা লইয়া পক্ষীর প্রতি লক্ষ্য করণ) ঐ যাঃ!—উড়ে গেল—হেদ্দেক ভাই, আজ ঘরে থেকে বেরোবার বেলা মোদের বউ পেচু ডেকে ছ্যাল, তাতেই কিছু হচ্চে না রে। ঘরে যাই ত আগে, তার বাপের বে দেখ্‌য়ে দেব এখন।

দ্বিতী। (চন্দ্রকেতুকে দেখিয়া) ঐ দেখ্ ভাই একটা হরিণ শুয়ে রয়েচে, এবার তুই থাক্, আমি ওরে মারি। তুই কোন কম্মের নয়, পাকুটে উড়িয়ে দিলি, আমি হলে অম্‌নি কপ্ করে ধরে ফ্যাল্‌তুম। (ধনুর্ব্বাণ লইয়া চন্দ্রকেতুকে লক্ষ্য করণ।)

প্রথ। (শশব্যস্তে) না রে! না রে! ওটা হরিণ নয় রে! ঐ দেখ্ যেন মানুষের মতন। (নিবারণ করণ।)

দ্বিতী। (নিরীক্ষণ করিয়া) তাই ত রে, ভাগ্‌গিস্ তীরটি ছাড়িনি! তা হলেই ওর দফা রফা হয়েছ্যাল আর কি।

প্রথ। দেখ্ ভাই, ও যেন একটা রাজা রাজ্‌ড়ার মতন, কেমন ধোবো কাপড়, মাথায় একটা পাগ। চ, ওর কাছে গে জিগ্যেস্ করি, হয় ত পথভুলে এখানে এসে পড়েচেন, তা নৈলে এ বনের ভেতর কি কর্ত্তে আস্‌বেন।

দ্বিতী। না রে, হয় ত হরিণ মার্ত্তো এসেচে। ঐ বেটারাই ত হরিণ গুনো মেরে মেরে নিকেষ কর্ল্যে, তাইতে আমরা খেতে পাইনে। বেটাদের এত হাতি ঘোঁড়া খেয়েও কি পেট্ ভরে না যে, আবার এট্টু এট্টু হরিণ গুনোকে মার্ত্যে এসে?

প্রথ। ভাগ্‌গিস্ তুই ওরে মারিস্ নি, তা হলেই হয়েছ্যাল আর কি। আজ মোদের বড় এট্টা ফাঁড়া গেল রে!

দ্বিতী। এখন চল্ দিকিন্ ওঁর কাছে যাই, হয় ত মোদের কিছু বক্‌সিস দেবেন এখন।

প্রথ। আর তবেই সেই যমদূত বেটারা এসে মুণ্ডুটো কেটে ফেলুগ্। তা ভাই, তুই আগু আগু যা, মুই তোর পেচু পেচু যাই।

দ্বিতী। তাই আয়। (গমন।)

প্রথ। (চন্দ্রকেতুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) আপ্‌নি কে গো মশায়?

চন্দ্র। (সচকিতে) তোরা কে?

দ্বিতী। এজ্ঞে মোরা পাক্‌মারা, বনে হরিণ মার্ত্তে এসেচি।

চন্দ্র। একটী স্ত্রীলোক কোন্ দিকে গেল বল্‌তে পারিস?

দ্বিতী। সে কি মশায়। এ বনের ভেতর মেয়েমানুষ কোত্থেকে আস্‌বে? তবে সেটা পেত্নী কি শাঁখচিন্নী হবে।

চন্দ্র। তা নয় রে, আমরা স্ত্রী পুরুষে বিদেশ যাচ্ছিলেম, এই বনে এসে পিপাসায় কাতর হয়ে বস্‌লেম, তার পর আমি ঐ সরোবর থেকে জল আন্‌তে গিয়ে ফিরে এসে আর তাকে দেখ্‌তে পাচ্চিনা; তোরা কোন দিকে দেখেছিস্?

দ্বিতী। তাই ভাল মশায়! আমি বলি বুঝি পেত্নী এসেছ্যাল—মশায় গো এ বনে কত ভূত, কত পেত্নী, আর কত যে শাঁখচিন্নী আছে, তা কি বল্‌বো; রাত্তির বেলা তারা চিঁ চিঁ কর্ত্তে থাকে, এখানে এসে কার সাদ্যি, হয় ত ভূতেই মশাদ্দের বয়ের ঘাড় ভেঙ্গে ফেলেচে। বনের জানয়ার খেয়ে খেয়ে বেটাদের অরুচি হয়েচে, ভাল মেয়েমানুষটী দেখে আর কি থাক্‌তে পারে, এককালে ঘাড়টি ভেঙ্গে খেয়েচে। (উপরে দৃষ্টি) হয় ত গাচের ওপর বসে খাচ্চে। (করতালি দেওন) হা, হো, ই ই ই! (দ্বিতীয় ব্যাধের প্রতি) ভেলো, একটা ঢ্যালা মার্‌ত, শালার ভূত আছে কি না দেখি।

প্রথ। দুর, তারা এত বেলা ঘরে নে গে সাত গুষ্টিতে পড়ে মজা করে্য খেতে নেগেচে, তারা কি হ্যাতা বসে আছে।

চন্দ্র। ভাল, এখানে দস্যুর ভয় আছে?

দ্বিতী। কি বল্‌লেন মশায়, বুঝ্‌তে পাল্লুম না।

চন্দ্র। এখানে চোর ডাকাতের ভয় আছে?

দ্বিতী। উঃ! মশায় গো, সে কথা আর বল্‌বো কি! তাদের নাম কর্ল্যে গায় জ্বর এসে, বেটারা ভূতের বাবা, লম্বা যেন তালগাচ। ভেলো, মোকে ধর্‌রে, মোর এম্‌নি ডর লেগেচে, গা ঝিম্ ঝিম্ কচ্চে।

চন্দ্র। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হায়! তবে কি প্রেয়সীকে তস্করে অপহরণ করে্য লয়ে গেল! (রোদন।)

দ্বিতী। মশায়, কাঁদ্‌লে কি আর বউ পাবেন? তারা এত বেলা তাঁকে নে কোন্ দেশ পার হয়ে গেল। ভেলো, তুই ত দেখেচিস্, বেটারা ঘোঁড়ার চেয়ে দৌড়য়!—মশায়, হ্যাতা বসে কাঁদ্‌লে আর কি হবে? বউকে ত ডাকাতে নে গেচে, আবার কি মশায়কে ভূতে মার্‌বে? নয়ত বাগ ভালুকে খাবে? মোদের সাতে আসুন, মোরা থাক্‌তে ঘর দেব এখন। মশার বাড়ী কোন দেশে?

চন্দ্র। সে অধিক দূর। তোরা কখন বিজয়পুরের নাম শুনেছিস্? সেই দেশে আমার বাস।

প্রথ। কে জানে মশায়, আমরা অত বুজ্‌তে সুজ্‌তে পারিনে। য্যাথাই বাড়ী হোক্ মশায়, এ বনের ভেতরে একলা থাক্‌লে বাগ ভালুকে খেয়ে মার্‌বে, তাই বলি মোদের সাতে আসুন।

চন্দ্র। (স্বগত) সে কথাও মিথ্যা নয়। এ ঘোর অরণ্যে কত যে হিংস্র জন্তু আছে তা কে বল্‌তে পারে?—কি করি, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, আত্মরক্ষা না কর্ল্যে মহাপাতকের

ভাগী হতে হয়। যাই, এদের সমভিব্যাহারে যাওয়া ভিন্ন এখন আর উপায় কি? (প্রকাশে) তবে চল্ তোদের সঙ্গেই যাই।

উভয়ে। আসুন মশায়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত প্রদেশ।

(ঋষিকন্যা সমভিব্যাহারে মেঘমালার প্রবেশ।)

ঋ,ক। সখি, পিতার আদেশমাত্র বৈসম্পায়ন আর চিত্রাঙ্গদ নামে দুটী ঋষিকুমার যুবরাজের অন্বেষণে গমন করেছেন, বোধ করি শীঘ্রই তাঁকে সঙ্গে লয়ে ফিরে আস্‌বেন।

মেঘ। সখি! আমার কি আর এমন সুপ্রভাত হবে! আমি কি পুনরায় প্রাণনাথের দর্শন পাব! দেখ সখি, আমি চিরদুঃখিনী, কত যাতনার পর যদি বা চির আরাধিত হৃদয় নিধি প্রাপ্ত হলেম, তা কি না বিধাতা বিড়ম্বনা কর্য়ে আমার সে অমুল্যধন অপহরণ কর্ল্যেন!

ঋ,ক। সখি, সংসারের নিয়মই এই। কখন সুখ কখন সন্তাপ, কখন আনন্দ কখন মনস্তাপ, কখন হর্ষ কখন বিষাদ, মনুষ্যমাত্রেই এই নিয়মের অধীনে চিরদিন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে আস্‌চে। এ সকল অতিক্রম করা কার সাধ্য? (একদিকে দৃষ্টি করিয়া) সখি, ঐ দেখ একটি যুবাপুরুষ এই দিকে আস্‌চেন, হয় ত যুবরাজই তোমার অন্বেষণে এসেছেন।

মেঘ। (সচকিতে) কৈ সখি, কোন্ দিকে?—তবে কি অধিনীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো!—(দৃষ্টি করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে) না সখি, তিনি নন্। সখি, আমার দুঃখ কি এত শীঘ্রই দূর হবে! প্রাণনাথ কি আর্ আমায় দর্শন দিবেন! (রোদন।)

ঋ,ক। সখি, স্থির হও। দেখ ঐ লোকটীকে বিদেশীর মত দেখাচ্চে, চল ওঁকে জিজ্ঞাসা করি, রাজনন্দনের কোন অনুসন্ধান বল্‌তে পারেন কি না।

মেঘ। না সখি, হঠাৎ একজন অপরিচিত পুরুষের নিকট যাওয়া উচিত হয় না। বিশেষতঃ অরণ্যে সেই ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করা অবধি আর কারু সম্মুখবর্ত্তী হতে আমার সাহস হয় না; কি জানি, কে কি মায়া ধারণ কর্য্যে ছল্‌তে এসে, এই আশঙ্কায় সদাই সশঙ্কিত। বরঞ্চ চল পিতা মহর্ষিকে সংবাদ দেওয়া যাক্, তিনি এসে ওঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন এখন।

ঋ,ক। তবে তাই চল সখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(প্রিয়ম্বদের প্রবেশ।)

প্রিয়। (স্বগত) হায়! বিধির নির্ব্বন্ধ কে পারে খণ্ডাতে!
সুরাসুর যক্ষ রক্ষঃ ভোগে নানা কষ্ট
পড়িয়া সে মায়া-জালে! তপন প্রবল,
যার প্রচণ্ড কিরণে সুভাসিত হয়
এ ব্রহ্মাণ্ড, গ্রীষ্ম আদি ঋতু সহকারে,
সে ভানু শ্রীভ্রষ্ট দেখ চণ্ডাল পরশে!
রত্নাকর যে জলধি, সুরাসুরে মথি

যাঁরে লভিলা সুধা মৃত্যুঞ্জয়কারিণী ;
দেব দ্বিজরাজ রজনীপতি, ইন্দিরা
কেশব-বাসনা, (বাসব বৈভব যাঁর
পদ-কোকনদ প্রসাদে) উদ্ভবিলা যে
অম্বু-রাশি ত্যজি ; ঋষি শাপে জ্বলে তাহে,
দহিতে জলচর নিকর, বৈশ্বানর !
সূর্য্যবংশ অবতংস দশরথাত্মজ
রঘুপতি—স্বয়ং বিষ্ণু অবতার—ত্যজি
রাজ্য সুখ গতি বনে !—হরিলা বৈদেহী
তথা দশানন দুরাচার রক্ষোপতি !—
হায় বিধি ! কে বুঝিবে তব হেন বিধি !
পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়, বীর চূড়ামণি,
সমরে জিনিলা সুরপতি, লক্ষ্যভেদি
লভিলা পাঞ্চালী সতী রূপসী, দ্রুপদ-
নন্দিনী, (হৃষীকেশ সখা রক্ষিতে যাঁরে
বিপদে) ধরাশায়ী শোকে, বিহীনে পুত্র
অভিমন্যু রথী ! যথা বাতাহত রম্ভা-
তরু ! হায় ! সে দশা কি ঘটিল রে, রাজা
চিত্রসেনে ! আহা ! হারায়ে জীবন-ধন
যুবরাজ, প্রাণের রতন চন্দ্রকেতু,
কেমনে ধরিবে প্রাণ এবে নরপতি !

হায়২ ! বিধাতাও আমার প্রতি বিমুখ হলেন ! আমি কোথাও প্রিয়বয়স্যের দর্শন পেলেম না ! (কিঞ্চিদ্দূরে আলোক দৃষ্টে সচকিতে) কি চমৎকার ! বনে অগ্নি সংলগ্ন হলো না কি ?—এই কি দাবানল !—

(রতিদেবীর প্রবেশ।)

এ আবার কি? জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি!—তবে কি ইনি দেবনারী?

রতি। বৎস, তুমি কে? এ জনশূন্য পর্ব্বত-প্রদেশে একাকী কি নিমিত্তে এসেছ?

প্রিয়। দেবি, আমি বিজয়পুরাধিপতি রাজা চিত্রসেন নৃপতির আমাত্যপুত্র, যুবরাজ চন্দ্রকেতুর প্রিয় বয়স্য। কিয়দ্দিন হলো রাজনন্দন সহসা পিতামাতার অগোচর কোথায় গমন করেছেন তার কিছুই স্থির হচ্চে না। আমি প্রিয় বয়স্যের বিরহে ব্যাকুল হয়ে, তাঁর অন্বেষণ জন্য নানা দেশ ভ্রমণ করে্য সম্প্রতি এই স্থানে উপস্থিত হয়েছি।

রতি। (স্বগত) আহা! দুষ্ট নিকুম্ভের মায়া প্রভাবে যুবরাজকে কত কষ্টই ভোগ কর্ত্ত্যে হচ্চে! (প্রকাশে) বৎস চিন্তা করোনা, যুবরাজ উজ্জয়িনী নগরাধিপতি মহারাজ জয়সেনের কন্যাকে বিবাহ করে্য লয়ে স্বদেশ প্রত্যাগমন কর্চ্ছিলেন, পথিমধ্যে নিকুম্ভ নামে দৈত্যরাজ রাজনন্দিনীকে অপহরণ করে্য সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতশিখরে রেখে যায়। তথায় কতকগুলি ঋষির আশ্রম, ঋষিকন্যারা নিরাশ্রয়া রাজকন্যাকে দেখে আপনাদের কুটীরে লয়ে যান। রাজকন্যা এখন তাঁদের আশ্রমেই আছেন, আর রাজনন্দন এই পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে যে নিবিড় বন দৃষ্ট হচ্চে, তারই প্রান্তভাগে ব্যাধদের আলয়ে অবস্থিতি কচ্চে́ন।

প্রিয়। দেবি, দৈত্যেশ্বর কি কারণ বশতঃ রাজনন্দনের প্রতি শত্রুতা করেন?

রতি। বৎস, শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতশিখরে আমার বিলাস-কানন। একদা আমি তথায় বিহার কর্চ্ছিলেম, এমন সময়ে দুরাত্মা নিকুম্ভ উপস্থিত হয়ে, আমার সহিত বচসা আরম্ভ করে। বোধ হয় রাজনন্দন্ তৎকালে সমীপবর্ত্তী কাননে মৃগয়ার্থ গমন করে্য থাক্‌বেন, সহসা নিকটে উপস্থিত হয়ে, নিকুম্ভের অত্যাচার দেখে, তাকে আঘাত কর্ত্তে্য উদ্যত হন। সেই অবধি দৈত্যেশ্বর তাঁর অপকারে সঙ্কল্পিত হলো।

প্রিয়। দেবি, এখন বলুন কোথায় গেলে আমি প্রিয় বয়স্যের দেখা পাই?

রতি। বৎস, এই পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে যে ক্ষুদ্র বনটি দেখ্‌তে পাচ্চ, তার নিকটেই জনপদ, সেই স্থানের অনতি দূরে একটি সামান্যা নদী আছে, এবং সেই স্রোতস্বতীর অপর পারেই পূর্ব্বোক্ত গভীর অরণ্যের পূর্ব্বসীমা; তথায় গমন কর্ল্যে, ব্যাধদের আলয়ে রাজনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ হতে পার্‌বে।

প্রিয়। দেবি, আপনার প্রমুখাত প্রিয়বয়স্যের সংবাদ শ্রবণে আমার চিন্তার কথঞ্চিত উপসম হলো, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁর উদ্ধারে কৃতকার্য্য হই।

রতি। তথাস্তু। (অন্তর্ধান।)

প্রিয়। (স্বগত) ইনি ত দেবনারী, এঁর কথা ত অন্যথা হবার নয়। এই বনের পশ্চাৎ মেঘের ন্যায় যে গভীর অটবী দৃষ্ট হচ্চে, তারই প্রান্তভাগে প্রিয়বয়স্য অবস্থিতি কর্চ্চেন, তবে ত সন্নিকটেই বটে—আহা! আমি কি পুনরায় তাঁর মুখচন্দ্রের দর্শন পাব?—যা হোক্ আর বিলম্ব করা নয়, শীঘ্রই গমন করি। একবার মুনিবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে্য রাজ-

নন্দিনীর নিকট আমার পরিচয় দিয়া, তাঁকে আশ্বাস প্রদান করা কর্ত্তব্য —(দূরে অবলোকন করিয়া) এই যে মহর্ষি এই দিকেই আস্‌চেন, অগ্রসর হয়ে অভিবাদন করি।

[প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী নগর—রাজপথ।

(ভট্টাচার্য্য এবং একজন নাগরিকের প্রবেশ।)

নাগ। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, প্রণাম, আজ যে বড় প্রত্যু-সেই স্নান হয়েছে ?

ভট্টা। হাঃ হাঃ হাঃ! বাপু হে! আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, প্রাতঃস্নান, পূজা আহ্নিক, স্বস্ত্যয়ন শান্তি, আমাদের ত কর্ম্মই এই——

নাগ। আজ্ঞা হাঁ তা বটে, তবে এখন যাওয়া হচ্চে কোথায় ?

ভট্টা। রাজবাটীতে——

নাগ। ভাল কথা—মহাশয়, আপনি ত রাজবাটীতে সর্ব্বদাই যেয়ে থাকেন, রাজনন্দিনী যে হঠাৎ নিউদ্দেশ হন, তার বৃত্তান্তটা কি বলুন দেখি ?

ভট্টা। বাপু হে! রাজবাড়ীর কথা যার তার কাছে বলা নয়, তবে কি না তুমি আমার মাতুলের যজ্মান, আর অতি সুবোধ, তা তোমার কাছে বলায় হানি নাই—কিন্তু বাপু দেখো, এ কথা লয়ে যেন যেখানে সেখানে জল্পনা করো না। এই স্বয়ম্বরের পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যার সময় রাজনন্দিনী উদ্যানে একাকী বিহার কর্চ্ছিলেন,—একে রাক্ষসীবেলা, তাতে আবার হলুদ টলুদ মেখে রাজকুমারীর সোণার বর্ণ যেন

রসানে মার্জ্জিত হয়ে চতুর্দ্দিক আলোকময় করেছিল—এমন কালে, বোধ করি কোন দেবতা, গন্ধর্ব্ব কি দৈত্যই বা হবেন, উদ্যানে উপস্থিত হয়ে রাজনন্দিনীকে অপহরণ করো্য লয়ে যান। সখীরা নিকটে আস্তে আস্তে তাঁরা চক্ষের অন্তর হলেন। মহারাজ কুমারীর অন্বেষণে অনেক সৈন্যসামন্ত নানা দিকে প্রেরণ করেন, ফলতঃ তাদের মধ্যে কেউ তাঁর অনুসন্ধান কত্যে পার্ল্যে না, সকলেই নিরাশ হয়ে প্রত্যাগমন কর্ল্যে।

নাগ। তবে কিরূপে তাঁর উদ্দেশ পাওয়া গেল ?

ভট্টা। বিধাতার ইচ্ছায় আর এই শর্ম্মাদের আশীর্ব্বাদে। বাপু হে! যদিও এ কলিকালে আমাদের মুখ হতে অগ্নি নিঃসরণ হয় না, আর মুনি ঋষিদের ন্যায় শাপ দ্বারা আমরা কাকেও ভস্মসাৎ কর্ত্তে পারি না বটে, আশীর্ব্বাদ কোথায় গেছে ?

নাগ। আজ্ঞা তার সন্দেহ কি ?—তার পর তাঁর অনুসন্ধানটা কি প্রকারে পাওয়া গেল ?

ভট্টা। সেই দেবতা রাজনন্দিনীকে হরণ করো্য লয়ে চিত্রকুট পর্ব্বতে রাখেন, তথায় কতকগুলি মুনিঋষির বাস, তাঁরাই রাজকন্যাকে আশ্রমে লয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এক দিবস দুটি ঋষিকুমার রাজসভায় উপস্থিত হয়ে এই সংবাদ দেন। মহারাজ তাঁদের সহিত লোকজন এবং মন্ত্রী মহাশয়কে সেই পর্ব্বত প্রদেশে পাঠান, এবং রাজনন্দিনী তাঁদের সমভিব্যাহারে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

নাগ। রাজকন্যা যে পুনরায় গৃহে আগমন কর্ল্যেন ঐই পরম লাভ, ফলতঃ স্বয়ম্বর কার্য্যটি ভ্রষ্ট হওয়াতে যাবদীয়

রাজারা ক্ষুণ্ণমনা হয়ে স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করেছেন, আর মহারাজের ত আক্ষেপের পরিসীমা রইল না। আহা! কি দুর্বিপাক!

ভট্টা। "যদ্বিধের্মনসিস্থিতম্" বিধাতার মনে যা ছিল তাই হলো, তাঁর লিপি কেউ খণ্ডন কর্ত্তে পারে না— (আত্মগত।)

"মহিম্নঃ পারস্তে—সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েৎ পুন্যবন্তং— বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোল মুদ্বিভ্রতে"——

নাগ। হাঃ হাঃ হাঃ! ওকি মহাশয়! সাপের মন্ত্র আওড়াচ্চেন না কি?—কোথায় "মহিম্নঃপারস্তে" হলো শিবস্ত্রোত্র, তার সঙ্গে জয়দেব! ভাল, ভাল। (উচ্চহাস্য।)

ভট্টা। (সরোষে) এটা কোথাকার বেল্লিক হে! আমায় পরিহাস! আরে এসকল মন্ত্র তন্ত্র এক ত শূদ্রের নিকটে আওড়াতেই নাই, তা তুই আপনাদের ঘরের যজ্মান বল্যে যেন তোর কাছে একবার উচ্চারণ করেই ফেলেছি, তা বল্যে কি শূদ্র হয়ে তোর সে সকল মন্ত্র মুখে আনা কর্ত্তব্য?— পাপিষ্ঠ বেল্লিক! কি বল্‌বো, অন্য হলে আজ তোকে এখনি ভস্ম কর্য়ে ফেলতুম!—নরাধম!—

নাগ। মহাশয়, নিরর্থক রাগ করেন কেন? আপনি অশুদ্ধ আওড়াচ্ছিলেন তাই—

ভট্টা। এত বড় পাষণ্ড ত কোথাও দেখিনাই হে!— আমি ব্রাহ্মণ, পূজা করে বুড়িয়ে গেলেম, তুই এখন আমার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার কর্ত্তে আসিস্? তোর মুখাবলোকন কর্ত্তে নাই।

[সরোষে প্রস্থান।

নাগ। (স্বগত) হাঃ হাঃ হাঃ ! ঠাকুর মহাশয়ের রাগটি ত নাসাগ্রে—বিদ্যা ত তথৈবচ, যা মুখে এলো কতকগুলা আউড়ে ফেল্‌লেন—হাঃ হাঃ হাঃ কি চমৎকার ! যা হোক্, আমি আর বৃথা কালক্ষেপ করি কেন, যাই আপনার কর্ম্ম দেখিগে।

[প্রস্থান।

(মলিনবেশে চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।)

চন্দ্র। (স্বগত) এই ত উজ্জয়িনী নগরে এলেম, এখন কোথায় গমন করি ? কিরূপেই বা প্রিয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হই ?——

(নেপথ্যে ডিণ্ডিমধ্বনি—কতিপয় শান্তিরক্ষকের প্রবেশ এবং ঘোষণা প্রচার।)

"রাজনন্দিনী মেঘমালা সঙ্কটাপন্ন রোগাক্রান্তা হইয়াছেন, নানা দেশীয় বিজ্ঞ বহুদর্শী রাজবৈদ্য সকল তাঁহার পীড়া শান্তি করণে অসমর্থ, এ প্রযুক্ত, মহাবল পরাক্রান্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত জয়সেন মহীপতির আজ্ঞানুসারে এই ঘোষণা প্রচার, করা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি রাজকুমারীকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, মহারাজ তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিবেন।"

[পুনরায় ডিণ্ডিমধ্বনি এবং শান্তিরক্ষকগণের প্রস্থান।

চন্দ্র। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! স্বপ্নটা সত্য হলো না কি ? তবে ত প্রেয়সী স্বালয়ে প্রত্যাগমন করেছেন !—কিন্তু তাঁর ভয়ানক রোগের কথা শুনে প্রাণ ব্যাকুল হলো। আহা !

প্রেয়সীকে কত যাতনাই ভোগ কর্ত্তে হচ্চে! যা হোক্ প্রাণে প্রাণে যে রক্ষা পেয়েছেন এই পরম লাভ। ফলতঃ তাঁর এ পীড়া যে প্রকৃত রোগ, এমত বোধ হয় না, দুঃসহ বিরহবেদনাই সমস্ত অনর্থের মূল; এ রোগের শান্তি করা আমা ভিন্ন অন্যের সাধ্য নয়। এখন কি করি? রাজ-সম্মুখে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসক বলে পরিচয় দিব কি? কিন্তু এ অবস্থায় রাজসভায় যাই বা কি প্রকারে? আর যদি রাজনন্দিনীর পীড়া যথার্থই হয়, তা হলে ত আমার দ্বারা কোন উপায় হতে পার্‌বে না। যাহোক্, যখন এ পর্য্যন্ত এসেছি, এবং প্রিয়ার সংবাদও পেলেম, তখন বোধ হয়, আমার দুঃখ-নিশাবসানান্তে সুখ-সূর্য্যের উদয় হবার অধিক বিলম্ব নাই। দেখি, বিধির মনে কি আছে। (দূরে মালিনীকে দেখিয়া) এই যে সেই মালিনী আস্‌চে। আমার এ দুরবস্থায় ও যে আমাকে চিন্‌তে পার্‌বে এমত বোধ হয় না, কিন্তু আমি ওরে চিনেছি। ফলতঃ সহসা পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, আলাপ করে দেখি; স্বকার্য্য-সাধন জন্য প্রয়োজন হয় শেষ আত্ম প্রকাশ কর্‌বো।

(মালিনীর প্রবেশ।)

বেহাগ—আড় খেমটা।

মালি।

সুখময় প্রেমে বিধি, বিচ্ছেদ কেন সৃজিল।
সুধার আধারে কেন, মিশাইল হলাহল॥
নলিনী কণ্টকে দুঃখী, শশী কলঙ্কে অসুখী,
শিরে মণি বিষধরী, দুঃখে বিবরে পশিল॥
নিরমল প্রেমহারে, সদা সুখে মনো-হরে,
দহিতে বিচ্ছেদ তারে, সহায় আশা অনিল॥

চন্দ্র। সুন্দরি, তুমি কি এই নগরে বাস কর ?

মালি। হাঁ মহাশয়। আপনার কোন্ দেশে বসতি, কি নাম, কোন্ জাতি, কি ব্যবসায় করেন, হেথায় আগমন কি নিমিত্তে ?

চন্দ্র। অযোধ্যাপুরী আমার জন্মভূমি, বণিক জাতি। বাণিজ্য নিমিত্ত বিদেশ গমন কর্চ্ছিলেম, পথিমধ্যে দস্যুদল সমস্ত অপহরণ করেছে। পরে নানাদেশ পর্য্যটন করে্য এই নগরে উপস্থিত হয়েছি।

মালি। (স্মিতমুখে) ভাল মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি বাডীথেকে বেরবার সময় ঐ পাঠটি শিখে বেরন ?

চন্দ্র। সে কি ! এমন কথা বল্‌লে যে ?

মালি। মহাশয়, অনেকে আপনার মতন অবস্থায় পড়ে্য বেণে বলে পরিচয় দেন, আর বলেন যে ডাকাতে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে, কিন্তু শেষে আপনারাই ডাকাত হয়ে পড়েন। যাহোক্, ঐ যে কথায় বলে " বেণের ছেলে দাঁউ ছাড়ে না " তা সত্য বটে।

চন্দ্র। কেন, কোন বণিক কি তোমার কিছু অপহরণ করেছে ?

মালি। মহাশয়, আমি দুঃখী-মানুষ, আমার কি আছে যে চোরে চুরি কর্‌বে ? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আত্মগত) যা একটি ধন ছিল তা পাঁচ জনাতেই লুটেছে বটে—(আপনার অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি)।

চন্দ্র। ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের রাজকুমারীর কি পীড়া হয়েছে বল্‌তে পার ?

মালি। এ কথা আপনাকে কে বল্‌লে ?

চন্দ্র। তোমাদের দেশের শান্তিরক্ষকেরা ঘোষণা প্রচার করে গেল, যে রাজনন্দিনীকে উৎকট রোগ হতে যে ব্যক্তি মুক্ত কর্ত্তে পার্‌বে, মহারাজ তাকে বিশেষ পারিতোষিক প্রদান কর্‌বেন। রোগটি কি প্রকার বিশেষ বল্‌তে পার ?

মালি। না মহাশয়, ও কথা আমি জান্‌লেও বল্‌তে পার্‌ব না।—বাপ্‌রে ! কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে ও সকল কথায় থাকে ? (সভয়ে চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া) মহাশয় ক্ষমা করুন।

চন্দ্র। তোমার ভয় কি ? এ ত আর গোপনীয় কথা নয়, সমস্ত নগর মধ্যে ঘোষণা প্রচার হয়েছে, পরে দেশ বিদেশ সর্ব্বত্রেই জানিত হবে।

মালি। তা হয় হোক্, কিন্তু আমার কাছে ও কথার প্রসঙ্গও কর্‌বেন না।

চন্দ্র। ভাল, যদি তোমার বিশেষ লভ্য হয়, তা হলে বল্‌তে সম্মত হও কি না ?

মালি। (স্বগত) লাভের কথা শুনে মন টা চম্‌কে উঠ্‌লো। ভাল, এ কথা বলায় আমার ক্ষতি কি ? সকলেই ত শুনেছে। ইনি কি বলেন কথাটাই কেন শুনি না ? আমার হঠাৎ ভেঙ্গে চুরে কিছু বলে কাজ কি আছে? (প্রকাশে) মহাশয়, আপনি ত বল্‌লেন ভাল, কিন্তু রাজকন্যার ব্যামোহের কথা আপনাকে বল্‌লে আমার কি প্রকারে লাভ হবে ?

চন্দ্র। তাঁকে আরোগ্য করে্য আমি যে পারিতোষিক প্রাপ্ত হব, সমুদায় তোমাকে প্রদান কর্‌বো।

মালি। (হাস্য করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ ! মহাশয়, আপ•

নাকে প্রথমে দেখে পাগল মনে করেছিলেম, কিন্তু ভাল মানুষের মতন কথাবার্ত্তা গুলি কচ্ছিলেন, তাতে সে ভ্রম-দূর হয়ে ছিল; কিন্তু এখন আবার এই কথাটি শুনে জান্‌লেম আপনি যথার্থই পাগল। যাহোক্, এই বেলা এখান থেকে পালান, এর পর পাড়ার ছেলে পিলেরা দেখ্‌লে গায়ে ধূলো দেবে। হাঃ হাঃ হাঃ! তাদের ডেকে আন্‌বো কি, মজা দেখ্‌বেন?—মহাশয়, আগে আপনার চিকিৎসার উপায় দেখুন গে, পরে রাজনন্দিনীর চিকিৎসা কর্ত্তে আস্‌বেন।

চন্দ্র। হাঁ আমারও চিকিৎসার প্রয়োজন বটে, কিন্তু তোমাদের রাজকুমারী আরোগ্য হলেই আমার পীড়ার শান্তি হবে। তুমি নিতান্ত রহস্য কর্ল্যে, কি করি, কিন্তু যদি ভাল করে্য শোন, তা হলে তোমার বিলক্ষণ প্রত্যয় হবে যে আমি কৃতকার্য্য হতে পার্‌বো। ভাল, যদি আমি এমত স্বীকার করি যে, রাজকন্যাকে নয়নগোচর না করে্য, তোমার হস্তে ঔষধ পাঠিয়ে তাঁর পীড়ার শান্তি কর্ত্তে পার্‌বো, আর যা কিছু পুরস্কার পাব, সমুদয় তোমাকে প্রদান কর্‌বো, তা হলে আমার কথায় বিশ্বাস কর্‌বে কি না?

মালি। (স্বগত) এ কথা মন্দ নয়—বোধ করি ইনি সামান্য মানুষ না হবেন, আর যে প্রকার সাহস করে্য বল্‌চেন, সত্য হলেও হতে পারে। জানি কি, কোন ঔষধ জান্‌লেও ত জান্‌তে পারেন, তাও ত বিচিত্র নয়। আহা! ঈশ্বর করুন তাই হোক্। আর যেমন করে্য হোক্ রাজনন্দিনীর রোগ আরাম হওয়া নিয়ে কথা, তা যদি এঁর দ্বারা সম্পন্ন হয়, তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে? সকল দিকে আমারই লাভ—মহারাজের একটি মেয়ে, সেটি রক্ষা পেলে সোণার সংসার সকলি

বজায় থাকে, আমরাও এক মুটো অন্ন পাই। আবার ইনি আমার হাতে ঔষধ পাঠিয়ে চিকিৎসা কর্‌বেন, রোগীর নিকট যাবেন না, তাঁকে চক্ষেও দেখ্‌বেন না ; সে ত আমার পক্ষেই উত্তম। ভাল এওত একটা সুযোগ দেখ্‌তে পাচ্চি—তবে কেন মহারাজকে বলি না যে আমিই রাজকন্যাকে আরোগ্য কর্‌বো, এঁর নাম করে কাজ কি? —(হর্ষচিত্তে) হয়েছে, এই বারে বুঝি ভগবান্ আমার প্রতি সদয় হলেন! আমার অদৃষ্ট ফল্‌লো দেখ্‌চি। (প্রকাশে) বলি মহাশয়, আপনি যে রাজকন্যাকে আরোগ্য কর্‌বেন বল্‌চেন, তাতে আমার প্রত্যয় হবে কেমন করে্য ?

চন্দ্র। আমার কথায় যদি প্রত্যয় না কর, তবে আর কি প্রকারে তোমার বিশ্বাস করাতে পারি ?—দেখ, আমি জেতে বেণে বটে, কিন্তু নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, চিকিৎসা শাস্ত্রে আমার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। অতএব তোমাদের রাজনন্দিনীর পীড়া শান্তি কর্ত্তে পার্‌বো তার সন্দেহ নাই।

মালি। তবে আমার সঙ্গে আসুন, এ সকল কথা পথের মাঝখানে কবার নয়—কিন্তু মহাশয়, যে কথা বলেছেন তার যেন অন্যথা না হয়। আপনি রাজকন্যাকে চক্ষে দেখ্‌তে পাবেন না, আমার দ্বারায় ঔষধ পাঠিয়ে চিকিৎসা কর্ত্তে হবে ; এই দুটিকথা আগে ভাল করে স্বীকার করুন। কথায় বলে "যে ছেলেকে কুমীরে ধরে সে ঢেঁকি দেখে ডরায়।" আমি একবার একজন বেণের হাতে পড়ে্য—(সচকিতে জিব কেটে মৃদুস্বরে)—ওমা ! কি বল্‌চি !—

চন্দ্র। সে কি রূপ ?

মালি। (স্বগত) ভাগ্যিস্ আর কিছু বলে ফেলিনি!—(প্রকাশে) না মহাশয় তা নয়, বলি কোন্ পথ দে যাব তাই ভাব্‌চি——মহাশয় এই দিক্ দে আসুন।

চন্দ্র। চল, আমি তোমার পশ্চাৎ২ গমন কচ্চি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী নগর—রাজ সভাগৃহ।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (স্বগত) যাহোক্, জগদীশ্বরের কৃপায় মহারাজ ত একটা বিপদ হতে উদ্ধার হলেন, এখন এটাও ভালয়২ কেটে গেলে হয়। যেমন রাজনন্দিনীর পীড়ার শান্তি হলো, তেম্‌নি বীরবাহু যুদ্ধটা জয় করে্য এলেই সম্পূর্ণ সুখের বিষয় হয়।—কি হে! বিক্রমরায় একটা সামান্য রাজা, কতবার শত্রুভয়ে দেশে থেকে পালিয়ে আমাদের মহারাজের শরণাগত হয়েছিল, (ভাগ্যে মহারাজ সাহায্য করেছিলেন তাই আজও অযোধ্যায় রাজ্য কচ্চে) সে কি না উজ্জয়িনী নগরে এসে থানা দিয়ে বস্‌লো! গ্রহবৈগুণ্যের কর্ম্ম। গ্রহ মন্দ হলে কি কষ্টই না ভোগ কর্ত্যে হয়? পুণ্যশ্লোক নলরাজা গ্রহ-দোষে রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে কি দুঃখই না পেয়েছিলেন!—মহারাজের সময়টা কিছু মন্দ দেখ্‌ছি, তা নৈলে রাজকন্যাই বা নিউদ্দেশ হবেন কেন?—আবার যদি বা তাঁকে খুজে পেতে পাওয়া গেল, কি না এক বিষম রোগ তাঁর শরীরে এসে উপ-

স্থিত হলো। সে যাহোক্,—এই মালিনী মাগী এমন উৎকট রোগটা যে আরাম কর্ল্যে এওত বড় আশ্চর্য্য কথা! এত বিজ্ঞ কবিরাজ, এত রাজবৈদ্য, কেউ কিছু কর্ত্যে পার্ল্যে না। আমি ত এর বৃত্তান্ত কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

(রাজা জয়সেন এবং মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মহারাজের জয় হোক্!

রাজা। (সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রীর প্রতি) বিক্রমরায় এত সৈন্য কোথা হতে একত্র কর্ল্যে? তার অধিকার মধ্যে ত্রিশ সহস্র সৈন্য ত কোন কালেই ছিল না; বোধ হয় নিকটস্থ কোন রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাক্‌বে। যাহোক্, বীরবাহু যদিও অজিতের তুল্য বীর নয় বটে, বিদর্ভেশ্বর এবং মগধাধিপতির সহিত যুদ্ধে তারও ভুজবিক্রম বিলক্ষণ প্রকাশ হয়েছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজলক্ষ্মীর কৃপায় বৈরীদল সমূলে বিনষ্ট হবে। উজ্জয়িনী সেনার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হয়, এমন পরাক্রমশালী সৈন্য ভারতবর্ষে কোন্ রাজার আছে?

রাজা। তার সন্দেহ কি। (বিদূষকের প্রতি) বয়স্য, সংবাদ কি?

বিদূ। মহারাজ, খগেন্দ্রের পক্ষচ্ছেদ কর্ল্যে তিনি যেমন অচল হয়ে পড়েন, আমারও প্রায় সেই দশা ঘটেছে। নিরন্তর অনাহারে আপনার স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত হয়ে—(উদরে হস্ত দিয়া) এই দেখুন, উদর শুষ্ক হয়ে গেছে। মনে করেছিলাম রাজকন্যার পীডার শান্তি হলো, ব্রাহ্মণভোজন টা উত্তমরূপ

হবে, দক্ষিণাটাও বিলক্ষণ পাব, তা আবার কোথ্যেকে একটা ভেকো রাজা এসে এক জঞ্জাল বাধিয়ে বস্‌লো—ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট ফল্‌তে ফল্‌তেও ফলে না।

রাজা। (হাস্য করিয়া) সে কি বয়স্য! তুমি আহার ত্যাগ কর এ যে অতি আশ্চর্য্য কথা; আর পূজাহ্নিকে তোমার যত শ্রদ্ধা ভক্তি তার ত কথাই নাই। তুমি আবার স্বস্ত্যয়ন শিখ্‌লে কবে?

বিদূ। বলেন কি মহারাজ! যে পর্য্যন্ত রাজনন্দিনীর পীড়া হয়েছিল, প্রতিদিবস দুটি সন্ধ্যা বৈ আর আহার হয় না; আপনার এখানে বৈকালীটে ত উঠে গিয়েছে, তা এ আমার পক্ষে এক প্রকার নিরাহার থাকাই বল্‌তে হবে। আর স্বস্ত্যয়নের কথা, আপনাকে অধিক কি বল্‌বো, প্রতিদিন প্রাতে রাজ-উদ্যান থেকে একটি ঝুড়ী ফুল বেলপাত তুলে নে যাই।

রাজা। হাঃ হাঃ হাঃ! তবে সেই ফুল তোলাই তোমার স্বস্ত্যয়ন না কি?

বিদূ। মহারাজ, বুদ্ধি থাক্‌লে লোকে কোন্ দুরূহ কর্ম্ম সাধন কর্ত্তে না পারে? দেখুন বুদ্ধির কৌশলে এমন যে অকূল মহাসমুদ্র, তাও পার হয়ে লোকে এক প্রদেশের দ্রব্যাদি দেশান্তরে লয়ে বাণিজ্য কর্চ্চে। বুদ্ধি সহকারে উন্মত্ত করিবরও আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়। শর্ম্মাকে কি কম জ্ঞান করেছেন? যে দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের বাটীতে ষষ্ঠীপূজা হচ্ছিল, আমি অম্‌নি গিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে মন্ত্র কটা শিখে নিলাম, জানি যে আপনার স্বস্ত্যয়ন কর্ত্তে হবে। আপনি আমারে নিতান্ত মূর্খ মনে কর্‌বেন না; বিদ্যা নাই বটে, কিন্তু বুদ্ধে আমি বৃহস্পতির প্রপিতামহ।

রাজা। হাঃ হাঃ হাঃ! তার সন্দেহ কি!

নেপথ্যে। হো! হৈ! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!
(কোলাহল শব্দ।)

বিদূ। (সত্রাসে) মহারাজ! মহারাজ! গেলেম, গেলেম, ও বাবা! (কম্প।)

রাজা। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও—এ কোলাহল কি নিমিত্ত?——

(ভগ্নদূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজ, সর্ব্বনাশ হলো! সর্ব্বনাশ হলো!

রাজা। কেন? কেন? সমাচার কি?—

দূত। মহারাজ, শত্রুদল বীরবাহুকে পরাভব করে্য নগর মধ্যে প্রবেশ করেছে, বোধ করি এতক্ষণ রাজভবনের দ্বারে উপস্থিত হলো।

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! বীরবাহু কোথায়?

দূত। নরনাথ, তিনি শত্রুহস্তে পড়্যে শৃঙ্খলবদ্ধ হয়েছেন, তাই দেখে সমুদয় সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেছে; শত্রুরা অগ্রসর হয়ে তোরণ পর্য্যন্ত আগমন করে্য, দুর্গের দ্বারুদ্ধ করেছে।

রাজা। কি দুর্দৈব! মন্ত্রি! এখন উপায় কি?—তুমি শীঘ্র যাও, দুর্গের দ্বার মোচনের সুযোগ করে্য কাশ্মীরী সেনাদের রণস্থলে পাঠাবার উপায় দেখ গিয়ে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (দূতের প্রতি) কি চমৎকার! বীরবাহু,

বিক্রমরায়ের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলো !—তার সহিত কত সৈন্য ছিল ?

দূত। মহীপতে, বিপক্ষপক্ষ সৈন্যরা প্রথমতঃ সম্মুখ যুদ্ধে পরাভূত হয়ে ভঙ্গ দেয় এবং বীরবাহু তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে্য রাজ্য হতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করেন।

রাজা। তার পর।

দূত। কতিপয় বৈরীসেনা সহসা দুই পার্শ্ব হতে একেবারে সেনাপতি মহাশয়কে আক্রমণ কর্ল্যে। তিনি চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হয়ে অসাধারণ বীর্য্য প্রকাশ কর্ত্যে লাগ্‌লেন—

রাজা। বীরবাহু ত একজন সামান্য যোদ্ধা নয়। তার পর কি হলো ?

দূত। নৃপেন্দ্র, তিনি এতদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ কর্ত্যে লাগ্‌লেন যে, বোধ হলো যেন সূর্য্যদেব শরজালে আচ্ছাদিত হলেন ; আর তাদের মুখ হতে যেন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা নিঃসৃত হতে লাগলো, হুহুঙ্কার শব্দে ধরাকম্প হলো।

রাজা। তাতেও শত্রুদল রণে ভঙ্গ দিলে না ?

দূত। মহারাজ, তারা বীরবাহুর বাণে জর্জ্জরীভূত হয়ে পলায়ন করে, এমন সময়ে কতকগুলা অশ্বারোহী তাঁর রথের পশ্চাদ্দিক হতে তাঁকে আক্রমণ করে্য, তাঁর শরাসন ছেদন কর্ল্যে।

রাজা। (দন্তভরে) কি· দুরাত্মাদেব এতদূর পর্য্যন্ত দুরাচার ! সম্মুখ-সংগ্রামই বীরত্ব প্রকাশ, রথীর পশ্চাতে আক্রমণ করা কি যোদ্ধার কর্ম্ম ?—তার পর ?

দূত। নরনাথ, তখন সেনাধ্যক্ষ মহাশয় অসিচর্ম্ম ধারণ করে্য বৈরীদের অনেককেই বিনষ্ট কর্ল্যেন, কিন্তু প্রায় এক

সহস্র অশ্বারোহী চতুর্দ্দিক হতে একত্র হয়ে তাঁকে পরাভূত করে ফেল্‌লে।

রাজা। (স্বগত) কি পরিতাপ! এখন এ বিপদ হতে মুক্ত হবার উপায় কি? (নেপথ্যে দুন্দভিধ্বনি এবং কোলাহল শব্দ।)

বিদূ। (কম্পিত কলেবরে) মহারাজ, এইবার বেটারা রাজপুরী প্রবেশ করেছে—ঐ শুনুন, উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! হায়! হায়! কি হলো! এইবার মৃত্যু উপস্থিত দেখ্‌তে পাচ্চি। মরণকালে একবার ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না এই আক্ষেপ রইল! (শশব্যস্তে চতুর্দ্দিকে অবলোকন।)

রাজা। স্থির হও, স্থির হও, এ সময় উতলা হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

বিদূ। মহারাজ, আর কি স্থির হওয়া যায়? ঐ শুনুন, উঃ! চীৎকার শব্দে কাণে তালা লাগে। (কপালে করাঘাত।) হায়, হায়! শেষটা কি অদৃষ্টে এই ছিল! (রোদন।)

নেপথ্যে। মহারাজের জয় হোক্. মহারাজের জয় হোক্—চল, চল, শীঘ্র মহারাজকে শুভ সংবাদ দেওয়া যাক্!

(মন্ত্রী, বীরবাহু, চন্দ্রকেতু এবং একজন
সেনানীর প্রবেশ।)

সকলে। মহারাজের জয় হোক্।

রাজা। (সহর্ষে) সংবাদ কি?

মন্ত্রী। মহীপতে, সকলই সুসংবাদ। বীরবাহু বিক্রমরায়কে পরাভব করে্য তাঁকে দুর্গ মধ্যে কারাবদ্ধ করেছেন।

বিদূ। বাঁচলাম! এতক্ষণে দেহে প্রাণ এলো।

রাজা। বীরবাহু, তুমিই যথার্থ বীর! তোমার অসামান্য সাহস এবং ভুজবিক্রমের কথা শুনে যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি তা বল্‌তে পারি না। তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত, তুমিই সাধু। এখন কিরূপে বিক্রমকে পরাজয় কর্ল্যে বল দেখি?

বীর। হে নরেন্দ্র! আপনি যে সকল প্রশংসা-সূচক বাক্য প্রয়োগ কল্যেন, এ দাস তার যোগ্য নয়। অদ্যকার যুদ্ধে জয়লাভ করা এবং বিক্রমরায়কে পরাভূত করা, কেবল এই বিদেশী যুবকের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। ইঁহারই বিক্রম বলে আমি শত্রুহস্ত হতে মুক্ত হয়েছি। (চমৎকৃত হইয়া সকলের চন্দ্রকেতুর প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টি।)

রাজা। (সবিস্ময়ে) কি বল্‌লে, এই যুবকের দ্বারা?— এ ব্যক্তি কে?

সেনানী। মহীপাল, আমরা কেউ এঁকে চিনি না, কিন্তু এঁর যে কি পর্য্যন্ত ভুজবিক্রম, তা এক মুখে বর্ণন করা যায় না। ইনি একাকী শত্রুদের মধ্যে প্রবেশ করে্য, যেরূপ অসীম সাহস প্রকাশপূর্ব্বক সম্মুখ সংগ্রামে তাহা-দিগকে পরাভূত করেছেন, সেরূপ মনুষ্যের অসাধ্য।

বিদূ। তাইত মহারাজ, ইনি ত দেখ্‌ছি বেদেশী, অবয়ব দেখে বোধ হচ্চে সম্ভ্রান্ত লোক বটেন।

রাজা। (চন্দ্রকেতুর প্রতি) হে বিদেশী যুবক! তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা বিলক্ষণ প্রকাশ হয়েছে। শত্রুকে পরাজয় করে্য আমার রাজ্য রক্ষা করাতে তুমি আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ কর্ল্যে, তোমার এ কীর্ত্তি চিরঃস্মরণীয় হবে; এক্ষণে আত্ম পরিচয় দিয়া তুষ্ট কর।

(মালিনীর বেগে প্রবেশ।)

মালি। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় হোক্—দোহাই মহারাজের, বিচার আজ্ঞা হয়।

রাজা। এ কি, একি, কে চীৎকার করে ?

মালি। (করযোড়ে শশব্যস্তে) মহারাজ, আমি রাজ-নন্দিনীর মালিনী, আমিই তাঁর পীড়া আরোগ্য করেছি, (চন্দ্রকেতুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ইনি এখন আমায় ফাঁকি দিয়ে বিদেয় নিতে এসেছেন ; দোহাই মহারাজের, যদি মিথ্যা বলি, দুটি চক্ষের মাথা খাই।

রাজা। (স্বগত) এ আবার কি ব্যাপার উপস্থিত ! (প্রকাশে) মন্ত্রি, ইহার বৃত্তান্ত কিছু বোঝা যাচ্চে না, বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করে্য অবগত হও।

মন্ত্রী। (মালিনীর প্রতি) ওগো, তুমি স্থির হও। বৃত্তান্ত কি বল দেখি ?

মালি। আজ্ঞা মহাশয়, (চন্দ্রকেতুকে লক্ষ্য করিয়া) উনি আমার বাড়ীতে বাসা করেছিলেন এই মাত্র, কিন্তু রাজ-কুমারীর ব্যামোহ আমিই আরাম করেছি, দেখুন মহাশয় এখন উনি বিদেয় নিতে এসেছেন।

মন্ত্রী। কৈ, উনি ত সে কথার কোন প্রসঙ্গ করেন নাই। (রাজার প্রতি) মহারাজ, এর কথার দ্বারা বিলক্ষণ ব্যক্ত হচ্চে যে, রাজদুহিতার আরোগ্যও এই যুবক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়েছে।

বিদূ। মহারাজ, আমিও তাই বিবেচনা কর্চ্ছিলেম যে, মালিনী কি প্রকারে রাজনন্দিনীর এমন দুর্ঘট রোগ আরাম

কর্ল্যে—যাহোক্, এ মাগী যে প্রতারণা কর্চ্চে তার আর সন্দেহ নাই; ওকে পুরস্কার না দিয়ে দণ্ড দেওয়াই কর্ত্তব্য।

রাজা। (মালিনীর প্রতি) তুই সত্য বল্, নতুবা উচিত দণ্ড পাবি।

মালি। (সভয়ে স্বগত) কাজ নাই, সত্যি কথাই বলি, এর পর উনি যদি সকল বৃত্তান্ত বলে ফেলেন, তা হলে আমার কথায় আর কে প্রত্যয় কর্বে? (প্রকাশে) মহারাজ, উনি ঔষধ দেন বটে, কিন্তু ওঁর সঙ্গে এই কথা ছিল যে বিদেয়ের টাকা গুলি আমায় দেবেন, সত্যি মিথ্যে ওঁরেই জিজ্ঞাসা করুন।

বিদূ। শুন্লেন মহারাজ, আমি যা বলেছি তার কি আর অন্যথা আছে?

(প্রতীহারীর প্রবেশ।)

প্রতী। মহারাজের জয় হোক্। মহীপাল, একজন বিদেশী যুবা পুরুষ রাজদর্শনের অভিলাষ প্রকাশ কর্চ্চেন, মহারাজের কি আজ্ঞা হয়?

রাজা। সে ব্যক্তি কোথা হতে এসেছে?

প্রতী। নরেশ্বর, তিনি বলেন মহারাজের সম্মুখে সমস্ত পরিচয় দেবেন।

রাজা। তারে ডেকে আন্।

[প্রতীহারীর প্রস্থান।

বিদূ। আবার কে এসে দেখ।

(প্রিয়ম্বদকে লইয়া প্রতীহারীর পুনঃপ্রবেশ।)

চন্দ্র। (প্রিয়ম্বদকে দেখিয়া) সখে প্রিয়ম্বদ!——

প্রিয়। যুবরাজ!——

চন্দ্র। (সজল নয়নে) বয়স্য, তোমার কি এত দিনে আমায় মনে পড়্লো?——

প্রিয়। (সজল নয়নে) যুবরাজ, তোমার মনে কি এই ছিল?——

রাজা। (স্বগত) তবে ইনি রাজপুত্র!—না হলেই বা এমন অসামান্য রূপ এবং অপরিমিত বিক্রম কি প্রকারে সম্ভবে? (প্রিয়ম্বদের প্রতি প্রকাশে) হে যুবক! ইনি কোন্ মহাপুরুষ, পরিচয় দিয়া সন্দেহ ভঞ্জন কর।

প্রিয়। মহারাজ, ইনি বিজয়পুরাধিপতি মহারাজ চিত্রসেনের পুত্র যুবরাজ চন্দ্রকেতু,' এবং এ অধীন এঁর প্রিয় বয়স্য। যুবরাজ আপনার দুহিতাকে স্বপ্নে দর্শন করে্য, তাঁর অসামান্য রূপে মোহিত হয়ে, পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে একাকী রাজপুরী পরিত্যাগ করে্য এসেন। অধীনও তাঁর বিচ্ছেদে কাতর হয়ে, পিতামাতাকে বঞ্চনা করে্য, প্রিয় বয়স্যের অন্বেষণ জন্য একাকী নানা দেশ ভ্রমণের পর, আপনকার রাজ্যে উপস্থিত হয়ে, তাঁর সংবাদ প্রাপ্ত হয়। এতদিনে আমার সমুদয় ক্লেশ সফল হলো। প্রিয় সখার চন্দ্রানন দর্শনে পথিমধ্যে যে সকল ঘোর বিপদে পতিত হয়েছিলেম সমুদয় বিস্মৃত হলেম। আহা! আজ আমার কি সুপ্রভাত! আমার কি সৌভাগ্য!

চন্দ্র। সখে, আমিও তোমার মুখাবলোকন করে্য যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হলেম বল্‌তে পারি না। তুমিই বন্ধু। এসো একবার আলিঙ্গন করি। (আলিঙ্গন করিয়া) এখন রাজ্যের এবং পিতামাতার সংবাদ কি বল দেখি।

প্রিয়। রাজনন্দন, যেমন নিশাকালে চন্দ্রবিরহে চতুর্দ্দিক তমসাবৃত হয়, তেম্‌নি আপনার অদর্শনে বিজয়পুর অন্ধকার হয়ে আছে।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া চন্দ্রকেতুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) বৎস, মহারাজা চিত্রসেন আমার পরম বন্ধু, তুমি তাঁর পুত্র এ পরিচয় প্রাপ্ত হয়ে মহানন্দ উপভোগ কর্ল্যেম। তুমি যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রু পরাজয় করে্য আমার রাজ্য রক্ষা করেছ, এবং আমার দুহিতার বিষম রোগের শান্তি করেছ, তার জন্য তোমার নিকট চিরবাধিত থাক্‌লেম। তোমার অসামান্য সাহসের কথা শুনে চমৎকৃত হয়েছি। সিংহের ঔরসে সিংহই জন্ম গ্রহণ করে। মহা-রাজ চিত্রসেন মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি, তাঁর নন্দন তত্তুল্য না হবে কেন? যা হোক্, তোমার যথোচিত পুরস্কার করা অতি কর্ত্তব্য। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রি, এই সকল শুভ সংবাদ অন্তঃপুর মধ্যে প্রেরণ কর, এবং মেঘমালাকে সুসজ্জিত করে শীঘ্র আনয়ন কর্ত্তে্য বল; আমি এই দণ্ডেই তাকে যুবরাজের হস্তে সমর্পণ করি, ইনিই তার উপযুক্ত পাত্র।

মন্ত্রী। মহারাজ, রূপে গুণে এঁর তুল্য রাজনন্দন বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই, তাতে আবার আপনার পরমবন্ধু মহারাজ চিত্রসেনের পুত্র, অতএব এমন সুপাত্রে কন্যাদান না কর্‌বেন ত আর কাকে দেবেন? আপনার আজ্ঞা সত্বরই প্রতিপালন কর্চ্চি।

[প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ, এঁরা দুটি যেন রাম লক্ষ্মণ, কিন্তু এঁদের সঙ্গে পাছে একটা বীর হনুমান থাকে, আর সেইটে না এসে

পড়ে তাই ভাব্‌চি। যা হোক্ রাজনন্দিনীও স্বয়ং সীতাদেবী, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তাঁর ভাগ্যে রঘুপতিই মিল্‌লো।

রাজা। বয়স্য, আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! কোষাধ্যক্ষকে আদেশ কর, ব্রাহ্মণ, দীন, দরিদ্রকে বিপুল ধন দান করুক। সমুদয় নগরমধ্যে নৃত্য গীত বাদ্য দ্বারা প্রজা-গণ আনন্দে মগ্ন হোক্।

বিদূ। মহারাজ, আগে ব্রাহ্মণ ভোজন টা হলে ভাল হয় না?

(মন্ত্রীর সহিত সখী-সমভিব্যাহারে মেঘ-মালার প্রবেশ।)

রাজা। (মেঘমালার হস্ত ধারণ করিয়া) বৎসে, তোমার আরোগ্যবার্ত্তা শ্রবণ করে্য পরমাহ্লাদিত হয়েছিলেম, কিন্তু এখন তদপেক্ষাও অধিক আনন্দজনক বিষয় উপস্থিত হয়েছে। সর্ব্বগুণে গুণান্বিত সুপাত্রে তোমায় দান করবো, ইহাই আমার সম্পূর্ণ মানস ছিল, আজ বিধাতা আমার সে মানস পূর্ণ কর্ল্যেন, ইহাপেক্ষা সন্তোষের বিষয় আর কি হতে পারে? দৈব-নিবন্ধন ব্যতীত এমন সংঘটনা কখনই হয় না। অতএব পরমবন্ধু-পুত্র চিত্রসেন-রাজনন্দনের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করে্য অসীম আনন্দ লাভ করি। (চন্দ্রকেতুর প্রতি) বৎস, আমার দুহিতার জন্য তুমি অনেক ক্লেশ সহ্য করেছ, এ রত্ন তোমারই উপযুক্ত, তোমার সমস্ত পরিশ্রমের পুর-স্কার স্বরূপ, আমার এই জীবন-সর্ব্বস্ব একমাত্র তনয়াকে

গ্রহণ কর। (মেঘমালার হস্ত লইয়া চন্দ্রকেতুর হস্তে সমর্পণ।)

(নেপথ্যে মঙ্গল বাদ্য ও সংগীত।)

সোহিনী—মধ্যমান।

মরি অপরূপ কিবা শোভা শোভিল রে!
হেরে মন মজিল রে;—
রতনে রতন কিবা মিলিল রে॥
দোঁহে দোঁহা লাগি, সহিল যত,
পাসরিল এবে, পেয়ে মনোমত,
রহু দোঁহে নিরবধি, প্রেমসুখে রত,
বিধি মনো-সাধ যদি, পুরাইল রে॥
সবে মিলি মঙ্গল, গাও কুতূহলে,
নৃপনন্দন নন্দিনী, পরম কুশলে,
লভিয়ে যশঃরাশি, অবনীমণ্ডলে,
বঞ্চে দিন এই মন, চাহিল রে॥

যবনিকা পতন।

ইতি পঞ্চমাঙ্ক।

গ্রন্থ সমাপ্ত।